Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র

পি. এস. পাবলিকেসন
কলিকাতা-২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

[illegible]

২৩/১০/৭৩

[illegible]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Library
SHREE SHREE MA ANANDAMAYEE ASHRAM
Bhadaini, Varanasi-1
No. 3/248
Book should be returned by date (last) noted below or re-issue arranged. Otherwise a fine of 10 N.P. daily shall have to be paid.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র

3/248

রচনা ঃ প্রভাসচন্দ্র পাঠক

সম্পাদনা ঃ সনাতন সেন

পি. এস. পাবলিকেসন
কলিকাতা-২২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রকাশক :
পি. এস. পাবলিকেসন
"ক্লাইভ হাউস"
১ চ্যাপেল রোড,
হেষ্টিংস, কলিকাতা-২২
ফোন : ৪৫-২২৪৯

প্রথম প্রকাশ—১৯৭৪
© প্রকাশক কর্তৃক সর্ব্বস্বত্ব সংরক্ষিত

মূল্য : দশ টাকা
(এই মর্মে প্রকাশিকার নিবেদন—
পর পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য)

মুদ্রক :
শ্রীগোপালচন্দ্র রায়
নাভানা প্রিন্টিং ওআর্কস প্রাইভেট লিঃ
৪৭ গণেশচন্দ্র অ্যাভিনিউ,
কলিকাতা-১৩

প্রচ্ছদ :
অখিলবন্ধু খান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

3/248

প্রকাশিকার নিবেদন

আমরা সানন্দে ঘোষণা করছি যে এই গ্রন্থের বিক্রয়লব্ধ সমস্ত অর্থ হাওড়া হোমস আন্তর্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্র ও বিবেকানন্দ পাঠাগারের উন্নয়নকল্পে প্রদান করা হবে।

পূরবী শর্মিলা

পি. এস পাবলিকেসনের পক্ষে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সূচীপত্র

ভূমিকা : তুষারকান্তি ঘোষ

মুখবন্ধ : বনফুল

প্রস্তাবনা : সনাতন সেন ১

বাল্যকালে রাঘবেন্দ্র ৫

জন্ম ও বংশপরিচয় ৭

কৈশোরে রাঘবেন্দ্র ৯

বিদ্যালয়জীবন ১১

যৌবনে রাঘবেন্দ্র ১৩

কলেজজীবন ১৫

সমাজসেবায় রাঘবেন্দ্র ১৯

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট জীবন ২১

কর্মী রাঘবেন্দ্র ৩৩

চাকুরী জীবন ৩৫

রাজস্থানে রাঘবেন্দ্র ৫৯

শিল্পীর সাধনা ৬৭

হাওড়া হোমস (প্রথম পর্ব) ৭১

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র ৭৫

হাওড়া হোমস (দ্বিতীয় পর্ব) ৭৭

হাওড়া হোমস (তৃতীয় পর্ব) ৭৯

দ্বিতীয় অধ্যায়

বাগ্মী রাঘবেন্দ্র ৮৫

হাওড়া হোমসে ভাষণ ৮৭

ইউনিভার্সিটি ইন্‌সটিটিউটে ভাষণ ৯৮

মানুষ রাঘবেন্দ্র ১০৯

স্বপ্ন ও সাধনা ১১৭

তৃতীয় অধ্যায়

পারিবারিক পরিচয় ১৬৯

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS
3/248

ভূমিকা

উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙলাদেশে অনেক প্রতিভার আবির্ভাব ঘটেছে। দিকপাল পুরুষদের প্রভাব আমরা প্রত্যহ অনুভব করি। জীবন কাহিনীগুলি তাঁদের অসাধারণ ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটিয়েছে। প্রামাণ্য গ্রন্থগুলি নানান দিক দিয়ে উপভোগ্য হয়েছে। "কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র" সকলের উপভোগ্য হবে, সকলের প্রশংসা পাবে এই আশাই ক'রব।

শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ

[বিশ্ব বিশ্রুত সাংবাদিক অমৃতবাজার পত্রিকার সম্পাদক]

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বনফুল

বাঙলা সাহিত্যে ছোটগল্প রচনায় সম্রাট। অসংখ্য ছোটগল্পের রচয়িতা, বিভিন্ন প্রকাশ ভঙ্গীর স্রষ্টা, মোপাঁশা, শেখভ ও হেনরী বিদেশী সাহিত্যকে যেমন ঐতিহ্য মণ্ডিত করেছেন বাঙলা সাহিত্যে বনফুলের দান অনুরূপ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS 3/248

মুখবন্ধ

বর্তমান যুগে আমাদের মতো সাধারণ লোকের জীবন বড়ই সঙ্কটময় হইয়া উঠিয়াছে। ইংরেজদের আমলে আমরা পরাধীন ছিলাম, কিন্তু সাধারণ লোকের জীবনযাত্রা এমন তুরূহ ছিল না। এখন আমরা নাকি স্বাধীন হইয়াছি, ইংরেজ রাজপুরুষদের বদলে এখন জনতা-নির্ব্বাচিত লীডাররাই রাজপুরুষদের স্থান অধিকার করিয়াছেন। আমাদের কিন্তু তুর্গতির অন্ত নাই। খাদ্য-সঙ্কট, বস্ত্র-সঙ্কট, শিক্ষা-সঙ্কট, ভ্রমণ-সঙ্কট, ইলেকট্রিসিটি-সঙ্কট, গুণ্ডা-সঙ্কট, উদ্বাস্তু-সঙ্কট, বেকার-সঙ্কট, নিয়ত-বর্দ্ধমান-ট্যাক্স-সঙ্কট, পদে পদে উৎকোচ-সঙ্কট পঙ্গপালের মতো আসিয়া আমাদের জীবনকে প্রায় অচল করিয়া তুলিয়াছে। নেতাদের মুখে মাঠে, মঞ্চে ও রেডিওতে নানারূপ ভনিতা-পূর্ণ স্তোকবাক্য শুনিতে হইতেছে। ইহাও আর এক সঙ্কট। বক্তৃতায় কর্ণ বধির হইয়া গেল, কিন্তু প্রতিকারের কোন লক্ষণ তো কোথাও দেখিতে পাই না। আর একটা চরম সঙ্কটের কথা এখনও বলি নাই! সেটি চরিত্র-সঙ্কট। চরিত্রবান ভদ্রলোক আজকাল বড় একটা দেখিতে পাই না। যাঁহাদের দেখিতে পাই তাহারা টুকিয়া পরীক্ষা পাশ করিয়াছে, তাহাদের কথার ঠিক নাই, কোনও মহৎকর্ম্মে যাহাদের অধ্যবসায় নাই, যাহারা সাহিত্য ও শিল্পের নামে অশ্লীলতা ও অভব্যতা চর্চ্চা করে, আমাদের দেব-দেবীর পূজা যাহাদের উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশের উপলক্ষ হয়, যাহাদের অশালীনতা, ঔদ্ধত্য ও পরশ্রীকাতরতা পরস্পরকে বিক্ষত করিতেছে, যাহাদের পোষাক হরেক রকম, কিন্তু যাহাদের লক্ষ্য এক-মুখী—কোন রকমে একটা চাকরি চাই। প্রৌঢ় এবং বৃদ্ধেরাও এই স্রোতে গা ভাসাইয়াছেন। ইহার ব্যতিক্রম যে নাই তাহা নহে, কিন্তু যাঁহারা ব্যতিক্রম তাঁহারা ক্বচিৎ-দৃষ্ট বিস্ময়ের মতো মাঝে মাঝে দেখা দেন।

এইরূপ একটি ক্বচিৎ-দৃষ্ট বিস্ময়কর ব্যক্তির সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গিয়া এইসব কথা মনে হইল। উনবিংশ শতাব্দীতে বাঙালীর জীবনে গৌরবের জোয়ার আসিয়াছিল, বাঙালী-মনীষার সমুজ্জ্বল দীপ্তি তখন সমাজের সর্ব্ব স্তরকে যে আলোকে উদ্ভাসিত করিয়াছিল সেই আলোকের প্রভাবেই

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাঘবেন্দ্রবাবুর জীবন আলোকিত, সেই আদর্শই তাঁহার জীবনে ওতপ্রোত। তিনি বিদ্বান অথচ বিনয়ী, তিনি জীবনের নানা দিকে কৃতী, অথচ তাঁহার মুখে কোনও আস্ফালন নাই। সদা হাস্যময়, বিরাট কর্ম্মী দেশহিতব্রতী এই নিরহঙ্কার পুরুষ এ যুগে একটু বেমানান। তবু আমাদের ভাগ্য তিনি এখনও আমাদের মধ্যে আছেন। উনবিংশ শতাব্দীতে যে প্রেরণার প্রাণবন্ত মিছিল জাগরণী মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া দেশকে জাগাইয়া ছিল রাঘবেন্দ্রবাবু সেই মিছিলের শেষ প্রান্তবর্ত্তী কয়েকজনের মধ্যে একজন। তাঁহার ব্যক্তিগত সংস্পর্শ লাভ করিয়া আমি মুগ্ধ, কৃতার্থ।

তাঁহাকে আমরা প্রণাম নিবেদন করি। কামনা করি তিনি সুদীর্ঘ সুস্থ জীবন লাভ করিয়া আমাদের এই সঙ্কট-সমুদ্রে আকাশচুম্বী দীপ-বর্ত্তিকার মতো বিরাজ করুন।

লেকটাউন — বনফুল

৫।১১।৭৩

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রস্তাবনা

একটা জীবন অসংখ্য যুগের মালা। জন্ম থেকে এর যাত্রা সুরু। পরিসমাপ্তির দিকে ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে চলেছে। এই জীবনে আসে অসংখ্যমানুষ তাঁদের প্রত্যেকের কিছু-না-কিছু অবদান থাকে ব্যক্তিত্বের স্ফুরণে। রাঘবেন্দ্রর জীবনেও অনুরূপভাবে এসেছে অসংখ্য প্রাণসত্ত্বা। তাঁরাই রাঘবেন্দ্রের ব্যক্তিত্বকে গড়ে তুলেছেন।

প্রথমজীবনে রাঘবেন্দ্র পান তাঁর পিতা গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের অনুপ্রেরণা। গোপালচন্দ্র ছিলেন স্থির প্রতিজ্ঞ, ধার্মিক, ধীশক্তিসম্পন্ন পুরুষ। সত্যের প্রতি ছিল তাঁর অকৃত্রিম অনুরাগ। দয়া, মমতা, কর্ত্তব্যবোধ ছিল তার নিত্য সঙ্গী। মা মন্দাকিনী ছিলেন ধর্মপ্রাণা মহিলা। সেবা ছিল তাঁর জীবনের মূলমন্ত্র। মায়ের সেবামূর্ত্তি তাঁদের সংসারকে ভরিয়ে তুলেছিল। রাঘবেন্দ্র জীবনের ব্যক্তিত্বের প্রথম শক্তির উৎস তাঁর মাতা ও পিতা। উভয়ের বিরাট দয়া তাঁর মধ্যে একটি অসামান্য সম্ভাবনার দ্বার খুলে দিল। যৌবনে রাঘবেন্দ্র পেলেন বন্ধু হিসাবে সুনীতিকুমার, সাংবাদিকতা জগতে অদ্বিতীয় প্রতিভা তুষারকান্তি ঘোষ, শিল্প ও নাট্য-জগতের বিস্ময় নরেশচন্দ্র মিত্র, আচার্য শিশিরকুমার ভাদুড়ী ও দেশসেবার শ্রেষ্ঠ প্রকাশ নেতাজী সুভাষচন্দ্র প্রভৃতিকে। পরবর্তীকালের এক একটি দিকপালকে। তাঁদের সাহচর্য, তাদের সৌহার্দ্য রাঘবেন্দ্রের জীবন ও ব্যক্তিত্বের প্রকাশ ঘটালো সমাজসেবায়।

শিক্ষক হিসাবে তিনি পেয়েছিলেন—ডঃ হেনরী ষ্টিফেন, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, ডঃ দেবীপ্রসাদ, স্যার আশুতোষ, ডঃ হরেন্দ্রনাথ মুখার্জ্জি, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ বিশিষ্ট শিক্ষাবিদ্‌দের প্রত্যেকেই তাঁর হৃদয় ভরিয়ে দিয়েছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ব্যক্তিত্বের প্রচণ্ড শক্তিতে। তাঁদের সকলের ঐশ্বর্যে রাঘবেন্দ্র ব্যক্তিসত্বা গড়ে ওঠে।

শিশিরকুমারের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে তিনি নাটকে অংশ নিয়েছেন। ইউনিভার্সিটি ইনস্‌টিটিউটে নির্বাচনে সফল প্রতিদ্বন্দ্বিতা করেছেন। দীর্ঘ কর্মজীবনে শাসক ইংরেজদের সঙ্গে কাজ করেও তাদের চাটুকারি করেননি। ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর যেমন কথা-বার্তাকালে দাম্ভিক ইংরেজের জবাব দিয়েছিলেন, টেবিলের ওপর পা তুলে দিয়ে রাঘবেন্দ্রও তেমনি ইংরেজের সামনে তার আদেশপত্র ছিঁড়ে ফেলতে দ্বিধাবোধ করেননি। ইংরেজের অধীনে কাজ করার পূর্ব্বে প্রতিদিন স্বাধীনভাবে জীবিকা অর্জ্জনের জন্য হৃদয়ে জ্বালা অনুভব করেছেন।

কালিমপং বয়েজ হোম রাঘবেন্দ্রর মনে এক স্বপ্নের রেশ সৃষ্টি করে। তিনি দেখেন অসংখ্য অ্যাংলো ইণ্ডিয়ান সেখানে কারিগরী শিক্ষালাভ করে অনেক বেশী অর্থ উপার্জ্জন করছে। তাঁর মনেও অনুরূপ এক শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করে ভারতীয়দের উন্নয়ণে সহায়ক হবার কামনা জাগে। সেই স্বপ্নকে রূপদান করতে তিনি ধীরে ধীরে সচেষ্ট হয়ে ওঠেন।

তাঁর কর্মজীবনে তিনি প্রত্যক্ষভাবে দুজন মহত্য দেশসেবীর সংস্পর্শে আসার সুযোগ পান। একজন দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন; অন্য-জন তাঁর প্রিয় শিষ্য নেতাজী সুভাষচন্দ্র। দেশবন্ধুর মহাপ্রয়াণ পর্বে রাঘবেন্দ্র একটি বিশিষ্ট ভূমিকা গ্রহণ করেন। দার্জিলিং-এর সেই অন্তিম মুহূর্তে বাসন্তীদেবীকে সাহায্য করতে এগিয়ে আসেন রাঘবেন্দ্র। তাঁরই প্রচেষ্টায় শুধু ইংরেজ নয় সমগ্র বিশ্ব জানায় দেশ-বন্ধুর প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধা। পরবর্তীকালে কংগ্রেস সভাপতি সুভাষ-চন্দ্রের বিরাট অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করার পেছনেও ছিল রাঘবেন্দ্রের দেশপ্রেম। সেদিন সুভাষচন্দ্র তাঁকে আলিঙ্গন করেছিলেন। কিন্তু কারো মুখে কোন কথা ছিল না। কারণ একজন ছিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইংরেজের শত্রু, অন্যজন ইংরেজের কর্ম্মচারী। পুলিসের চাকুরীতে ছুটী নিয়ে তিনি ব্যারিষ্টারী পড়ার জন্য যখন বিলাত যাত্রা করেন পথে নাগপুর ষ্টেশনে সুভাষচন্দ্রের সঙ্গে দেখা। সুভাষচন্দ্র সেদিন বলেছিলেন, "রাঘবদা, ওদের মধ্যে থেকে ফাটল ধরিয়ে দাও। পুলিসের চাকুরী ছাড়ার প্রয়োজন নেই।" রাঘবেন্দ্র সুভাষের কাছে নতুন করে কাজ করার উদ্দীপনা পান। তিনি ধীরে ধীরে গড়ে তোলেন হাওড়া হোমস্।

এই হাওড়া হোমস ক্রমে রাঘবেন্দ্রর মনপ্রাণ হয়ে ওঠে। দিনরাত্রির স্বপ্ন হয়ে ওঠে। হাজার হাজার তরুণ যুবকের চোখে তিনি দেশ গঠনের আলোক জ্বালিয়ে দিতে উদগ্রীব হন। কর্মী তৈরী না হলে কর্মযজ্ঞ সম্পাদন হবে কি করে? কাজেই কর্মী তৈরীর সাধনায় রাঘবেন্দ্রের দিনরাত্রি অতিবাহিত হতে থাকে। তারপর সেইদিন আসে যেদিন একটার-পর-একটা অট্টালিকা নির্মিত হয় হাওড়া হোমস্ প্রাঙ্গণে। একটি পুষ্প থেকে হাজারটি পুষ্প ফুটে ওঠে। একটি আলো থেকে কয়েক হাজার আলো জ্বলে ওঠে। ওরা ছড়িয়ে পড়েছে এই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে। এই বিশ্বের দিকে দিগন্তরে। স্বাধীন ভারতে ওরাই আজ নিয়েছে দেশ গঠনের এক সুমহান দায়িত্ব। এইভাবে মানুষ রাঘবেন্দ্র ই কর্মী রাঘবেন্দ্রে পরিণত হয়েছেন। রূপান্তরিত হয়েছেন কর্মযোগী রাঘবেন্দ্রে।

সনাতন সেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুদ্ধিপত্র

১২৮ পৃষ্ঠার পরের ছবি (নিচে)	সুধীরেন্দ্র নামটি যোগ হবে
তার পরের পাতায়	ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ শ্রীনাগেশ ও সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়··· সমরেন্দ্রর স্থলে সমীরেন্দ্র হবে।
১৯২ পৃঃ ষষ্ঠ লাইন	Economice Tims এর স্থলে Economic Times হবে।
১৯২ পৃঃ চতুর্বিংশ লাইন	স্পেপাল এর স্থলে স্পেশাল হবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাল্যকালে রাঘবেন্দ্র

বীজ যেমন বৃক্ষে পরিণত হয় দেখা দেয় কিশলয়, পুষ্পে পল্লবে ভরে ওঠে অনুরূপভাবে কর্মযোগী রাঘবেন্দ্রের জীবনের সূত্রপাত মাতা মন্দাকিনীর ক্রোড়ে। মায়ের সত্যের প্রতি অকৃত্রিম অনুরাগ, পরকে আপন করার মহৎ গুণ তিনি সহজেই আয়ত্তে আনেন। এর সঙ্গে যুক্ত হয় দেশ সেবার এক অকৃত্রিম প্রীতি। রায় বাহাদুর শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিচার বিভাগীয় বিচক্ষণতা, ধৈর্য, বিনয় ও ধর্ম্মনিষ্ঠা সেই অল্প বয়সেই তাঁর জীবনকে প্রভাবিত করে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জন্ম ও বংশপরিচয়

পরোপকারস্পৃহা ও দেশসেবা যে বংশের রক্তের প্রতিকণায় প্রবহমান, হাওড়া সহরের সংলগ্ন শিবপুরের সেই বিখ্যাত বন্দ্যোপাধ্যায় বংশে শ্রীরাঘবেন্দ্র জন্মলাভ করেন। বিগত ২২শে নভেম্বর ১৮৯০ সালে তিনি শিবপুরে ভূমিষ্ঠ হন। ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার পিতা এবং ৺মন্দাকিনী দেবী তাঁহার মাতা। রাঘবেন্দ্রের শৈশবকাল শিবপুরেই অতিবাহিত হয়। তিনি শিবপুর পাঠশালায় প্রথম পাঠ আরম্ভ করেন।

তাঁহার পিতৃদেব ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বাংলা-দেশের বিচার বিভাগে মুন্সেফের পদ গ্রহণ করিয়া তখনকার বাংলাপ্রদেশ (বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা) অন্তর্গত নানাস্থানে বদলী হইতেছিলেন। ৺গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নিজকর্ম ও প্রতিভাবলে বিচার বিভাগের সর্বোচ্চ পদ জেলা ও দায়রা জজ হইয়াছিলেন ও রায়বাহাদুর উপাধিতে ভূষিত হইয়াছিলেন এবং কলিকাতা হাইকোর্টের জজরূপে উন্নীত হইবার প্রস্তাব পাইয়াছিলেন। তিনি কিন্তু ঐ পদ প্রত্যাখ্যান করিয়া জেলাজজ রূপে অবসর গ্রহণ করেন এবং বাকী জীবন দেশসেবা ও ধর্মচর্চায় অতিবাহিত করিয়া পরিণত বয়সেই ১৯২৭ সালে পরলোক গমন করেন। মাতৃদেবী ৺মন্দাকিনীদেবী সদাশয়া ও ধর্মশীলা মহিলা ছিলেন। ১৯৪১ সালে তিনি স্বর্গলাভ করেন। পিতামাতার বহুবিধ গুণের অধিকারী হইয়াছেন রাঘবেন্দ্র। কর্মজীবনে সেই সকল গুণের বিশিষ্ট পরিস্ফুরণ দেখিতে পাওয়া গিয়াছে।

পিতামহ ৺হরিনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ন্যায়রত্ন" উপাধিতে ভূষিত ছিলেন। তিনি কর্মজীবনে কলিকাতা সংস্কৃত কলেজের বিশিষ্ট অধ্যাপক ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মাতামহ ৺পরানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর গ্রামের অধিবাসী ছিলেন। তিনি কর্মজীবনে স্কুল সমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টার ছিলেন। মাতুল ৺অকলঙ্ক মুখোপাধ্যায় মহাশয় বাঁকুড়া জেলায় সুবিখ্যাত দেশনেতা ছিলেন। তাঁহার দেশসেবা-মূলক বহু কার্য তাঁহার কৃতিত্বের নিদর্শনরূপে আজও বাঁকুড়া জেলায় বিদ্যমান।

রাঘবেন্দ্রের পিতৃকুল ও মাতৃকুল নিজ প্রভায় সমুজ্জ্বল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কৈশোরে রাঘবেন্দ্র

আজও পুরোনো দিনের স্মৃতিগুলি মানস চোখের সামনে ভেসে ওঠে। হাজার কাজের ফাঁকে ফাঁকে বরিশালের জিলা স্কুল, চাইবাসার ইংরাজী স্কুলের কথা মনে পড়ে, কত রাজপুত্র, আগামী দিনের দার্শনিক তাঁর সহপাঠী ছিল। তাদের সেই বন্ধুত্বের বন্ধন আজও যেন একসূত্রে গাঁথা। কেউ আছে, কেউবা হারিয়ে গেছে কিন্তু সেই দিনগুলি আজও তাঁর মনকে ভরিয়ে দেয় অপার আনন্দে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিক্ষাজীবন

স্কুল

পঞ্চম পুত্র রাঘবেন্দ্র তাঁহার পিতামাতার বিশেষ স্নেহের পাত্র ছিলেন, সেই কারণে তাঁহাদের সজাগ দৃষ্টি সর্বদা তাঁহার উপর ছিল। তিনি বাল্যকালে পিতার স্থান-পরিবর্তনমূলক চাকরির ফলে নানা সহরের স্কুলে পড়িতে বাধ্য হইয়াছিলেন। সর্বত্র তিনি কৃতী ছাত্র-রূপে পরিগণিত হইতেন। স্কুলজীবনেই তাঁহার ছাত্রনেতৃত্ব গুণের বিকাশ দেখা যায়। তিনি বর্দ্ধমান স্কুলে পড়িবার সময় ছাত্রদিগের খেলিবার মাঠ না থাকায় ছাত্রগণের নেতৃত্ব গ্রহণ করিয়া বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন এবং অবিলম্বে তাহাদের সাহায্যে খেলিবার মাঠ লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ঠিক অনুরূপভাবে মুঙ্গের জিলাস্কুলে পড়িবার সময় মুঙ্গেরে একটি খেলিবার মাঠ স্থাপিত হয় এবং চাইবাসা স্কুলে পড়িবার সময় তথায়ও একটি খেলিবার মাঠ সৃষ্ট হয়।

ভিন্ন ভিন্ন স্কুলে পড়িয়া শেষে তিনি চাইবাসা জিলাস্কুল হইতে ১৯০৯ সালে প্রথম বিভাগে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন।

স্কুল জীবনে তিনি বহু ভবিষ্যৎ দেশনেতার বন্ধুত্ব লাভ করেন। চাইবাসায় পড়িবার সময় ৺প্রমথনাথ রায়, জীমূতবাহন সেন ও সেরাইকেল্লার বর্তমান রাজার সহিত তিনি ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বে আবদ্ধ হন। সেই বন্ধুত্ব অদ্যাপি সমভাবে বিদ্যমান রহিয়াছে।

নিম্নলিখিত স্কুলগুলিতে তিনি পড়িয়াছিলেন :—

১। নারায়ণগঞ্জ উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

২। বরিশাল জিলা স্কুল।

৩। শিবপুর উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

৪। রিপন কলেজিয়েট স্কুল, কলিকাতা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৫। বর্দ্ধমান মিউনিসিপ্যাল স্কুল।
৬। ভাগলপুর জিলা স্কুল।
৭। মুঙ্গের জিলা স্কুল।
৮। বাঁকীপুর এংলোসংস্কৃত স্কুল।
৯। রিপন কলেজিয়েট স্কুল, হাওড়া।
১০। চাইবাসা জিলা উচ্চ ইংরাজী বিদ্যালয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যৌবনে রাঘবেন্দ্র

যুবক রাঘবেন্দ্র শিক্ষাগুরু হিসাবে যাঁদের পেলেন তাঁরা সবাই একএকজন দিকপাল। ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, অধ্যাপক হেনরী ষ্টীফেন, রেভা ডঃ হেনরী ওয়াট, ডঃ আর্কওয়াট, অধ্যাপক অধর মুখার্জি, হেরম্ব মৈত্র প্রভৃতির স্নেহধন্য হলেন। তাঁদের প্রতিভার আলোকছটায় রাঘবেন্দ্রের মনে এক নতুন জীবনাদর্শ স্থান পেল। যার জ্যোতিতে তিনি নিজেও উঠলেন ভরে। কর্মী রাঘবেন্দ্রের সঙ্গে শিল্পী রাঘবেন্দ্র সত্তার এক অপূর্ব মিলন ঘটলো।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলেজ

১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার পর রাঘবেন্দ্র কলেজে অধ্যয়নের জন্য কলিকাতা আসেন। তাঁহার পৈতৃক ভবন ১৪ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে অবস্থিত ছিল। তথায় তিনি বাস করিতে থাকেন। বাড়ীর নিকটবর্তী হইবে বলিয়া তিনি কলিকাতা সিটি কলেজে ভর্তি হন। তখন সিটি কলেজ গোলদিঘীর দক্ষিণ দিকে মির্জাপুর ষ্ট্রীটে ছিল এবং ৺হেরম্বচন্দ্র মৈত্র, ৺হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, ডাক্তার হীরালাল হালদার প্রভৃতি বিখ্যাত প্রফেসরগণ তখন ঐ কলেজে শিক্ষাদান করিতেন। তিনি স্বীয় প্রতিভাবলে ক্রমে শিক্ষকগণের প্রিয়পাত্র হইয়া উঠিলেন। ৺হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায় মহাশয় রাঘবেন্দ্রের প্রতি এত আকৃষ্ট হইয়াছিলেন যে তিনি যখন পশ্চিমবাংলার গভর্ণর তখনও পূর্বছাত্র রাঘবেন্দ্রকে ভুলেন নাই। এই ছাত্রস্নেহের নিদর্শনরূপে তিনি রাঘবেন্দ্র প্রতিষ্ঠিত "হাওড়া হোমস" নামক প্রতিষ্ঠানের আজীবন পেট্রন পদ অলংকৃত করিতে স্বীকৃত হইয়াছিলেন এবং ১৯৫৩ সালে ১২ জুলাই তারিখে রাজ্যপালরূপে "হাওড়া হোমসে"র অষ্টম প্রতিষ্ঠাদিবস বার্ষিকী উৎসবে সভাপতিত্ব করিতে আসিয়াছিলেন। ১৯১১ সালে রাঘবেন্দ্র আই এ পাশ করিয়া দর্শন এবং ইতিহাস লইয়া বি. এ. পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন। দর্শনশাস্ত্রে শিক্ষকরূপে তখন প্রফেসর হেনরী ষ্টিফেনের নাম সুবিখ্যাত। এইজন্য রাঘবেন্দ্র স্কটিশচার্চ কলেজে বি. এ. পড়িবার জন্য ভর্তি হইলেন। তিনি ক্রমে বহু অধ্যাপকের প্রিয়পাত্র হইলেন। ঐ কলেজে তাঁহার পাঠকালে সেক্সপীয়ার রচিত বিখ্যাত নাটক "ওথেলো" অভিনয়ের আয়োজন হয়। রাঘবেন্দ্র তখন কলিকাতা ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটের সভ্যরূপে বুদ্ধদেব, অশোক, রঞ্জাবতী, চন্দ্রগুপ্ত প্রভৃতি কয়েকটি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নাটকে অভিনয়মঞ্চে আত্মপ্রকাশ করিয়াছিলেন এবং অভিনয় প্রদর্শনে সুখ্যাতিলাভ করিয়াছিলেন। তিনি কলেজের ঐ নাটক অভিনয়ে "ওথেলো"র ভূমিকা গ্রহণ করিয়া মঞ্চে অবতরণ করেন এবং অভিনয় নৈপুণ্য প্রদর্শনের জন্য তাঁর নাম অদ্যাবধি চিরস্মরণীয় হইয়া আছে।

১৯১৩ সালে ঐ কলেজ হইতে বি. এ. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন এবং তৎপরে দর্শনশাস্ত্রে এম. এ. পরীক্ষা দিবার জন্য ইউনিভারসিটি কলেজে ও আইন পড়িবার জন্য ইউনিভারসিটি ল' কলেজে ভর্তি হইয়া পড়াশুনা করিতে থাকেন। আইন কলেজে তিনি তিনবৎসর পাঠ সমাপন করিয়া আইনের ইণ্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাশ করিয়া ১৯১৬ সালে সরকারী চাকুরীতে যোগ দেন এবং ১৯২২ সালে দুর্ভাগ্যক্রমে চাকুরীর কাজের চাপে প্রতিভাশালী ছাত্র রাঘবেন্দ্রের আইন (Final Law) পরীক্ষা পাশ করিবার পর তাঁহার ছাত্রজীবনের সমাপ্তি ঘটিল।

আইন কলেজে পড়িবার সময় রাঘবেন্দ্র উকীল হইবার ইচ্ছায় ৺চন্দ্রমাধব ঘোষ মহাশয়ের পুত্র হাইকোর্টের বিশিষ্ট উকীল সতীশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের নিকট তদানীন্তন হাইকোর্টের নিয়মানুযায়ী আর্টিকেলড ক্লার্ক হইলেন। ১৯২২ সালে শেষ আইন পরীক্ষা পাশ করিবার পর হাইকোর্টে চেম্বার একজামিনের জন্য আহুত হইলেন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ও স্যার রিচার্ডসন দুইজন হাইকোর্টের জজ পরীক্ষক ছিলেন। পরীক্ষকদ্বয় রাঘবেন্দ্রকে ভকীলরূপে (Vakil) রেজিষ্ট্রীভুক্ত হইবায় জন্য অনুমোদন জানাইলেন। রাঘবেন্দ্র এই পরীক্ষার পরে হাইকোর্টে ভকীলরূপে নিজের নাম রেজিষ্ট্রীভুক্ত করিলেন। ইহার ফলে তাঁহার ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য সময় মাত্র দেড় বৎসর লাগে। তিনি ১৯২৮ সালে লণ্ডনস্থ গ্রেজ ইনে ব্যারিষ্টার হইয়াছিলেন।

একথা এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না—যে ইহার পর অধ্যয়নশীল

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রতিভাবান ছাত্র রাঘবেন্দ্র লেখাপড়ার সম্পর্ক চুকাইয়া দিয়া নিশ্চিন্ত রহিলেন না। পরন্তু দেখা গেল তাঁহার অধ্যয়নস্পৃহা যাবজ্জীবন অব্যাহত আছে। এই পরিণত বয়সেও তিনি মনস্বীদিগের প্রণীত নূতন নূতন তথ্যসম্পন্ন পুস্তকাদি পাঠ ও বন্ধুদিগের সহিত আলোচনা করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সমাজসেবায় রাঘবেন্দ্র

সহর কলকাতার বুকে আজও রয়েছে সেই প্রাচীন সাংস্কৃতিক সংস্থা ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট। অতীত দিনের কত কাহিনীর নীরব সাক্ষী হিসেবে। সংস্কৃতির জাগরণে সেদিনকার সুনীতিকুমার, রাঘবেন্দ্র, শিশিরকুমার ছিলেন অত্যন্ত উৎসাহী কর্মী। এই পশ্চিম বঙ্গের একটি নাট্যাভিনয়ে গ্রীক সৈন্যের পোষাক পরিচ্ছদ ব্যবহার করার ইচ্ছা সুনীতিকুমারের জাগলো। শিশিরকুমার ও রাঘবেন্দ্রের অভিনয় কলা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করলো। আর সেদিনই ঘোষণা করা হল পুরস্কারের অর্থ প্রদান করা হবে সমাজসেবায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট জীবন

কলিকাতা আসিবার পর ১৯০৯ সালে এণ্ট্রান্স পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া রাঘবেন্দ্র জুনিয়র সভ্যরূপে ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউটে যোগ দিলেন। ১৪ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটে পৈতৃক বাসভবন তদানীন্তন ইনষ্টিটিউট ভবনের অতি সন্নিকট। কাজেই রাঘবেন্দ্র একজন আগ্রহশীল সভ্য হইয়া এবং প্রত্যহ নিয়মিত সময়ে উপস্থিত হইয়া ইহার সকল রকম কাজে যোগ দিতে লাগিলেন।

প্রফেসার ৺বিনয়েন্দ্রনাথ সেন মহাশয় তখন ইনষ্টিটিউটের সম্পাদক। এইরূপ পূতচরিত্র ব্যক্তি সহজেই মানুষকে আকৃষ্ট করেন। অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র তাঁহার সংস্পর্শে আসিলেন এবং পরবর্তীকালে ঐ সংস্থার সম্পাদক পদে বৃত হইলেন। দুইজনে এক সুরে এক তারে মিলিয়া ইনষ্টিটিউট-এর নতুন প্রাঙ্গণ তৈয়ারী করিলেন। রাঘবেন্দ্রও ঘনিষ্ঠ হইলেন। অল্পকাল মধ্যেই স্বভাবজাত প্রতিভাবলে ছাত্রবন্ধুদের মধ্যে নেতৃত্বপদে প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। ইউনিভারসিটি ইনষ্টিটিউট তখন ইহার পুরাতন বাড়ীতে বর্তমান হিন্দু স্কুলের মধ্যে অবস্থিত ছিল এবং সভ্যসংখ্যাও প্রভূত বিস্তার লাভ করে নাই।

১৯১০ সাল হইতে রাঘবেন্দ্র আন্তঃকলেজ আবৃত্তি প্রতিযোগিতায় ইংরাজী ও বাংলায় আবৃত্তি করিয়া সুনাম অর্জন করেন। উক্ত সালেই প্রফেসর মন্মথমোহন বসুর অনুরোধে ২৩শে সেপ্টেম্বর গিরীশচন্দ্র ঘোষের "বুদ্ধদেব" নাটকে জরাগ্রস্ত ব্যক্তির ভূমিকায় জীবনে প্রথম মঞ্চাবতরণ করিয়া অভিনয় নৈপুণ্যে প্রশংসালাভ করেন। তৎপরে ১৯১১ সালের ১৮ই সেপ্টেম্বর ইনষ্টিটিউট হলে ডি. এল. রায়ের "চন্দ্রগুপ্ত" মঞ্চস্থ হয়। ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয় তখন ইনষ্টিটিউটের একজন উৎসাহী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশিষ্ট সভ্য। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে গ্রীকসৈন্যের পোষাক পরিচ্ছদ ঐতিহাসিক ভিত্তিতে নিজেরাই প্রস্তুত করিবেন। তাঁহার প্রস্তাব সোৎসাহে অনুমোদিত হইল। তিনি নিজে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীতে তথ্যসংগ্রহ করিতে যাতায়াত করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার নির্দেশমত তাঁহার সহকর্মীগণ—৺নীহার দত্ত, ৺আনন্দকৃষ্ণ সিংহ, ৺অঘোরনাথ ঘোষ, ৺গিরিন্দ্রনাথ সেন, ধীরেন ভট্টাচার্য গ্রীক সৈন্যদের বিচিত্র সাজসজ্জা প্রস্তুত করিয়া বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চে এক নূতন যুগের অবতারণা করিলেন। এই নাটকে রাঘবেন্দ্র "নন্দের" ভূমিকায় ও ৺শিশিরকুমার ভাদুড়ী "চাণক্যের" ভূমিকায় নিজ নিজ অভিনয় নৈপুণ্য দেখাইয়া প্রশংসা লাভ করিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় ও স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের দুজন ভাইস-চ্যান্সেলার। তাঁরা অভিনয় শেষে সকলকে প্রশংসা দ্বারা উৎসাহিত করিয়াছিলেন।

তদনন্তর ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ২৩শে সেপ্টেম্বর গিরীশচন্দ্র ঘোষের "জনা" নাটক অভিনীত হয়। শ্রীরাঘবেন্দ্র "শ্রীকৃষ্ণ" রূপে মঞ্চাবতরণ করেন এবং অভিনয় শেষে শিশিরকুমার ভাদুড়ী,, জ্ঞানপ্রিয় মিত্র, কান্তি মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি অন্য আটজন অভিনেতার সহিত পুরস্কারের অধিকারী হন। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায়, স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, অধ্যাপক খগেন্দ্রনাথ মিত্র, উকিল নরেন্দ্রকুমার বসু প্রভৃতি এই পুরস্কার ঘোষণা করেন। পুরস্কারপ্রাপ্ত অভিনেতাগণ ঘোষণা করেন যে তাঁহারা পুরস্কার গ্রহণ না করিয়া এর সমুদায় অর্থ "ছাত্র সাহায্য ভাণ্ডারে" দান করিবেন। এই ত্যাগ স্বীকারে পুরস্কারদাতাগণ অত্যন্ত প্রীত হন এবং মঞ্চস্থল হর্ষধ্বনিতে মুখরিত হইয়া উঠে।

"ছাত্রসাহায্য ভাণ্ডারে" অর্থ সংগ্রহ উদ্দেশ্যে ২৯শে সেপ্টেম্বর ১৯১৩ সালে গিরীশচন্দ্র ঘোষের "অশোক" অভিনীত হইয়াছিল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অভিনয়ে রাঘবেন্দ্র "বীতশোক" ও শিশির ভাতুরী অশোকরূপে মঞ্চে উপস্থিত হন। এইবারও ডাক্তার সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চেষ্টায় ঐতিহাসিক নূতন পোষাক এবং অভিনয়ের নূতন মঞ্চসজ্জা সকলের প্রশংসা অর্জন করে ও বাংলাদেশের রঙ্গমঞ্চ ঐতিহাসিক দৃষ্টিভঙ্গীর প্রেরণা পায়।

১৯১৪ সালের ২১শে সেপ্টেম্বর ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ রচিত নাটক "রঞ্জাবতী" অভিনীত হয়। রাঘবেন্দ্র "নয়নসেন" নামক একটি শ্রেষ্ঠ ভূমিকায় মঞ্চপাদ-প্রদীপের সম্মুখে উপস্থিত হন এবং সুঅভিনয় করিয়া পদক লাভ করেন। কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার ডঃ স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী এবং নাট্যকার ক্ষীরোদপ্রসাদ বিদ্যাবিনোদ মহাশয় অন্যান্যের সহিত এই অভিনয়ে সর্বক্ষণ উপস্থিত ছিলেন এবং অভিনয়ের ভূয়সী প্রশংসা করেন।

ইহার পর ১৯১৬ সালের ২৭শে সেপ্টেম্বর ডি-এল রায়ের "তারাবাই" নাটক মঞ্চস্থ হয়। এই অভিনয়ে রাঘবেন্দ্র "সূর্যমল" ভূমিকা গ্রহণ করেন এবং অভিনয়ে বিশেষ কৃতিত্ব প্রদর্শন করেন। ইনস্টিটিউট ভবনে এইটিই তাঁহার শেষ অভিনয়।

এই ইনস্টিটিউট রঙ্গমঞ্চে শিশিরকুমার ভাতুড়ী, নরেশচন্দ্র মিত্র এবং আরও কয়েকজন অভিনয় করিয়া বাংলাদেশের অভিনয় নৈপুণ্যের মান অনেক উচ্চে উঠাইয়া নটশ্রেষ্ঠরূপে গণ্য হইয়াছেন। কৃতী অভিনেতা রাঘবেন্দ্রও অভিনয় জগতে উঁহাদের মত একটি বিশিষ্ট স্থানের অধিকারী হইতে পারিতেন কিন্তু নিয়তির আহ্বানে তাঁহার কর্মক্ষেত্র অন্যস্থানে স্থিরীকৃত হইল। বাংলারঙ্গমঞ্চ একটি বিশিষ্ট রত্ন হইতে বঞ্চিত হইল।

জুনিয়র ছাত্রসভ্যরূপে ইনস্টিটিউটে রাঘবেন্দ্রের প্রতিষ্ঠা ক্রমেই বিস্তারলাভ করিতে লাগিল। ১৯১০ সালে সভ্যপদ গ্রহণ করিয়া ১৯১১ সালেই রাঘবেন্দ্র নির্বাচনে তীব্র প্রতিযোগিতার মধ্যে অধিক ভোট

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাইয়া অবর সম্পাদক (Under Secretary) নির্বাচিত হইলেন এবং Social Entertainment বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। কর্মী রাঘবেন্দ্র ১৯১২ সালে একটি ষ্টিমার পার্টির আয়োজন করিলেন। ঐ পার্টির মাধ্যমে ছাত্র-শিক্ষকগণের অবাধ মিলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইল। ঐ উপলক্ষ্যে যে-সকল খাদ্য পরিবেশিত হইয়াছিল, তৎসমুদয় ৺অমূল্যরতন চক্রবর্তী (ডাক্তার), প্রফুল্ল ঘটক, ৺শিশিরকুমার ভাদুড়ী ৺ধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ৺শ্রীশ চক্রবর্তী ও রাঘবেন্দ্রের তত্ত্বাবধানে রাঘবেন্দ্রের ১৪নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ ভবনে প্রস্তুত করা হইয়াছিল। (ইনষ্টিটিউটের ইতিহাসে ছাত্র-শিক্ষকগণের ঘনিষ্ঠ মিলনকল্পে এই প্রকার ষ্টীমার পার্টি রাঘবেন্দ্রের পরিকল্পনায় সুরু হইল।) পুনরায় ১৯১২ সালের নির্বাচনে তিনি অবর সম্পাদক নির্বাচিত হইলেন এবং Rowing and Indoor Games বিভাগের ভারপ্রাপ্ত হইলেন। স্বর্গীয় স্যার রাজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় ছাত্র সভ্যদের আগ্রহে তুইটি জলিবোট দান করিয়াছিলেন। গোলদিঘীতে ঐ নৌকাতুইটির সাহায্যে ছাত্রগণ দাঁড় টানিয়া আনন্দ উপভোগ করিতে লাগিলেন। প্রায় একশত জুনিয়র সভ্য অল্পকাল মধ্যে দাঁড় টানা ও নৌকা ভ্রমণের জন্য নাম লিখাইলেন। এক নূতন আনন্দের পথ উন্মুক্ত হইল।

১৯১২ সালের অবর সম্পাদক নির্বাচনীদ্বন্দ্ব বেশ তীব্র আকারে দেখা দিয়াছিল। ভোটদাতার সংখ্যা ১৫০০এর উপরে উঠিয়াছিল এবং বেলা ২টা হইতে সন্ধ্যা ৭-৩০ মিনিট পর্যন্ত ভোট গ্রহণ চলিয়াছিল। নির্বাচনে জয়লাভ করিবার চেষ্টায় প্রত্যেক প্রার্থীর পক্ষ হইতে কলিকাতার বিভিন্ন কলেজ হইতে জুনিয়র সভ্য সংগ্রহ করা হইত। রাঘবেন্দ্র এত লোকপ্রিয় ছিলেন যে অনেক বন্ধু তাঁহার পক্ষে কাজ করিতেন। এই নির্বাচনে নিম্নলিখিত বন্ধুগণ রাঘবেন্দ্রের পক্ষসমর্থন করিয়া ছিলেন :—শ্রীশ্রীশচন্দ্র চক্রবর্তি, ডাক্তার ইন্দুভূষণ বসু, এম-ডি, ডাক্তার প্রেমাঙ্কুর দে, শ্রীরবীন্দ্রনাথ বন্দ্যো-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাধ্যায় আই, সি, এস, শ্রীনির্মলকুমার সিদ্ধান্ত (কলিকাতা ও দিল্লী বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস চ্যান্সেলার) শ্রীধীরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, হেনরি খোন্দকার (কলিকাতা হাইকোর্টের জজ) শ্রীমনিকুমার মুখোপাধ্যায় (প্রফেসার), শ্রীগৌরীশঙ্কর গোস্বামী (প্রফেসার), শ্রীনীরদবিহারী মল্লিক (প্রফেসার), শ্রীধূর্জটি মুখোপাধ্যায় (প্রফেসার), শ্রীসুভাষচন্দ্র বসু (নেতাজী), শ্রীঅনঙ্গমোহন দাস (সভাপতি আসাম প্রভিনসিয়াল কংগ্রেস কমিটি), শ্রীমহেন্দ্রকুমার দাস, শ্রীবিপিনবিহারী দে (ঈশান স্কলার), শ্রীহরিদাস ভট্টাচার্য (ঢাকা ইউনিভার্সিটির দর্শনশাস্ত্রের সর্বোচ্চ প্রফেসার), শ্রীযতীন্দ্র চৌধুরী (বিদ্যাসাগর কলেজের প্রিন্সিপ্যাল) এবং শ্রীবাসুদেব বন্দ্যোপাধ্যায় ও আরও অনেকে।

রাঘবেন্দ্রের লোকপ্রিয়তা এত বিস্তৃত হইয়াছিল যে তিনি বন্ধুদের সাহায্যে ১৯১২-১৩ সালে তৃতীয়বারের জন্য অবর সম্পাদক নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁর কার্যকাল বিশেষ প্রশংসিত হইয়াছিল।

গত ১৯১৪ সালে ভারত গবর্ণমেণ্টের শিক্ষাবিভাগের মেম্বার স্যার হারকোর্ট বাটলার (Sir Harcourt Butler) ইউনিভার্সিটি ইনস্টিটিউট পরিদর্শন করিতে আসেন। সেদিন সরস্বতীপূজা। স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় তাঁহাকে সম্বর্দ্ধনা জ্ঞাপনের আয়োজন করেন। প্রফেসার খগেন্দ্রনাথ মিত্র তখন ইনস্টিটিউটের সেক্রেটারী। ছাত্রসভ্যগণ পরম উৎসাহে তাঁহাকে সকল প্রকার সাহায্য দিয়া সম্বর্দ্ধনা সভার আয়োজন করেন। উক্ত সম্বর্দ্ধনা সভায় স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় সিনিয়র সভ্যগণের পক্ষ হইতে সম্বর্দ্ধনা ভাষণ দেন। তিনি গবর্ণমেণ্টকে ছাত্রদিগের সর্বাঙ্গীন উন্নতির জন্য এক নূতন বিস্তৃত ইনস্টিটিউট ভবনের জন্য টাকা মঞ্জুর করিতে আবেদন জানান। জুনিয়র সভ্যগণের পক্ষ হইতে রাঘবেন্দ্র স্যার গুরুদাসের এই প্রস্তাব সমর্থনের জন্য আহূত হন। তিনি ছাত্রদিগের অভাব অভিযোগ উল্লেখ করিয়া আবেগময়ী ভাষায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উক্ত প্রস্তাব সমর্থন করেন। তিনি বলেন যে ছাত্রগণ অন্যান্য স্থান হইতে কলিকাতায় আসিয়া বিস্তৃত মিলন স্থলের অভাবে বিপথগামী হইয়া যাওয়ার সম্ভাবনা খুব প্রবল। ফললাভ হইল। স্যার হারকোর্ট দিল্লী ফিরিয়া গিয়া ইনস্টিটিউটের নূতন ভবন নির্মাণের জন্য তিন লক্ষ টাকা মঞ্জুর করিলেন। তখন স্থান নির্বাচনের উদ্যোগ আরম্ভ হইল এবং একটি স্থান নির্বাচন সাবকমিটি গঠিত হইল। স্থান নির্বাচনে মতভেদ সৃষ্টি হইল। কিন্তু রাঘবেন্দ্রের প্রচেষ্টায় গোলদীঘির নিকটবর্তী স্থানই নির্বাচন সাবকমিটি নির্দিষ্ট করিলেন এবং বর্তমান স্থান নির্বাচিত হইল। এই স্থান রাঘবেন্দ্রের ১৪নং রমানাথ মজুমদারস্ট্রীটস্থ বাসভবনের অতি সন্নিকট হওয়ায় রাঘবেন্দ্র ইনস্টিটিউটের কাজে অধিক সময় দিতে পারিতেন। নূতন ভবন নির্মাণ উদ্দেশ্যে কুৎসিত একটি বস্তি অপসারিত হইল। জমি সংগ্রহের পর ১৯১৫ সালে তদানীন্তন বাংলাদেশের গভর্ণর লর্ড কারমাইকেল ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করিতে আসিলেন। স্যার গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় ধন্যবাদ প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন এবং রাঘবেন্দ্র তাঁহার অপূর্ব বক্তৃতায় ঐ ধন্যবাদ প্রস্তাব জুনিয়র সভ্যগণের পক্ষ হইতে সমর্থন করেন। সভায় ধন্য ধন্য রব উঠিল। বর্তমান ইনস্টিটিউট ভবন নির্মাণ বিষয়ে স্থানসংগ্রহে রাঘবেন্দ্রের কৃতিত্ব ইনস্টিটিউটের ইতিহাসে লিখিত থাকিবে। ছাত্রমণ্ডলী গোলদীঘির সকল রকম সুবিধা পাইলেন। এই গোলদীঘির প্রাঙ্গণেই একদিন দেশপূজ্য নেতা ৺সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় তদানীন্তন ইনষ্টিটিউটের সভ্যদের ডাকিয়া লইয়া বঙ্গবিভাগ রহিতের জন্য সিংহনাদে গর্জন করিয়া উঠিলেন। ছাত্রনেতা রাঘবেন্দ্রও তাঁহার পার্শ্বে দাঁড়াইয়া সমস্বরে তাঁহাকে সমর্থন করিলেন। ৺সুরেন্দ্রনাথ ও রাঘবেন্দ্রের মিলিত কণ্ঠের এই যুগান্তকারী আহ্বান ইতিহাসের পৃষ্ঠায় স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকিবে। সমসাময়িক ছাত্রবৃন্দ রাঘবেন্দ্রের এই গৌরব গাথা নিজ নিজ হৃদয়ের মণিকোঠায় আজও সযত্নে রক্ষা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিতেছেন। বঙ্গভঙ্গ আন্দোলন ইতিহাসের রচয়িতাগণ যেন এই তথ্য ভুলিয়া না যান।

বহুবার বহু নেতার ভাষণ ইহার আকাশবাতাস ধ্বনিত করিয়াছে এবং এখনও করিতেছে। তদুপরি এইস্থান কলিকাতার কেন্দ্রস্থল ও পুরাতন কলিকাতা ইউনিভার্সিটীর অতি সন্নিকট, কলিকাতার অনেকগুলি কলেজেরও নিকটবর্তী। স্থানটির নাম বহু পূর্ব হইতে কলেজ স্কোয়ার; এই স্থান সংগ্রহে সাবকমিটিকে স্বমতে আনিতে রাঘবেন্দ্রের দূরদৃষ্টি অতি প্রশংসনীয়। তাঁর জিদ না হইলে ও যুক্তিপূর্ণ সমর্থন না পাইলে হয়ত এই সব বিষয়ে শ্রেষ্ঠ স্থান নির্বাচিত হইতে পারিত না। বাংলাদেশের ছাত্রমণ্ডলী সেই কারণে রাঘবেন্দ্রের নিকট চিরকৃতজ্ঞ থাকিবে।

বাংলাদেশের তদানীন্তন ছাত্রমণ্ডলীর মধ্যে রাঘবেন্দ্রের লোক-প্রিয়তার বহু দৃষ্টান্ত আছে। ১৯১৫ সালে স্থির হয় যে গ্রাজুয়েট ছাত্রসভ্যগণের মধ্য হইতে নির্বাচন দ্বারা একজনকে ইনষ্টিটিউটের এক্সিকিউটিভ কমিটীতে গ্রহণ করা হইবে। নির্বাচনে তিনি সর্বোচ্চ সংখ্যক ১৩৭৯ ভোট পাইয়া এক্সিকিউটিভ কমিটীতে স্থান পাইলেন। তিনিই প্রথম ছাত্রসভ্য যিনি এই সম্মানের অধিকারী হইলেন। ইনষ্টিটিউটের ইতিহাসে এই সম্মান চিরস্থায়ী হইয়া রহিল।

ইনষ্টিটিউটের নূতন ভবন নির্মাণ শেষ হইয়া গেল। স্যার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় তখন প্রেসিডেণ্ট। নবনির্মিত ভবনের হলে বার্ষিক সাধারণ সভা বসিবে। কলিকাতা হাইকোর্টের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি স্যার লান্সলট স্যাণ্ডারসন উক্ত সভার সভাপতি মনোনীত হইলেন। স্যার আশুতোষ নির্দেশ দিলেন ছাত্রসভ্যগণের মধ্যে যে সর্বোচ্চ ভোট লাভ করিতে পারিবে সে এই বার্ষিকসভায় স্যার আশুতোষের সম্বর্দ্ধনা ভাষণের পর জুনিয়র সভ্যরূপে বক্তৃতা করিতে পারিবে। রাঘবেন্দ্র সেই সম্মানের অধিকারী হইলেন এবং স্যার আশুতোষের পর বাগ্মিতাপূর্ণ বক্তৃতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দিলেন। সেই বক্তৃতা সৌভাগ্যক্রমে রক্ষিত হইয়া ইনষ্টিটিউট Diamond Jubilee Souvenir পুস্তকে মুদ্রিত হইয়াছে ঐ বক্তৃতা এই জীবনীতে সংযুক্ত হইল।

স্যার লান্সলট স্যাণ্ডারসন রাঘবেন্দ্রের বক্তৃতায় মুগ্ধ হইয়া সভার শেষে রাঘবেন্দ্রকে নিজ সমীপে ডাকিয়া প্রশ্ন করিলেন What is your ambition in life ?" সপ্রতিভ রাঘবেন্দ্র স্মিতহাস্যে উত্তর দিয়াছিলেন—"To practise before your Lordship in the High Court"। তখন তিনি কলিকাতা ইউনিভার্সিটী আইন কলেজের ছাত্র এবং উকীল হইবার উদ্দাম বাসনা তাঁহার মনে। নিয়তি দেবী অলক্ষ্যে থাকিয়া হয়ত মৃদু হাস্য করিয়াছিলেন। ভাগ্যস্রোতের বেগে রাঘবেন্দ্র তখন অন্যদিকে ভাসিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। তিনি ১৯১৬ সালের শেষের দিকে Sir P. C. Lyonর নিকট হইতে বেঙ্গল পুলিস বিভাগে উচ্চ পদের জন্য আহ্বান পাইলেন। তখন রাঘবেন্দ্রের আইন কলেজের পড়া সবেমাত্র শেষ হইয়াছে। চাকুরীর প্রস্তাব পাইয়া রাঘবেন্দ্র কিংকর্তব্যবিমূঢ় হইলেন এবং শুভাকাঙ্ক্ষীদের উপদেশ প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। Sir P. C. Lyon বুঝাইলেন যে নিয়মানুযায়ী কোন ভারতীয়কে প্রথমেই ইণ্ডিয়ান পুলিস সার্ভিসে (Indian Police) নিযুক্ত করা যায় না। বেঙ্গল পুলিস সার্ভিস direct পদ হইতে কৃতিত্বগুণে উক্ত পদে উন্নীত হওয়া যাইবে। রাঘবেন্দ্র সন্তুষ্ট না হইয়া ছাত্রগুণগ্রাহী স্যার আশুতোষের নিকট দৌড়াইলেন। তিনি শ্রবণমাত্র মন্তব্য করিলেন, "Your appointment is a part of the gagging policy of the Government"। তিনি হয়ত মনে করিতেছিলেন যে, রাঘবেন্দ্র ছাত্রসমাজে বক্তৃতাশক্তিগুণে দেশকর্মী ও পরে দেশনেতার স্থান গ্রহণ করিতে পারিবে, তাহাকে চাকুরীর শৃঙ্খল গলায় জড়াইয়া দিয়া উচ্চ আইনজ্ঞের ও নিষ্কাম দেশসেবার কার্জ হইতে দূরে সরাইয়া লইয়া যাইবার চেষ্টা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

গবর্নমেণ্টের পক্ষ হইতে করা হইল। স্যার পি সি. লায়ন ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটে রাঘবেন্দ্রের সম্যক পরিচয় পাইয়াছিলেন এবং তখন বাংলা গবর্নমেণ্টের হোমবিভাগের ভারপ্রাপ্ত এক্সিকিউটিভ কাউন্সিলার ছিলেন বলিয়া চাকুরী দিয়া সরকারের দাস করিতে প্রয়াস পাইলেন। স্যার আশুতোষ রাঘবেন্দ্রের চাকুরী গ্রহণে সেই কারণে সম্মতি দিতে পারিলেন না। রাঘবেন্দ্র পিতৃদেবের উপদেশ প্রার্থনা করিয়া চিঠি লিখিলেন এবং বাংলার অন্যতম মনস্বী স্যার গুরুদাসের উপদেশ প্রার্থনা করিলেন। স্যার গুরুদাস দেশের তদানীন্তন পুলিসী অবস্থার উন্নতি বিধান হইতে পারিবে ভাবিয়া প্রিয় রাঘবেন্দ্রকে ঐ চাকুরী গ্রহণ করিতে নির্দেশ দিলেন। দ্বিধাবিভক্ত রাঘবেন্দ্রের মন একমুখী হইল তাঁহার পিতৃদেবের নিকট হইতে উপদেশ লাভের পর ১৯১৩ সালে যে ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের পদ প্রত্যাখ্যান করিয়াছিলেন তাহা অবস্থার চাপে পড়িয়া গ্রহণ করিলেন এবং ১৯১৭ সালে পুলিস বিভাগে ঐ পদ পাইয়া চাকুরিতে যোগ দিলেন।

কিন্তু তিনি ইনষ্টিটিউটের সিনিয়র সভ্যরূপে রহিলেন এবং ১৯৫১ সালে হীরক জুবিলী কমিটীর প্রেসিডেণ্ট নির্বাচিত হইয়াছিলেন। এইজন্য সাময়িক ভাবে ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউটের কাজ হইতে বিচ্ছেদ হইল। তিনি ইনষ্টিটিউটের হীরক জুবিলী স্মৃতি সংখ্যায় ১৯৫১ সালে নিজ স্মৃতিকথার মধ্যে লিখিয়াছেন।—

I remember with pride and pleasure the personal contact with great men like Sir Gurudas, Sir Ashutosh, Prof. Benoyendra Nath Sen, and Sir Devaprosad Sarbadhikari. It moulded our character and made us fit to successfully fight the battle of our life. But for the opportunity provided by the Institute such contacts would not have been

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

possible. To this Institution I along with many others owe deepest debt of gratitude.

(Vide page 75 of Diamond Jubile Souvenir)

"I had the privilege of working under four Presidents during my College days, viz. Macpherson, J. G. Cumming, P. C. Lyon and Sir John Kerr. The President there elected, generally held the portfolio of the Home Department of the Government of Bengal. As students, the personal contact with these astute administrators gave us some insight into the mental equipment necessary to be successful administrators and this stood us well in later life,"

(Vide page 77 Diamond Jubilee Souvenir)

ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট সম্বন্ধে কয়েকজন সমসাময়িক বিশিষ্ট সভ্যের অভিমত উদ্ধৃত করা নিশ্চয়ই অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। নিম্ন-লিখিত অভিমত সমূহ Dimond Jubilee Souvenir সংখ্যায় তাঁহাদের স্মৃতিকথা হইতে গ্রহণ করিয়া নিম্নে বিবৃত হইল :—

Late Satya Bhushan Banerjee—Our members have no time or inclination for 'ism'—which have become the monopoly of "bekars" and grumblers. Our boys always served and will serve the Institute without seeking any reward in any shape. Their selfless service has contributed not a little to the scccess of the Institute which is now firmly established. Let no party politics be introduced; for them its work will suffer.

(Vide page 37 of Souvenir)

শ্রীমন্মথমোহন বসু

ইহার বর্তমান নাম শুনিলে মনে হয় যেন ইহা কলিকাতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিশ্ববিদ্যালয়ের একটি অঙ্গ। অথচ বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যাহা লাভ করা যায় না সেই কৃষ্টি সাধনাই ইহার উদ্দেশ্য।

(Vide page 43 of the Souvenir)

কবিগুরু রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের অভিমত নিম্নে উদ্ধৃত হইল—

কলিকাতা ইউনিভার্সিটি ইনষ্টিটিউট বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে প্রাসাদ রচনা করিয়াছে। বিদ্যায়তনের ভিতরের সহিত বাহিরের মিলন এইখানেই, শাস্ত্রিক বিদ্যার সহিত কলাবিদ্যারও মিলন, অধ্যাপকের সহিত ছাত্রের, নূতন ছাত্রের সহিত পুরাতন ছাত্রের মিলনের এইক্ষেত্র। এই মিলনে চিত্ত সরস ও বিদ্যা প্রাণবান্ হইয়া উঠিবে এই প্রত্যাশা আমার মনে রহিল।

১৯শে পৌষ ১৩৩৮ শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

এই ইনসটিটিউটের প্রথম সাহিত্য সমিতির সভাপতি ছিলেন ঋষি বঙ্কিমচন্দ্র। রাঘবেন্দ্রর প্রচেষ্টায় ইনষ্টিটিউটের সামনের রাজপথের নামকরণ হয় বঙ্কিমচন্দ্র চ্যাটার্জি ষ্ট্রীট।

রাঘবেন্দ্র কোনদিনও ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউটের সহিত সম্পর্ক ছিন্ন করেন নাই। চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি ইনষ্টিটিউটের নানাবিভাগে নিজেকে সংযুক্ত করেন। তাঁহার লোকপ্রিয়তা ১৯৬৩-৬৪ সালের নির্বাচনে তাঁহাকে এই প্রতিষ্ঠানের প্রেসিডেণ্টরূপে নির্বাচিত করিয়াছে। এই প্রেসিডেণ্ট পদে নির্বাচন তাঁহার গৌরবময় জীবনের একটি নিদর্শন এবং তাঁহার ছাত্রকল্যাণ প্রচেষ্টার শ্রেষ্ঠ পুরস্কার। তিনি এই পদে থাকিয়া তাঁহার জনপ্রিয়তা বজায় রাখিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং পরবর্তী ১৯৬৪-৬৫ সালেও ইনষ্টিটিউটের নির্বাচনে পুনরায় সভাপতি পদে নির্বাচিত হইলেন। যে পদে স্যার গুরুদাস, স্যার আশুতোষ, স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী ছিলেন, সেই পদে রাঘবেন্দ্রের নির্বাচন বর্তমান যুগে ছাত্রকল্যাণ-ব্রতিত্বের চরম পরিচয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মী রাঘবেন্দ্র

যুবক রাঘবেন্দ্রকে প্রশ্ন করেছিলেন স্যার স্যাণ্ডারসন, জীবনের আকাংখা তোমার কি? স্মিত হাস্যে তিনি বলেছিলেন, বুদ্ধিজীবি হওয়া। কার্য্যকারণে তিনি গ্রহণ করলেন বৃটিশ যুগে পুলিশের কাজ। কিন্তু পরশমনির পরশে সবকিছু যেমন সোনায় পরিণত হয় রাঘবেন্দ্রের ব্যক্তিত্বে পুলিশকর্মীদের মধ্যে তিনি নিয়ে এলেন এক নতুন ভাবাদর্শ নিয়ন্ত্রণ নয়, সংগঠন। পীড়ন নয়, সেবা। তাঁর বলিষ্ঠতায় ইংরাজ ব্ল্যাক সাহেব বিস্মিত, হিন্দু মুসলমানের দাঙ্গায় তাঁর বিচক্ষণতায় ও দুঃসাহসিকতায় হিংস্র পশুও বুঝিবা পদানত। আর দার্জিলিংএ স্টেপ এসাইড নামক গৃহে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্তটি পুলিস অফিসার রাঘবেন্দ্রের দেশপ্রেমের এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জনেরসেই বিখ্যাত ছবিটি সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে দেবার কঠোর দায়িত্ব নেন কর্মী রাঘবেন্দ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

চাকুরী জীবন

নিয়তির অলঙ্ঘ্য বিধান রাঘবেন্দ্রকে ১৯১৭ সালে চুঁচুড়া সদরে বাংলা পুলিস বিভাগের ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে যোগ দিতে বাধ্য করিল। পিতৃদেবের আদেশ এবং স্যার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় এবং স্যার দেবপ্রসাদ সর্বাধিকারী মহাশয়দ্বয়ের সমর্থন কার্য্যকরী হইল। পুলিস বিভাগের নিয়মানুযায়ী তিনি সর্দা পুলিস ট্রেনিং কলেজে পড়িতে গেলেন। ১৯১৮ সালে বাংলার লাট লর্ড রোনাল্ডসে ট্রেনিং কলেজ পরিদর্শন করিতে আসিলেন। তাঁহাকে আপ্যায়নের জন্য আয়োজন হইল। অভিনয় প্রতিভাশীল রাঘবেন্দ্র Dickensর "Scheming Lieutenant" নামক ক্ষুদ্র নাটিকাতে Lieutenantএর ভূমিকায় অভিনয় করিয়া সকলের বিশেষতঃ লর্ড রোনাল্ডসের প্রশংসা লাভ করেন। লর্ড রোনাল্ড্সে পরিদর্শন মন্তব্যে সন্তোষ প্রকাশ করেন।

১৯১৯ সালে উক্ত কলেজের ট্রেনিং সমাপ্ত হইল। নেতৃত্ব গুণসম্পন্ন রাঘবেন্দ্র ট্রেনিং কলেজে অবস্থানকালে উক্ত কলেজে শিক্ষাপ্রাপ্ত ব্যক্তিগণের জন্য Old Boys Reunion সম্বন্ধে প্রস্তাব দিলেন। উক্ত প্রস্তাবে অনেকের সমর্থনে ১৯১৮ সালে কার্যে পরিণত হইল। নূতন প্রথায় নূতন আনন্দ অনেকে উপভোগ করিলেন। রাঘবেন্দ্রের উদ্ভাবনী শক্তির কৃতিত্ব চাকুরী জীবনে প্রথম রূপ পাইল।

নিম্নে মেজর চামনির বক্তৃতার অংশ উদ্ধৃত হইল—

Extract from the speech delivered by Major Chamney, Principal, Sardah Police, Training College, at the old boys Association held at Sardah Police Training College on the night of the 22nd December, 1918.

Gentlemen,

Let me please preface my remarks this evening

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

by extending on behalf of this College a very cordial welcome to visitors........

And now before I go further I should perhaps give you the short history of the events which have brought us together on this occasion. Well gentlemen, among the probationers of the last year was a Deputy Superintendent whose vision and ideas extended, I am glad to say, a little beyond the limits and horizon of his work and training here and who one day represented to me that he thought an annual of the old boys who have been trained at Sardah re-union in the form of a Founder's Day would be much appreciated by everyone.

In the meantime H. E. the Governor arrived on his aunual visit to the College and Raghabendra Banerjee, the Deputy in question in discussing life and things here with H. E.'s Private Secretary metioned his ideas regarding the matter with the result that before they left the place I was directed to submit the proposal in writing and what I think I can describe as the happy outcome as this Reunion and Raghabendra is himself speaker to night. I now call upon Raghabendra to address the meeting.'

উক্ত ট্রেনিং কালে তিনি সম্মানের সহিত সর্ববিষয়ে দক্ষতা দেখাইলেন। ট্রেনিং সমাপ্তির পর তিনি চুঁচূড়া সহরে নিজপদে ফিরিয়া আসিলেন। আগুন কখনও ছাই চাপা বেশীক্ষণ থাকিতে পারে না। রাঘবেন্দ্র কৃতিত্বের পর কৃতিত্ব দেখাইয়া চাকুরী জীবনে অগ্রসর হইতে লাগিলেন। ইউনিভার্সিটী ইনষ্টিটিউট্-জীবনে নেতৃত্ব গুণ ও দেশসেবা প্রবৃত্তি হৃদয়ে দৃঢ়মূল হইয়াছিল। কাজেই চাকুরী জীবনেও সেই সকল গুণের ক্রমবিকাশ ঘটিতে লাগিল। ইংরাজ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শাসনকালে পুলিস বিভাগের কর্মচারীগণ দেশের সাধারণের ভীতির পাত্র হইয়াছিলেন। তাহারা ক্রমে রাঘবেন্দ্ররূপ সোনার কাঠির স্পর্শে নূতন জীবনের আস্বাদ লাভ করিতে লাগিলেন। তিনি স্থানীয় সহকর্মীগণের ও জনসাধারণের প্রিয়পাত্র হইলেন এবং সকলের অকুণ্ঠ সহযোগিতা লাভে সমর্থ হইলেন। চাকুরী গ্রহণের অল্পকাল মধ্যেই তিনি জনসাধারণের সহযোগিতায় অপরাধ নিবারণ বিষয়ে মনোযোগ দিলেন এবং চুঁচুড়ায় অবস্থান কালেই তিনি সর্বজনসমাদৃত উপায় উদ্ভাবনে কৃতিত্ব দেখাইলেন। তিনি স্থির করিলেন যে গ্রামে গ্রামে অপরাধনিবারণ উদ্দেশ্যে গ্রামরক্ষীদল (Village Defence party) গঠন আবশ্যক। তাঁহার উপরিতন কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই মত গ্রহণ করিয়া তাঁহাকে কাজে উৎসাহ দিলেন। এই পন্থায় এই প্রথম পুলিশের কর্তব্য কর্মে জনসাধারণের সহযোগিতা পাওয়া যাইতে লাগিল। রাঘবেন্দ্রের কর্মক্ষেত্রে ক্রমে ক্রমে বহু গ্রামরক্ষীদল গঠিত হইতে লাগিল এবং অপরাধের সংখ্যা হ্রাস পাইতে লাগিল এবং পুলিস বিভাগ কর্তৃক অপরাধী ধরা সহজ হইল। এই নূতন প্রবর্তিত পন্থার সাহায্যে সন্তুষ্ট হইয়া তদানীন্তন বর্দ্ধমান বিভাগের কমিশনার জে. এন. গুপ্ত, আই. সি. এস, মহোদয় রাঘবেন্দ্রকে অভিনন্দন জানাইবার জন্য এবং এই পন্থার বহুল প্রচারকল্পে এক মহতী সভার ব্যবস্থা করিলেন এবং তদানীন্তন বাংলার লাটসাহেব লর্ড রোনাল্ডসে চুঁচুড়া আসিলেন। কৃতীকর্মী রাঘবেন্দ্রের গ্রামরক্ষীদল গঠন বিষয়ে লাটসাহেব এবং অন্যান্য অনেকে ভূয়সী প্রশংসা করিলেন। লাটসাহেব লর্ড রোনাল্ডসে রোটাশ (Rottas) নামক লঞ্চে গঙ্গার উপর অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি এই লঞ্চে বসিয়া একে একে জেলার বিশিষ্ট ব্যক্তিগণের সহিত আলাপ করিতেছিলেন। যখন রাঘবেন্দ্রের সহিত আলাপ করিতে আরম্ভ করিলেন সৌভাগ্যক্রমে তখন গঙ্গায় স্রোতের বেগ বাড়িয়া যাওয়ায় লঞ্চ ঐ স্থান হইতে নোঙ্গর তুলিয়া অন্যস্থানে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যাইতে বাধ্য হইল। এই কারণে রাঘবেন্দ্র তাঁহার জন্য নির্দিষ্ট সময় অপেক্ষা অনেক বেশী সময় আলাপ করিতে পাইলেন এবং লাট সাহেবকে গ্রামরক্ষী দলের উপযোগিতা ও কার্যকারিতা সম্বন্ধে বিশদভাবে বুঝাইতে সুবিধা পাইলেন। নির্দিষ্ট সময় অন্তে প্রাইভেট সেক্রেটারী বিখ্যাত আই. সি. এস. গুরলে সাহেব লাট সাহেবের মনোযোগ আকর্ষণ করা সত্ত্বেও লাটসাহেব উঁহার সহিত আলোচনা বন্ধ না করিয়া আলাপ চালাইয়া যাইতে লাগিলেন। গ্রামরক্ষী দল গঠন সম্বন্ধে লাটসাহেব নিঃসংশয় হইয়া রাঘবেন্দ্রের কার্যের পূর্ণ সমর্থন জানাইলেন। এইভাবে সমস্ত বাংলা জুড়িয়া এই প্রথা বিস্তারলাভ করিল। পুলিশ কর্মচারীগণ জনসাধারণের সহযোগিতা পাইতে লাগিল এবং ভীতির স্থল না হইয়া শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার বন্ধুরূপে পরিবর্তিত হইল। এইরূপ পরিবর্তন আনয়ন সেই বিপ্লবযুগে কেহ কল্পনাও করিতে পারেন নাই। কিন্তু রাঘবেন্দ্র অদ্ভুতকর্মা ব্যক্তি। তিনি তাই বাংলাদেশে এক মহান আদর্শ স্থাপনে জয়ী হইলেন।

তিনি ১৯২০ সালে চুঁচূড়া ত্যাগ করিয়া শ্রীরামপুর মহকুমার সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসার (S. D. P. O.) রূপে শ্রীরামপুরে আসিলেন। গঙ্গার উপর গভর্ণমেণ্ট নির্মিত তাহার কোয়াটার্স্। মনোরম স্বাস্থ্যকর পরিবেশ! তখন শ্রীরামপুরের সাবডিভিসনাল অফিসারের পদ ইংরেজ আই. সি. এস. দ্বারা পূরণ করা হইত। Tyson নামক I. C. S. ঐ সময়ে তথাকার সবডিভিসনাল অফিসার। এই এলাকায় বহু পাটকল, কাপড়ের কল এবং অন্যান্য ফাক্টরী অবস্থিত। অগণিত সংখ্যক বাংলার বাহিরের শ্রমিক এই সকল কলে কাজ করিত। প্রায়ই শ্রমিক মালিক সম্বন্ধ তীব্ররূপ ধারণ করিত এবং আইন শৃঙ্খলাভঙ্গের কারণে পর্যবসিত হইত। রাঘবেন্দ্রই প্রথম ভারতীয় কর্মচারী যিনি এই মকুমার দায়িত্ব গ্রহণ করিলেন। তাহার পূর্বে সকল সময়ে ইংরাজ পরিচালিত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বহু পাটকল প্রভৃতি অবস্থিত থাকায় ইংরাজ পুলিশ অফিসারগণ থাকিতেন। কিন্তু উর্ধতন পুলিশ কর্মচারীগণ কর্তৃক রাঘবেন্দ্রের কর্মশক্তিতে বিশ্বাস হওয়ায় তাঁহাকে এই মহকুমার ভার দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার অধীনে ৫ জন বিলাতী সাহেব এ. এস. পি. নিযুক্ত হইয়াছিল। আশ্চর্যের বিষয় রাঘবেন্দ্র এই মহকুমায় বহু শ্রমিক বিরোধ নিজ প্রতিভাবলে গুলি বা লাঠিচালনা ব্যতিরেকে শান্ত করিয়াছিলেন। তাঁহার অদ্ভুত সাহস ও অভিনব কর্মপন্থা তাঁহাকে সকল অবস্থায় জয়ী করিত। একটি ঘটনা বিশেষ উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুর সাবডিভিসনে ভারতবর্ষের মধ্যে সর্ববৃহৎ পাটকল হেষ্টিংস জুটমিল অবস্থিত। বহুসহস্র কুলি এই কলে কাজ করে। সর্বোচ্চ ম্যানেজার ছিলেন স্যার জেমস্ ব্ল্যাক এবং তিনি তদানীন্তন বাংলার লাট সাহেবের শ্যালক ছিলেন। কাজেই ভারতীয়দের অবজ্ঞার চক্ষে দেখিতেন। রাঘবেন্দ্রের শ্রীরামপুর সাবডিভিসনে কার্যকালে উক্ত জুটমিলের একজন পদস্থ কর্মচারী গান্ধীটুপি পরিহিত একজন কুলিকে পদাঘাত করিয়া অপমানিত করায় ঐ কলে এক গুরুতর শ্রমিক ধর্মঘট হয়। ঐ সময় গান্ধী প্রবর্তিত নন কো-অপারেশন আন্দোলন সর্বত্র এবং বিশেষতঃ শ্রীরামপুরে জোরের সহিত চলিতেছিল। গান্ধীটুপি পরিহিত শ্রমিকের অপমানে বিশাল শ্রমিক সমুদ্র প্রচণ্ডভাবে বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠিয়াছিল। হিংসাত্মক কার্যের সম্ভাবনা দেখিয়া রাঘবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ কলের পদস্থ কর্মচারী-দিগের জীবন রক্ষার্থ ইংরাজ পুলিশ ইন্সপেক্টার ব্রাউন সাহেবের তত্ত্বাবধানে বহুসংখ্যক পুলিশ কর্মচারীর একটি ক্যাম্প ঐ জুটমিলে স্থাপন করিয়া শান্তিরক্ষার বাবস্থা করিয়াছিলেন। এইভাবে কয়েকদিন কাজ চলিবার পর রাঘবেন্দ্র স্বয়ং একদিন ঐ ক্যাম্প পরিদর্শনে গেলেন। কলের ম্যানেজারের বক্তব্য স্বয়ং শোনা কর্তব্য মনে করিয়া, ম্যানেজার Black সাহেবের সাক্ষাৎপ্রার্থী হইয়া কার্ড

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পাঠাইলেন। কিন্তু পূর্বে উল্লিখিত হইয়াছে উক্ত ম্যানেজার নিজ পদগর্বে অত্যন্ত দাম্ভিক প্রকৃতি ছিলেন। ম্যানেজার ব্লাক সাহেব রাঘবেন্দ্রের সহিত সাক্ষাৎকালে সৌজন্যের অভাবের পরিচয় দিলেন এবং ভারতীয় পুলিশ কর্মচারী দেখিয়া বসিতে পর্যন্ত অনুরোধ না করায় রাঘবেন্দ্র পুলিশ ক্যাম্পের দরকার নাই বলিয়া তৎক্ষণাৎ সেই স্থান হইতে পুলিশ কর্মচারীগণকে অপসারিত করিয়া লইবার হুকুম দিয়াছিলেন। ইংরাজ পুলিশ ইন্সপেক্টার ব্রাউন যে সৌজন্য পাইয়াছিলেন, দুঃখের বিষয়, রাঘবেন্দ্র ভারতীয় হওয়ায় উর্ধ্বতন কর্মচারী হওয়া সত্ত্বেও তাহা পাইলেন না। ঐ মিলের অন্য একজন ইংরাজ কর্মচারী পামার (Palmer) সাহেব ঐ স্থানে ঐ সময়ে রাঘবেন্দ্রকে দেখিতে পাইয়া ছুটিয়া আসেন। তিনি রাঘবেন্দ্রকে সর্বোচ্চ পুলিশ অফিসার বলিয়া চিনিতেন এবং ম্যানেজার তাঁহাকে চিনিতে পারেন নাই প্রভৃতি বলিয়া ক্ষমা প্রার্থনা করেন এবং ব্লাক সাহেবকে ডাকিয়া আনিয়া রাঘবেন্দ্রের প্রতি সৌজন্য দেখান। রাঘবেন্দ্র সাহেবকে যথোচিত শান্তি রক্ষিত হইবে আশ্বাস দিয়া নিজ প্রদত্ত পূর্ব হুকুমে দৃঢ় চিত্ততার সহিত অটল ছিলেন। অবশ্য শ্রমিকগণ পুলিশ সাহেবকে তাহাদের বিষয়ে দরদী বলিয়া পূর্ব হইতে জানিত এবং সেই কারণে ঐ শ্রমিক বিক্ষোভ অগ্নিদাহ, নরহত্যা প্রভৃতি ঘৃণিত অপরাধের রূপ লইতে পারিল না। রাঘবেন্দ্রের জেদে অপমানকারী ইংরাজ কর্মচারী প্রকাশ্যে শ্রমিকগণের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিতে বাধ্য হয়। তৎপরে শ্রমিক বিক্ষোভ শান্ত হয়।

আরও একটি ঘটনা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। শ্রীরামপুরে কার্যকালে তেলিনীপাড়ায় একদিন হিন্দুমুসলমানদের মধ্যে দাঙ্গা বাঁধে। সেইদিন দৈবক্রমে তাঁহার মধ্যম পুত্রের অন্নপ্রাশনের দিন পূর্ব হইতেই স্থিরীকৃত হইয়াছিল। তদুপলক্ষে বহু বন্ধু-বান্ধব নিমন্ত্রিত হইয়াছিল। কর্তব্যপরায়ণ রাঘবেন্দ্র যখন দাঙ্গা সৃষ্টির সংবাদ ঐদিন প্রাতে পাইলেন তখন কিংকর্তব্য বিহ্বল না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

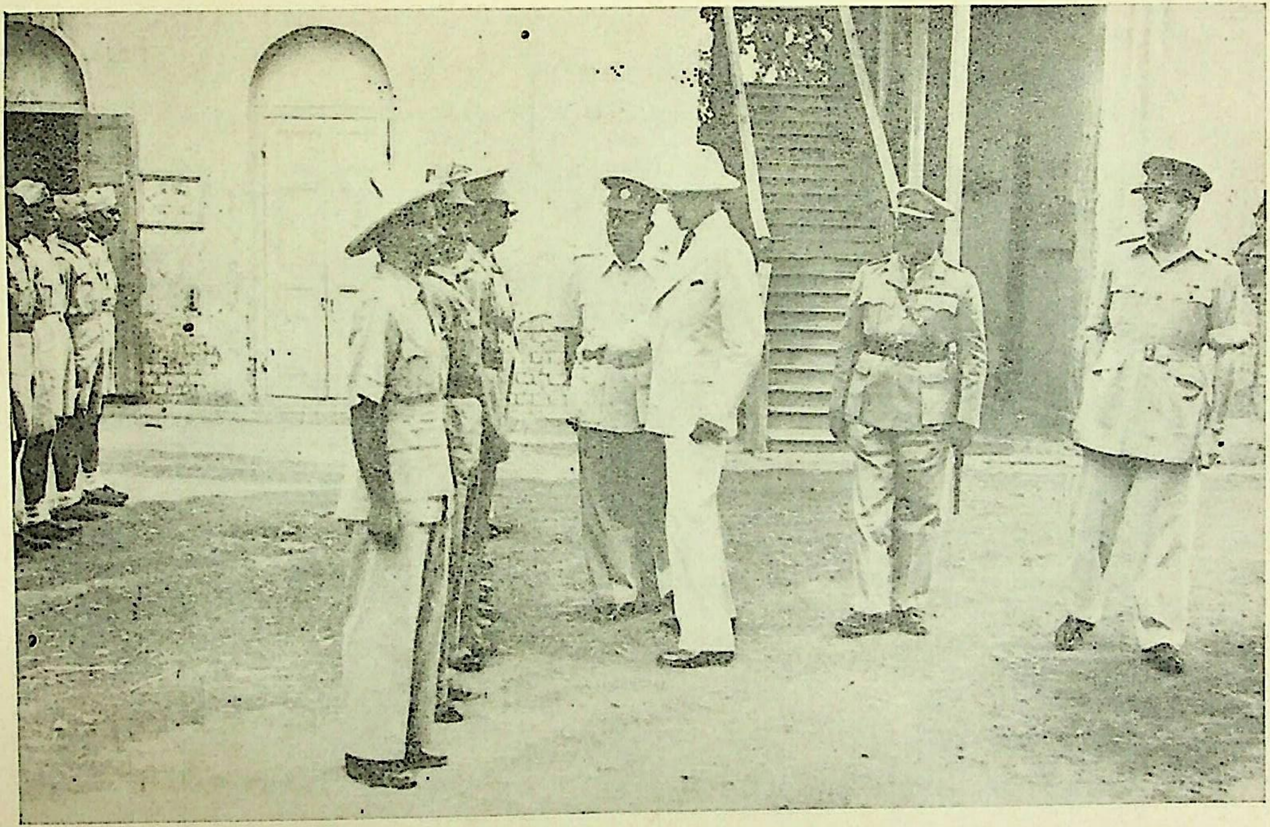

হাওড়া পুলিস লাইনে সিভিক স্থার্ভ স্পেশাল প্যারেড পরিদর্শন করছেন তৎকালিন বাঙলার গভর্ণর লর্ড কেসি। চিত্রে রাঘবেন্দ্র ও শচীন্দ্রনাথকে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মজীবন আরম্ভ সারদা পুলিশ ট্রেনিং কলেজে—সাল ১৯১৭। রাঘবেন্দ্র, বঙ্কিম দাশগুপ্ত ও জে, এন, রায় (কানু)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইয়া হইয়া তৎক্ষণাৎ নিজ ইউনিফরম পরিয়া সিভিলিয়ান সাবডিভিসনাল অফিসার টাইসন (Tyson)-কে সঙ্গে লইয়া মোটরযোগে ঘটনাস্থলে পৌঁছিলেন এবং দুই বিবদমান দলের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলেন। তাঁহার এই আকস্মিক উপস্থিতিতে বিরোধীয় দলপতিগণ স্তম্ভিত হইয়া গেল। অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত তিনি দাঙ্গাকারীদিগের মধ্যে দৌড়াইয়া গিয়া দাঙ্গা থামাইতে নির্দেশ দিলেন। তাঁহার আদেশ শোনামাত্র মন্ত্রমুগ্ধবৎ সকলে আড়ষ্ট হইয়া গেল। তৎক্ষণাৎ তিনি উভয় পক্ষের নেতাদিগকে ডাকিয়া বিরোধের কারণ বর্ণনা করিতে বলেন। উভয়পক্ষের বক্তব্য ধীরভাবে শুনিয়া তিনি এই দুই বিভিন্ন ধর্মাবলম্বীদের বিরোধ অতি অল্প সময়ের মধ্যে মিটাইতে সমর্থ হন। তথায় শান্তি স্থাপন মানসে কয়েকদিন তেলিনীপাড়ায় অবস্থানের সংকল্প গ্রহণ করেন। তৎপর সাব-ডিভিসনাল অফিসার মিষ্টার টাইসনকে মহকুমা সদরে ফিরিয়া যাইতে বলেন এবং তাঁহার বাড়ী ফেরা হইবে না বলিয়া সংবাদ বাড়ীতে প্রেরণ করিতে অনুরোধ করেন। সাধারণ কর্মচারী হইলে টাইসনের সঙ্গেই গৃহে ফিরিয়া আসিতেন। কিন্তু রাঘবেন্দ্র ভিন্ন ধাতুতে গঠিত। তাঁর কর্তব্যপরায়ণ মন দাঙ্গার পুনরুদ্রেকের সম্ভাবনা সমূলে উৎপাটন করিবার জন্য তাঁহাকে মধ্যমপুত্র সমরেন্দ্রনাথের অন্নপ্রাশন উৎসবে যোগ দিতে দিল না। একদিকে পুত্রের অন্নপ্রাশন উৎসবে বহু নিমন্ত্রিত ব্যক্তির আপ্যায়ন আর অন্যদিকে হয়ত গৃহদাহ ও প্রাণহানি প্রভৃতি দাঙ্গার আনুষঙ্গিক অঙ্গ। রাঘবেন্দ্র উভয় কর্তব্যের মধ্যে দাঙ্গার সম্ভাবনা রোধ করাকেই শ্রেষ্ঠ স্থান দিয়াছিলেন। বাংলার ইতিহাসে এইরূপ কর্তব্যপরায়ণতার দৃষ্টান্ত অতি বিরল। রাঘবেন্দ্র তথায় প্রায় এক সপ্তাহকাল অবস্থানের পর সম্পূর্ণ শান্তি স্থাপন করিতে পারিয়াছিলেন এবং যখন দাঙ্গা পুনরায় বাঁধিবার সম্ভাবনা নাই বুঝিলেন তখনই তিনি নিজগৃহে ফিরিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই ঘটনার সহিত জড়িত আর একটি কৌতুকাবহ ঘটনা আছে। তাহার উল্লেখ এখানে অপ্রাসঙ্গিক হইবে না। তদানীন্তন হুগলীর জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট ডানলপ (Dunlop) আই সি. এস. সাহেব। জনৈক ডেপুটি ম্যাজিষ্ট্রেট ডানলপ সাহেবের প্রিয়পাত্র হইবার আশায় রাঘবেন্দ্রের তেলিনীপাড়া দাঙ্গা দমন ও অবস্থান সম্বন্ধে এক মিথ্যা বিবরণ ডানলপ সাহেবকে দেন। জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব ঐ মিথ্যা বিবরণের উপর নির্ভর করিয়া রাঘবেন্দ্রকে অনতিবিলম্বে শ্রীরামপুর হইতে বদলি করিয়া দিবার জন্য সরকারের উর্ধতন কর্তৃপক্ষকে লেখেন এবং ফলে তাঁহার বদলীর নির্দেশ তেলিনীপাড়ায় অবস্থান কালেই আসে। বদলীর নির্দেশ পাওয়া মাত্র রাঘবেন্দ্র অবাক্ হইয়া যান এবং পুলিশের চাকুরী হইতে পদত্যাগ করিতে মনস্থ করেন। তাঁহার অভূতপূর্ব কর্তব্যপরায়ণতার এই পুরস্কার! রাঘবেন্দ্র পদত্যাগ পত্র লিখিয়া লইয়া উর্ধতন কর্মচারীর হস্তে দেন। ঐ কর্মচারী রাঘবেন্দ্রকে শান্ত করিতে চেষ্টা করেন এবং ঐ পদত্যাগ পত্র রাঘবেন্দ্রের সম্মুখে ছিড়িয়া ফেলিয়া দিয়া আশ্বাস দেন যে তিনি এই অবিচারমুলক কাজের প্রতিবিধান করিবেন। উক্ত অফিসারের চেষ্টায় বদলীর হুকুম রদ হইয়া যায় এবং রাঘবেন্দ্র তাঁহার পূর্ব প্রতিষ্ঠিত সম্মানে ফিরিয়া আসেন। এখানে উল্লেখযোগ্য যে ডানলপ সাহেব পূর্ব হইতে রাঘবেন্দ্রের উপর নিম্নলিখিত কারণে অসন্তুষ্ট ছিলেন। রাঘবেন্দ্র চুঁচড়ায় থাকার সময় উর্ধতন কর্তৃপক্ষের আদেশে একদিন ডানলপ সাহেবের নিকট সরকারী কার্যব্যপদেশে একটি ব্যাপার বুঝাইয়া দিবার জন্য কাগজপত্র লইয়া তাহার Office-এ উপস্থিত হইলেন। সরকারী কাগজগুলি জেলাম্যাজিষ্ট্রেটের নিকট পেশ করিবামাত্র উগ্রপ্রকৃতি ডানলপ সাহেব ঐগুলি রাঘবেন্দ্রের দিকে ছুড়িয়া ফেলিয়া দেন এবং বক্তব্য শুনিতে অস্বীকার করেন। যুবক কর্মচারী রাঘবেন্দ্র এইরূপ অসম্মানসূচক ব্যবহার সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মসম্মান রক্ষার্থ জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবকে শুনাইয়া

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেন—Please do not treat me as your servant, I serve the same Govt. whom you are serving.

এই মন্তব্যের পর তিনি সেই নিক্ষিপ্ত কাগজগুলি ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেটের দিকে ছুড়িয়া দিয়া ফিরিয়া আসিয়া নিজ উর্ধতন কর্মচারীকে সমস্ত বিবরণ দেন। তখন অনেকে জানিয়াছিলেন যে ডানলপ সাহেবের মত দাম্ভিক ভারতীয় বিদ্বেষী আই. সি. এস. অফিসার ছিল না। উক্ত সাহেব তাহার বসিবার ঘরে ভারতীয় কর্মচারীদিগকে বসিতে বলিতেন না এবং বসিবার চেয়ারও রাখিতেন না। সকলকে দাঁড়াইয়া থাকিয়া বক্তব্য বলিতে হইত এবং কাগজাদি পেশ করিতে হইত। এমন কি তখন শোনা গিয়াছিল যে ডানলপ সমপদস্থ আই. সি. এস. অফিসার ভারতীয় হইলে তাহার সহিত করমর্দনও করিতেন না। এ এক অপূর্ব ব্যবহার! তথাপি জেলা ম্যাজিষ্ট্রেট বলিয়া সকল কর্মচারীকে বিনা প্রতিবাদে ইহা সহ্য করিতে হইত। কিন্তু তেজস্বী রাঘবেন্দ্র এই ব্যবহার সহ্য করিতে পারেন নাই। তিনি সাহেবের বিদ্বেষভাজন হইয়া পড়িলেন। এই বিদ্বেষের বশবর্তী হইয়া ডানলপ সাহেব প্রাপ্ত মিথ্যা বিবরণে পরিচালিত হইয়া সাহসী রাঘবেন্দ্রের বিরুদ্ধে গভর্ণমেণ্টে রিপোর্ট করিয়া বসিলেন। বর্দ্ধমান বিভাগের তদানীন্তন কমিশনার কে. সি. দে রাঘবেন্দ্রের কৈফিয়ৎ চাহিলেন। ইহার উত্তরে রাঘবেন্দ্র যে কৈফিয়ৎ দিলেন তাহা বর্ণে বর্ণে সত্য প্রমাণিত হইল এবং ডানলপ সাহেবের অভিযোগ সম্পূর্ণ মিথ্যা বলিয়া স্থিরীকৃত হইল। ইহার পর অপমানিত বোধ করিয়া ডানলপ তাহার আই. সি. এস. চাকুরীতে পদত্যাগ পত্র দাখিল করিয়া বিলাত চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন। রাঘবেন্দ্রের কর্তব্যপরায়ণতা এবং নির্ভিকতা সত্যের দরবারে জয়ী হইল। একজন ভারত-বিদ্বেষী আই. সি. এস, কর্মচারী সত্যের নিকট পরাজিত হইয়া ভারত ছাড়িলেন।

রাঘবেন্দ্রের শ্রীরামপুর হইতে বদলীর হুকুম রদ হইল এবং তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সসম্মানে তথায় চাকুরী করিতে লাগিলেন। কিছুদিন পরে শ্রীরামপুর হইতে ছুটি লইয়া ফাইনাল ল' পরীক্ষা দিতে মনস্থ করিলেন এবং ছুটি মঞ্জুর হইল। তিনি শ্রীরামপুরের কর্মক্ষেত্র ত্যাগ করিয়া ছুটীতে গেলেন। শ্রীপাঁচকড়ি সরকার (যিনি পরবর্তীকালে কলিকাতা হাই-কোর্টের জজ হইয়াছিলেন) ফাইনাল ল' পরীক্ষায় প্রথম হইয়াছিলেন। রাঘবেন্দ্র ল' পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবার জন্য পাঁচকড়ি বাবুকে কোচ (Coach) হিসাবে গ্রহণ করিলেন। চাঁইবাসায় তাঁহার পিতা তখন ডিষ্ট্রিক্ট জজ্। স্বাস্থ্যকর স্থান বলিয়া পিতার নিকট উভয়ে যাইয়া আইন পরীক্ষার জন্য পড়াশুনা করিতে লাগিলেন এবং যথাসময়ে পরীক্ষা দিয়া ১৯২২ সালে ফাইনাল ল' পাশ করিলেন। ছুটীর শেষে রাঘবেন্দ্রকে পুনরায় চুঁচড়ায় কার্যে যোগ দিবার আদেশ হইল। রাঘবেন্দ্র চুঁচড়ায় চাকুরীতে যোগ দিবার পর সৌভাগ্যক্রমে তিনি গঙ্গার উপরে এক বাড়ী পাইয়া ভাড়া করিলেন। বাড়ীর বৈশিষ্ট্য ছিল জোয়ারের সময় গঙ্গার জল বাড়ীর উঠানে সময় সময় প্রবেশ করিত এবং বাড়ীর গঙ্গাদিকস্থ বাতায়ন হইতে সর্বদা মনোরম গঙ্গার দৃশ্য দেখা যাইত। এই সংবাদ পাইয়া তাঁহার ধর্মপ্রাণ পিতামাতা ঐ বাড়ীতে আসিয়া বাস করিতে লাগিলেন। জ্যেষ্ঠভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথ তখন আরামবাগ সাবডিভিসনের সাবডিভিসনাল অফিসার ছিলেন। তখন ১৯১৯ সাল। সকলেই জানেন শ্রীশ্রীরামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের জন্মভিটা আরামবাগ সাবডিভিসনের অন্তর্গত কামারপুকুর গ্রামে। জ্ঞানেন্দ্রনাথ সাবডিভিসনাল অফিসার থাকিবার সময় পরমহংসদেবের জন্মভিটায় যান এবং শিয়াল কুকুরের বাসস্থান দেখিয়া ঐ স্থানের উন্নতি সাধনে কৃতসংকল্প হইলেন এবং নিজ কনিষ্ঠভ্রাতা রাঘবেন্দ্র তখন ডি. এস. পি. থাকায় তাহাকে তাঁহার সংকল্প অবগত করান। উভয়ে সর্বান্তঃকরণে এই উদ্দেশ্যে আত্মনিয়োগ করিলেন এবং চুঁচড়া সহরে এই উদ্দেশ্যে এক মহতী সভায় পরমহংসদেবের জন্মস্থানের উন্নতি বিধানে জন্য এক কমিটি গঠিত হইল। কমিটির সভাপতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইলেন হুগলীর জেলাম্যাজিষ্ট্রেট এ. এন. মোবাবলী আই. সি. এস. সাহেব এবং কোষাধ্যক্ষ হইলেন স্যার দেবপ্রসাদ, সহকারী সেক্রেটারী হইলেন জ্ঞানেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, আরামবাগের এস. ডি. ও. এবং সহকারী হইলেন রাঘবেন্দ্র ডি. এস. পি.। হুগলী জেলাতে বাংলা-দেশের বহু ধনী গন্য মান্য ব্যক্তির বাসস্থান। উভয়ভ্রাতার চেষ্টায় বেলুড়মঠের তদানীন্তন প্রেসিডেণ্ট স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী তাঁহাদের উদ্দেশ্য গঠনে যোগ দিয়া অর্থসংগ্রহের আবেদনে স্বাক্ষর দিলেন। অর্থসংগ্রহ হইতে লাগিল। উক্তস্থান সংরক্ষিত এবং নানাভাবে উন্নত হইল। জ্ঞানেন্দ্রনাথের সংকল্প না হইলে উহা কতকাল যেঅবহেলিত অবস্থায় পড়িয়া থাকিত তাহা বলা যায় না। কামারপুকুরে পরমহংসদেবের জন্মস্থান উন্নয়নে বাংলাদেশে সর্বপ্রথম উদ্যম জ্ঞানেন্দ্রনাথ এবং রাঘবেন্দ্রনাথের।

রাঘবেন্দ্র চুঁচড়ায় কার্যে যোগ দিলেন। যে কালোমেঘ রাঘবেন্দ্রের কার্যের সম্বন্ধে ডানলপ সাহেব সৃষ্টি করিয়া ছিলেন তাহা কাটিয়া গেল এবং রাঘবেন্দ্রসূর্য নিজ মহিমায় আকাশে দীপ্ত হইল। কিছুকাল চুঁচড়ায় কাজ করিবার পর তাঁর কার্যদক্ষতার পুরস্কার স্বরূপে তিনি দার্জিলিং জেলায় ডেপুটী সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে বদলী হইলেন। সেখানে কার্যে যোগ দিবার পর তাঁহার খ্যাতি গভর্ণর সাহেব পর্যন্ত বিস্তৃতি লাভ করে এবং এইখানে থাকিবার সময় ১৯২৪ সালে King's Police Medal পাইলেন। এখানে তাঁহার সমাজোন্নয়ন প্রচেষ্টা একটা নূতন রূপ গ্রহণ করিল। তিনি নিজ উদ্যমে দার্জিলিংএ ইউরোপীয় ও ভারতীয়গণের একত্র মিলনের জন্য "কসমোপলিটান ক্লাব" (Cosmopolitan Club) গঠন করিলেন। তৎকাল পর্যন্ত প্রায় প্রত্যেক জেলায় ইউরোপীয়গণ নিজেদের জন্য পৃথক ক্লাব স্থাপন করিতেন। সেই বিভেদ মূলক ব্যবস্থা রাঘবেন্দ্রের চেষ্টায় দার্জিলিং-এর মত স্থানে লোপ পাইল। দার্জিলিংএ সকল সময়ে ইউরোপীয়ানদের সংখ্যা নগণ্য থাকিত না। অন্য জেলা-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সদরগুলিতেও তাঁহাদের সংখ্যা অতিনগণ্য হওয়া সত্ত্বেও তাঁহারা পৃথক ক্লাব স্থাপন করিয়া মেলামেশা করিতেন। এমনকি তাঁহাদের সমপদস্থ উচ্চ কর্মচারী ভারতীয় হইলে সেই সকল ইউরোপীয়ান ক্লাবে সভ্য হইতে পারিতেন না। বর্ণভেদ সর্বত্র এত প্রবল ছিল। কিন্তু কর্মী রাঘবেন্দ্র দার্জিলিংএ এই বর্ণভেদের মূলোচ্ছেদ করিলেন। গভর্ণর হইতে সকল ইউরোপীয়ান ও ভারতীয় সমপর্যায়ভুক্ত হইয়া কসমোপলিটান ক্লাবের সভ্য হইলেন।

দার্জিলিংএ কার্যকালে বাংলাদেশের একটী অবিস্মরণীয় ঘটনা তথায় ঘটে। সর্বজনপ্রিয় দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাস মহাশয় ষ্টেপ এসাইড নামক বাড়ীতে ১৯২৫ সাল ১৬ই জুন তারিখে মৃত্যুমুখে পতিত হন। সংবাদ পাওয়ামাত্র রাঘবেন্দ্র তৎক্ষণাৎ তথায় উপস্থিত হন এবং শোকার্তা সর্বজনমান্যা বাসন্তীদেবীর সর্বপ্রকার সাহায্যের ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন এবং স্বয়ং বহুস্থান হইতে প্রাপ্ত টেলিফোন কলসমূহের উত্তর জ্ঞাপন করিতে লাগিলেন। বাংলাদেশের তদানীন্তন একসিকিউটিভ কাউন্সিলার মাননীয় নদীয়ার মহারাজা ৺ক্ষৌনীশচন্দ্র রায় মহাশয় তখন দার্জিলিংএ অবস্থান করিতেছিলেন। তিনি ষ্টেপ এসাইডে আসিবার পর রাঘবেন্দ্রের সহিত পরামর্শ করিয়া দেশবন্ধুর মৃতদেহ কলিকাতা পাঠাইবার জন্য স্পেশাল ট্রেণ প্রভৃতির ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করেন। রাঘবেন্দ্রের উদ্যোগে দীঘাপাতিয়া রাজভবন হইতে রাত্রে ঘোড়ায় করিয়া ফ্লাসলাইট আসিল। মৃত দেশনেতার শেষ ফটো গ্রহণের ব্যবস্থা হইল। এই ব্যবস্থা না হইলে সমগ্র ভারতবর্ষ প্রিয় দেশনেতা চিত্তরঞ্জনের শেষ শয্যা শায়িত মূর্তি দেখার সুযোগ হইতে চিরতরে বঞ্চিত হইত।

পুলিস অফিসার কর্তৃক দেশপ্রেম প্রদর্শনের এ এক উজ্জ্বলতম দৃষ্টান্ত। ইংরাজশাসন কালে এইরূপ দৃষ্টান্ত আর একটাও নাই। রংপুর জিলায় কর্মকালে তাঁহার স্বধর্ম-প্রিয়তার নিদর্শনস্বরূপ একটী চমৎকার ঘটনা ঘটে। রংপুর সহরে সেই বৎসর দুর্গাপ্রতিমা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বিসর্জনের তদারক করিবার উদ্দেশ্যে তিনি একজন আই. সি, এস. ডিস্ট্রিক্টম্যাজিস্ট্রেটের সহিত সহর পরিভ্রমণে বাহির হ'ন। সেই ইংরাজ ভাবাপন্ন পুরুষ ব্যঙ্গচ্ছলে হিন্দু রাঘবেন্দ্রকে বলিয়া বসেন "Why don't they immerse these Goddesses in bath tubs ?" রংপুর জেলায় তখন হিন্দুমুসলমান বিরোধ চরমরূপ লইয়াছিল এবং "মসজিদের নিকট বাদ্যভাণ্ড" আন্দোলন (Music before Mosque) প্রবলভাবে চলিতেছিল। স্বধর্মপ্রেমিক রাঘবেন্দ্র ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের বিদ্রূপে মনে মনে ব্যথিত হইয়া মৌখিক কোন উত্তর না দিয়া একটী দুর্গামন্দির সমীপে উপস্থিত হইবার পর নিজ ইউনিফর্ম হইতে চামড়ার বেল্ট ও জুতাদি খুলিয়া রাখিয়া মন্দিরের প্রতিমার সম্মুখে সাষ্টাঙ্গ প্রণিপাত করিয়া ফিরিয়া আসিয়া ইউনিফর্ম ও জুতা পরিলেন এবং ইংরাজভাবাপন্ন ম্যাজিষ্ট্রেটকে সঙ্গে আসিতে বলিলেন। এইরূপ স্বধর্ম প্রিয়তা এবং তেজস্বিতা সেইযুগে বিরল। হীনমন্যতা রাঘবেন্দ্রের প্রকৃতিতে কখনও প্রকাশ পায় নাই।

রাঘবেন্দ্র কৃতী ছাত্র ছিলেন। দার্জিলিংএ চাকুরীকালে তিনি নেপালী, পাহাড়িয়া, নিম্নতিব্বতীয় ও উচ্চতিব্বতীয় ভাষাশিক্ষা করিয়া পরীক্ষা দেন এবং সরকারী পুরস্কার লাভ করেন। সকল ভাষাশিক্ষার চেষ্টা তাঁহার আকাঙ্ক্ষিত জনসংযোগরক্ষা প্রয়াস-প্রসূত। তিনি সর্বশ্রেণীর প্রিয় পুলিস কর্মচারীরূপে দার্জিলিংএ অবস্থান করিতে লাগিলেন।

পুলিস কর্মচারী অসহযোগ আন্দোলনের যুগে আপামর-সাধারণের প্রিয় হয়েছে এ কৃতিত্ব কাহারও ভাগ্যে ঘটে নাই, এই প্রথম তাঁর ভাগ্যে ঘটে।

চাকুরীর নিয়মানুসারে তিনি বদলী হইয়া ক্রমে নদীয়া জেলা, শিয়ালদহ রেলওয়ে পুলিসবিভাগ, রংপুর প্রভৃতি জেলার ডি. এস. পি. রূপে ভারপ্রাপ্ত হ'ন। সর্বত্র তাঁহার কর্মখ্যাতি সুবিদিত। ঢাকা জেলায় কার্যকালে একটী ঘটনা উল্লেখযোগ্য। যখন তিনি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মুন্সীগঞ্জ সাবডিভিসনে S. D. P. O. তখন সেখানে একদিন হিন্দু মুসলমান দাঙ্গার সৃষ্টি হয়। রেকাবীবাজার এলাকায় ইহা প্রচণ্ডরূপ ধারণ করে। সকলেই জানেন ঐ কালে হিন্দু মুসলমান বিরোধ কিরূপ দৃঢ়মূলে সমস্ত বাংলাদেশ ছাইয়া গিয়াছিল। মৌলভীমৌলানাদিগের উস্কানী গোপনে ইহার পৃষ্ঠপোষকতা করিত। শিক্ষিত মুসলমানদিগকে সময়ে সময়ে "মুসলমানধর্ম বিপন্ন" "মসজিদের সম্মুখে গান বাজনা চলিবে না" প্রভৃতি প্রস্তাব প্রচার করিয়া ক্ষেপাইতে চেষ্টা করিত। কাজেই মুসলমান প্রধান মুন্সীগঞ্জ এলাকা এই ঢেউএর বেগ এড়াইতে পারে নাই। রাঘবেন্দ্র বিশেষ দক্ষতার সহিত রেকাবীবাজার এলাকার হাঙ্গামা প্রশমন করিলেন। বলপ্রয়োগমূলক লাঠিচালনা বা গুলীচালনার (যাহা সাধারণতঃ উচ্চ পুলিস অফিসারগণের দাঙ্গাদমনের মহাস্ত্র) আশ্রয় তিনি লইলেন না। অত্যন্ত দুঃসাহসিকতার সহিত তিনি ঝাঁপাইয়া পড়িলে তাহাতে জ্বলন্ত আগুনে যেন জলক্ষেপের কাজ হইত। উভয়দিকের দাঙ্গাকারীগণ মন্ত্রমুগ্ধের মত স্তম্ভিত হইয়া যাইত। আলাপ আলোচনার পথ উন্মুক্ত হইত। পরিশেষে উভয় পক্ষ তাঁহার মধ্যস্থতায় আলাপ আলোচনাসহায়ে সমস্ত প্রকার বিরোধ মিটাইয়া ফেলিত। তাঁহার উদ্ভাবিত কর্মপন্থা বাংলা দেশকে স্তম্ভিত করিয়া দিত। তিনি যেন যাদুমন্ত্র সাহায্যে সকল শ্রেণীর মানুষকে বশীভূত করিয়া ফেলিতেন। তাহারা জানিত পুলিস সাহেব তাহাদের প্রতি দরদী এবং তাহাদের স্বার্থহানি ঘটিবে না। কর্মচঞ্চল তীক্ষ্ণবুদ্ধি রাঘবেন্দ্রের কর্মজীবন বৎসরের তিনশত-পয়ষট্টি দিনই কোন না কোন রকম বৈশিষ্ট্য বিশিষ্ট। তাঁহার কর্মজীবন বর্ণনা অল্প পরিসরে সম্ভব নয়। তথাপি প্রধান বৈশিষ্ট্যসমূহ উল্লেখ না করিলে অসম্পূর্ণ থাকিয়া যাইবে। সেই হেতু লোক-হেতুকর বৈশিষ্ট্য-সমূহ মাত্র উল্লিখিত হইল।

তিনি চাকুরী জীবনে সর্বত্র লোকপ্রিয় পুলিসকর্মচারী এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অফুরন্ত খ্যাতির অধিকারী ছিলেন। চাকুরীর নিয়মানুযায়ী তাঁহাকে নানাস্থানে বদলী হইয়া কাজ করিতে হইয়াছিল। মুন্সীগঞ্জের পর তাঁহাকে যশোহর জেলায় ডেপুটি সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে বদলী করা হইল। যশোহর জেলায় কার্যকালে তিনি বিলাত যাইয়া ব্যারিষ্টারী পড়িতে সংকল্প করিলেন। সরকারের নিকট Study leave পাইবার জন্য দরখাস্ত করিলেন। সরকার হইতে বলা হইল একারণে Study leave মঞ্জুর হইবে না। তখন তিনি ভগ্নমনোরথ না হইয়া ছুটীর সাধারণ নিয়মানুসারে ছয়মাস পুরা বেতন, ছয়মাস অর্ধবেতন এবং বাকীসময় বিনাবেতনে ছুটীগ্রহণ করিয়া নিজের খরচায় ব্যারিষ্টারী পড়িবার জন্য ১৯২৭ সালে, বিলাত চলিয়া গেলেন। লণ্ডনে ব্যারিষ্টারী পড়িবার সময় স্থানীয় ভারতীয় ছাত্রগণের সহায়তায় তিনি কবিগুরু রবীন্দ্র নাথের "মুক্তধারা" অভিনয়ের ব্যবস্থা করেন এবং নিজে অভিনয়ে অংশগ্রহণ করেন। শ্রীহিরণ্ময় বন্দ্যোপাধ্যায় আই, সি, এস, এবং শ্রীসুশীলকুমার দে আই, সি, এস, ডঃ নলিনাক্ষ্য সান্যাল প্রভৃতি অভিনয়ে অংশগ্রহণ করিয়াছিলেন। অভিনয় প্রশংসিত হইয়াছিল। রাঘবেন্দ্র স্বদেশে ১৯২৯ সালে ফিরিলেন।

তাঁহার কৈশোর জীবনের আকাঙ্ক্ষা হাইকোর্টে বিচারপ্রার্থীর পক্ষসমর্থন করিবার প্রয়াস আবার মাথাচাড়া দিয়া উঠিল। চাকুরী গ্রহণ কালে স্যার আশুতোষের বাণী তাঁহার মনকে প্রতিনিয়ত নাড়া দিত। কাজেই তিনি চাকুরীতে পদত্যাগপত্র দাখিল করিলেন। কিন্তু পদত্যাগ প্রস্তাব গৃহীত হইল না। তিনি দিনাজপুর জেলায় এস. পি. রূপে ২রা মার্চ ১৯৩০ সালে কার্যে যোগ দিলেন। সে সময়ে অসহযোগ আন্দোলন বাংলাদেশে বিপুল উৎসাহে বিস্তৃত হইতেছিল। রাঘবেন্দ্র ধীরমস্তিষ্কে উহার উদ্দাম তাণ্ডব বিনা বল প্রয়োগে প্রশমিত করিতে লাগিলেন।

তাঁহার কার্য পদ্ধতিতে সরকার সন্তুষ্ট হইয়া তাঁহাকে দিনাজপুর

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হইতে বর্দ্ধমান বদলী করিলেন পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে। বর্দ্ধমানে তাঁহার অবস্থিতি কাল মাত্র দুইমাস। কিন্তু তিনি স্থানীয় শান্তি রক্ষায় যে কৃতিত্ব দেখাইলেন তাহাতে বরিশাল জেলায় এডিসনাল এস. পি. রূপে বদলী হইলেন। বাংলাদেশের তৎকালীন অবস্থা যাঁহারা জানেন তাঁহারা একবাক্যে স্বীকার করিবেন যে বরিশাল জেলা তখন হিন্দুমুসলমান বিরোধের আগুনে দাউ দাউ করিয়া জ্বলিতেছিল। ফেয়ারওয়েদার (Fairweather) সাহেব, যিনি পরবর্তী জীবনে কলিকাতার পুলিশ কমিশনার হইয়াছিলেন, তখন তথায় এস. পি. রাঘবেন্দ্র এডিসনাল এস. পি.। ফেয়ারওয়েদার সাহেব রাঘবেন্দ্রের কর্মদক্ষতা সম্যক্ জানিতেন। তিনি রাঘবেন্দ্রকে সহকারীরূপে পাইবার জন্য সরকারের নিকট গোপন অনুরোধ জানাইয়াছিলেন। নচেৎ বর্দ্ধমান হইতে দুইমাসের মধ্যে রাঘবেন্দ্র বরিশালে বদলী হইতেন না। যাহা হউক, তিনি কর্মক্ষেত্রে ঝাঁপাইয়া পড়িলেন এবং স্বীয় প্রতিভাবলে দুই বিবাদমান ধর্মাবলম্বীগণের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে মিশিয়া ও তাহাদের বিরোধীয় বিষয়সমূহ ধীরভাবে অনুধাবন করিয়া এরূপভাবে তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে লাগিলেন যে কোনরূপ আইন ভঙ্গজনক এবং আক্রমণাত্মক কার্য কোনপক্ষই করিতে অগ্রসর হইল না। প্রায় সকল বিবাদ পুলিশের নিকট উপস্থাপিত হইতে লাগিল এবং পুলিশের সাহায্যে মিটিয়া যাইতে লাগিল। মন্দির কলুষিত করণ, অগ্নিসংযোগ, গোপন ও অতর্কিত আক্রমণ ও হত্যা বা প্রকাশ্য ধর্মীয় দাঙ্গা, জেলা হইতে বন্ধ হইল। রাঘবেন্দ্র উভয় ধর্মীয় সমাজের মঙ্গলাকাঙ্ক্ষীর স্থান তাঁহার নানাবিধ কাজে অধিকার করিতে সমর্থ হইলেন। বিদেশী সরকারের উপরিতন কর্মচারীগণ তাহাদের গোপন অভিপ্রেত উগ্র ধর্মবিদ্বেষ সৃষ্টিতে বাধা পাইয়া রাঘবেন্দ্রের শান্তিস্থাপন চেষ্টাকে সুনজরে দেখিতে পারিতেছিল না। তাঁহাকে নানাভাবে বাধা দিয়া বিব্রত করিতে চেষ্টা করিল। এই সময়ে ঐ রেঞ্জের পুলিশের ডেপুটী

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ইন্সপেক্টার জেনারেল গর্ডন সাহেবের সহিত তাঁহার মতভেদ হইল এবং গর্ডন সাহেব রাঘবেন্দ্রের সহিত অসম্মানসূচক বাক্যালাপ করায় তেদস্বী রাঘবেন্দ্র সমুচিত প্রত্যুত্তরদানে পরাঙ্মুখ হইলেন না। পরিণামে ঐ বিবাদে জয়ী হইলেন এবং তাঁহার আচরণই ন্যায্য বলিয়া স্বীকৃত হইল।

রাঘবেন্দ্র তাঁহার গ্রাম্যঅঞ্চল পরিভ্রমণের কার্য বিবরণী (Diary) তে দেশের লোকের পানীয়জলের অভাব, সংক্রামক রোগ প্রাবল্য, রাস্তাঘাটের দারুণ দুরবস্থা ও শস্যহানি প্রভৃতি বিষয়ে মন্তব্য সমূহ লিপিবদ্ধ করিয়া উপরিতন কর্তৃপক্ষের নিকট পাঠাইতে লাগিলেন। এরূপে তিনি লোকপ্রিয় হইলেন এবং পুলিশ কর্মচারী হিসাবে নিজ কর্তব্যসীমা অনেকাংশে বাড়াইয়া ফেলিলেন। তাঁহার দৃঢ় বিশ্বাস হইল পুলিশ কর্তৃক গ্রামবাসীদের অভাব অভিযোগ মোচন কল্পে চেষ্টা, শান্তি শৃঙ্খলা রক্ষার অপরিহার্য পন্থা। গ্রামের লোকেরা তাঁহার এই সকল সহানুভূতিপূর্ণ কার্য দেখিয়া পুলিশ কর্মচারী সম্বন্ধে ধারণা পরিবর্তণ করিতে বাধ্য হইল। এই প্রকার ব্যবহারে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পথ অধিকতর সুগম হইল। পুলিশ কর্মচারীগণ ভীতির পাত্র না হইয়া গ্রামের লোকদের সেবামূলক কাজ করিতে পারেন এই তথ্য প্রতিষ্ঠিত হইল। তাঁহার প্রবর্তিত পন্থা স্বাধীন ভারতে বিশেষভাবে অনুকরণীয়।

বরিশালের পর পুনরায় তিনি যশোহর জেলার পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে বদলী হইলেন। তথায় তিনি প্রায় তিন বৎসর কাল অবস্থান করিয়াছিলেন। তাঁহার কর্তব্য পরায়ণ চিত্ত কেবল-মাত্র পুলিশের বাঁধা কাজ (Routine Duties) করিয়া সন্তুষ্ট হইতে পারিত না। সর্বদা পুলিশের কার্যপদ্ধতি কিপ্রকারে উন্নয়ন করিতে পারা যায় এই চিন্তায় তাঁহার মন মগ্ন থাকিত। এ চিন্তার ফলে তিনি পুলিশের সহিত সাধারণের সংযোগ অধিকতর প্রীতিমূলক করিবার ইচ্ছায় এই জেলায় কার্যকালে পুলিশ কর্তৃক ব্যাণ্ড বাজান

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

(Police Band) প্রথম প্রবর্তন করিলেন। উপরিতন কর্তৃপক্ষ তাঁহার এই প্রচেষ্টা সানন্দে অনুমোদন করিল। প্রতি জেলায় এই প্রথা প্রবর্তনের আদেশ প্রচারিত হইল। পুলিশ কর্তৃক ব্যাণ্ড বাজাইয়া জনসাধারণের প্রীতি সম্পাদনপূর্বক জন-সহযোগিতা সহজ-লভ্য হইল। রাঘবেন্দ্র এই প্রথার প্রথম প্রবর্তক হইয়া সমগ্র পুলিশ বিভাগের দৃষ্টিভঙ্গির উন্নতি সাধন করিলেন। তিনি এই জেলায় থাকার সময় তাঁহার চেষ্টায় বিখ্যাত গদখালি কালীবাড়ীর ভগ্ন মন্দির পুনঃসংস্কার হইল। স্থানীয় ব্যক্তিগণ আনন্দে অধীর হইয়া ধন্য ধন্য করিতে লাগিলেন এবং তাঁহার এই কার্যের ফলে চিরকৃতজ্ঞ রহিলেন।

কর্মচঞ্চল কর্মীর কর্মপ্রচেষ্টা কি নির্দিষ্ট সীমার মধ্যে কখনও আটকাইয়া থাকে ?

যশোহরের পর মুর্শিদাবাদ জেলায় এস. পি. হইয়া আসিলেন। বাংলাদেশের ইতিহাসের শ্রেষ্ঠ রঙ্গমঞ্চ বহরমপুর। নিজ নির্দিষ্ট কর্ম পালনের পর জেলা ভ্রমণকালে তিনি নানাপ্রকার ঐতিহাসিক উপাদান সংগ্রহে ব্রতী হইলেন এবং স্থানীয় সকল শ্রেণীর কর্মীগণের মধ্যে এইরূপ কাজে প্রেরণা সঞ্চার করিতে লাগিলেন। গণ্ডীবদ্ধ কাজ তাঁহার কখনই মনঃপূত ছিল না। তিনি এইকাজে মন দেওয়াতে অভূতপূর্ব জনপ্রিয়তা লাভ করিলেন। এই জেলায় কার্যকালেই তিনি পুলিশ কর্মচারীর প্রধান সম্মান ইণ্ডিয়ান পুলিশ মেডেল ১৯শে জুলাই ১৯৩৮ সালে লাভ করিলেন। এই জেলায় তিনি প্রায় তিন বৎসর অতিবাহিত করেন ও সম্পূর্ণরূপে শান্তিশৃঙ্খলা রক্ষা করেন।

মুর্শিদাবাদ হইতে বদলী হইয়া আসিয়া চব্বিশ পরগণা জেলায় এস. পি. রূপে কার্যে যোগ দিলেন। এই জেলায়ও তাঁহার কার্যকাল বিশেষ দক্ষতাপূর্ণ। ইংরেজ সরকার তাঁহার অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া, তিনি ব্যারিষ্টার হইয়া আসা সত্ত্বেও তাঁহাকে ১৯৩৯ সালে পুলিশ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অফিসারের দক্ষতার প্রমাণস্বূচক "রায় বাহাদুর" উপাধিতে ভূষিত করিল। রাঘবেন্দ্র মনে প্রাণে এই সম্মান স্বীকার করিয়া লইতে পারিলেন না। কিন্তু সরকারী চাকুরীশৃঙ্খলে আবদ্ধ কর্মচারী এই বেদনা চিরকাল বহিতে বাধ্য রহিলেন। তাঁহার কর্মদক্ষতায় এই জেলায় প্রায় দেড় বৎসরব্যাপী শান্তি শৃঙ্খলা বজায় ছিল।

চব্বিশ পরগণার পর হাওড়া জেলার ভারপ্রাপ্ত এস. পি. হইলেন। ইংরাজ শাসনকালে তিনিই প্রথম ভারতীয় এস. পি. হাওড়া জেলায়। সকলেই জানেন হাওড়া জেলায় বহু মিল ফ্যাক্টরী। মালিক-শ্রমিক বিরোধ প্রায় প্রত্যহই ঘটে। ধর্মঘট দাঙ্গা হাঙ্গামা, হিন্দুমুসলমান বিরোধ প্রভৃতি হাওড়া অঞ্চলের নিত্য ঘটনা। সেই কারণে এই গুরুত্বপূর্ণ পদে ইংরেজ শাসনকাল সৃষ্টির সময় হইতে রাঘবেন্দ্রের পূর্ববর্তী কাল পর্যন্ত অভিজ্ঞ ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী জেলার ভার পাইতেন। সরকারের নিকট রাঘবেন্দ্রের পুলিশ কর্মচারীরূপে কৃতিত্ব সম্যক বিদিত। তৎকালে বহু ইংরাজ পুলিশ কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও সরকার রাঘবেন্দ্রকেই এই জেলার ভার দিলেন। ইংরাজ সিভিলিয়ানগণ প্রায় সময়ে এই জেলায় ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট থাকিতেন। রাঘবেন্দ্র যখন হাওড়া জেলায় যোগ দিলেন তখন H. K. Hill I. C. S. ডিষ্ট্রিক্ট ম্যাজিষ্ট্রেট। রাঘবেন্দ্র নির্ভীক ও কর্তব্য পরায়ণ। পুলিসের কার্যব্যপদেশে তাঁহাকে বহু দাঙ্গা, ধর্মঘট প্রভৃতির সম্মুখীন হইতে হইয়াছিল। তিনি ১৯৪০ সালে এই জেলায় আসিলেন এবং স্বীয় বিশিষ্ট অভিজ্ঞতাবলে সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়া চলিতে লাগিলেন। তখন দ্বিতীয় মহাযুদ্ধ চলিতেছে। তদুপরি ১৯৪৩ সালে বাংলা ব্যাপী দুর্ভিক্ষ। সকল রকম ব্যাপারে রাঘবেন্দ্র অগ্রণী। ক্ষুধিতকে অন্নবিতরণ ব্যাপারে রাঘবেন্দ্র অক্লান্ত কর্মী। দিনরাত পরিশ্রম করিয়া জেলায় ফেমিন রিলিফ তদারক করিতে লাগিলেন একটী প্রাণীও যেন অনাহারে মৃত্যুমুখে পতিত না হয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

একটু চিন্তা করিলেই দেখা যাইতে পারে যে তাঁহার হাওড়ায় অবস্থিতিকাল সাত বৎসর মুসলিম লীগপন্থী মন্ত্রিত্বকালে। হাওড়া জেলায় অটুট্ শান্তি বজায় রাখিয়া রাঘবেন্দ্র তাঁহার দেশ গঠন কার্য করিয়া যাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ১৯৪৬ সালের হিন্দু-মুসলমান দাঙ্গা দৃঢ় হস্তে দমন করিয়া ছিলেন। বেলুড় মঠ প্রভৃতি মুসলমান আক্রমণ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। লীগপন্থীদের তাহা অভিপ্রেত ছিল না। বাংলার তখন মুখ্যমন্ত্রী সারওয়ার্দি সাহেব। তিনি রাঘবেন্দ্রের দাঙ্গা বিস্তাররোধজনক কার্যাবলী দেখিয়া নাকি প্রকাশ্যে দুঃখ করিয়া বলিয়াছিলেন—I have made a mistake in not transferring Raghabendra from Howrah District। দাঙ্গাকালে ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ ও সারওয়ার্দি হাওড়া পুলিস control-এ আসিয়া স্থানীয় একটি মসজিদ হইতে উদ্ধার করা বহু রক্তমাখা ছোরা দেখিয়াছিলেন। সারওয়ার্দি সাহেব কিছুদিন পূর্বে সেই মসজিদ পরিদর্শন করিয়াছিলেন বলিয়া রাঘবেন্দ্র প্রকাশ্যে অভিযোগ করিয়াছিলেন। সেই কারণে হয়ত সরকার তাঁহাকে ১৯৪৭ সালে এপ্রিল মাসে ডি. আই. জি. সি. আই. ডি. (D. I. G. of C. I. D.) রূপে বদলী করিলেন এবং হাওড়ায় একজন মুসলমান S. P. দিলেন। সেখান হইতে ঐ সালের জুলাই মাসে তাঁহাকে বর্দ্ধমান রেঞ্জের ডি. আই. জি. রূপে বদলী করা হইল।

রাঘবেন্দ্রের চাকুরী জীবনের আর একটি বৈশিষ্ট্য উল্লেখ করা না হইলে রাঘবেন্দ্র চরিত্রের একটি মূল্যবান দিক অপূর্ণ থাকিয়া যায়। তিনি ১৯১৭ সালে পুলিসের চাকুরীতে যোগ দিলেন। তখন ইংরেজ শাসন কাল। তিনি বেঙ্গল পুলিসভুক্ত কর্মচারী। সংঘবদ্ধ না হইলে অত্যাচার অবিচারের প্রতিকার সহজসাধ্য নয়। তিনি ইহা উপলব্ধি করিয়া বেঙ্গল পুলিস সারভিস এসোসিয়েশন গঠনে মনোযোগ দিলেন এবং ১৯২১ সালে বেঙ্গল পুলিস সারভিস এসোসিয়েশন গঠিত হইল। রাঘবেন্দ্র এসোসিয়েশনের প্রথম

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সভাপতিরূপে নির্ব্বাচিত হইলেন। পুলিস কর্ম্মচারীগণের অভাব অভিযোগসমূহ সরকারের বিবেচনার জন্য প্রেরিত হইতে লাগিল। তখন লী কমিশন ভারতে আসিলেন। রাঘবেন্দ্র পুলিশ এসোসিয়েসনের মুখপাত্ররূপে লী কমিশনের নিকট সাক্ষ্য দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন এবং কর্মচারীগণের মধ্যে অসন্তোষের আগুন জ্বলিতেছে বলিয়া বর্ণনা দিলেন। লী কমিশন ধীর ভাবে তাঁহার বক্তব্য শুনিয়া পুলিস বিভাগের বহু উন্নতিমূলক প্রস্তাব তাহাদের রিপোর্টে প্রকাশিত করিলেন। আর একটি ঘটনা বেঙ্গল পুলিশ এসোসিয়েশন সম্বন্ধে বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পূর্ণ বিশ্বাস নামক একজন বেঙ্গল পুলিশ কর্মচারী হাওড়া সহরে অনুষ্ঠিত সর্বভারতীয় পুলিশ এসোসিয়েশনের এক অধিবেশনে (All India and Nepal Police Association) সভাপতি নির্বাচিত হইয়াছিলেন। তাঁহার ভাষণে তিনি অগ্নিযুগের বিপ্লবীদিগের ফাঁসি প্রভৃতি পুলিস কর্মচারীদিগের দেশদ্রোহিতার ফলে সম্ভব হইয়াছে বলিয়া ও তাহাদের রক্ত প্রতিহিংসা চাহিতেছে বলিয়া মন্তব্য করেন। তাঁহার এই মন্তব্যে তদানীন্তন পুলিস ইন্সপেক্টার জেনারেল অসন্তুষ্ট হইয়া পূর্ণবাবুকে উক্ত এসোসিয়েশনের সভায় যোগ দিতে নিষেধ করেন এবং তৎক্ষণাৎ তাঁহার কর্মস্থল দিনাজপুর ফিরিয়া যাইতে আদেশ দেন। এই আদেশে সর্বভারতীয় ডেলিগেটগণ অত্যন্ত বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠেন এবং একবাক্যে সকলে সরকারের কর্ম ত্যাগ করিবার মনস্থ করিয়া আন্দোলন আরম্ভ করিয়া দেন। কনষ্টেবলগণও সকলে চাকুরি ত্যাগ করিবার সংকল্প গ্রহণ করে। এই অবস্থায় বেঙ্গল পুলিসের কয়েকজন উচ্চপদস্থ কর্মচারী রাঘবেন্দ্রকে এবং রাণাকে (D. S. P. Nepal) মুখপাত্ররূপে লইয়া বঙ্গ দেশের হোম মেম্বার হুইলার সাহেবের নিকট ডেপুটেশনে যান এবং বলেন যদি সভাপতি পূর্ণ বিশ্বাসকে সভা ত্যাগ করিয়া কর্মস্থলে চলিয়া যাইতে হয় তবে পুলিস কর্মচারীগণের মধ্যে বিষম বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হইবে ইত্যাদি। সাহেব ধীরভাবে সমস্ত

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শুনিয়া সকলকে আশ্বাস দিয়া বিদায় দিলেন। উক্ত সভায় অধিবেশনের কাল পূর্ব হইতে তিন দিন নির্দিষ্ট হইয়াছিল। তিনি অবিলম্বে আই জি-র হুকুম নাকচ করিয়া দিয়া পূর্ণ বিশ্বাস মহাশয়কে সভার কার্য আরও দুইদিন থাকিয়া শেষ করিয়া যাইবার হুকুম জানাইলেন। পূর্ণ বিশ্বাস মহাশয় তখন শিয়ালদহষ্টেশনে তাহার কর্মস্থলে যাইবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। হোম মেম্বার হুইলার সাহেবের হুকুম পাইয়া তৎক্ষণাৎ বহু পুলিশ কর্মচারী শিয়ালদহ ষ্টেশনে দৌড়াইয়া পূর্ণবাবুর যাওয়া বন্ধ করিয়া এক বিরাট শোভাযাত্রা সহযাগে তাঁহাকে হাওড়ার সভামণ্ডপে আনাইল। অনেকে আশঙ্কা করিয়াছিলেন তাঁহার চাকুরি যাইবে। কিন্তু সর্ব-ভারতীয় পুলিশ কর্ম্মচারীগণের জনমতের জয় হইল। রাঘবেন্দ্র ঐ সভায় জনমতের জয় ঘোষণা করিয়া এক বক্তৃতাদ্বরা সভার বিক্ষোভ শান্ত করিলেন কিন্তু সরকার পরে সর্বভারতীয় পুলিশ সম্মেলন করিতে দেওয়া বন্ধ করিয়া দিলেন। রাঘবেন্দ তখন শ্রীরামপুরের S. D. P. O. মাত্র ছিলেন কিন্তু তাঁহার তেজস্বিতায় বেঙ্গল পুলিশের জয় হইল এবং উক্ত আই জি তাঁহার হুকুম রদ হইয়া যাওয়ায় অপমানিত বোধ করিয়া চাকুরী ছাড়িয়া চলিয়া যাইতে বাধ্য হইলেন।

রাঘবেন্দ্র বেঙ্গল পুলিশ এসোসিয়েশনে সর্বদা নেতৃস্থানীয় ছিলেন এবং অক্লান্তভাবে এসোসিয়েশনের উদ্দেশ্য পূরণের জন্য কাজ করিয়া যাইতেন। তিনি বিলাত হইতে ব্যারিষ্টার হইয়া ফিরিবার পর (তিনিই বেঙ্গল পুলিশ এবং ইণ্ডিয়ান পুলিশ অফিসারদিগের মধ্যে সমগ্র ভারতে একমাত্র ব্যারিষ্টার ছিলেন) বেঙ্গল পুলিশ এসোসিয়েশন তাঁহাকে সম্বর্ধনা জ্ঞাপন করে। তৎপরে লাটসাহেবের নিকট একটি ডেপুটেশনের প্রস্তাব গৃহীত হয় এবং উক্ত ডেপুটেশনের মুখপাত্ররূপে রাঘবেন্দ্রকে পাঠাইবার প্রস্তাব সর্বসম্মভাবে গৃহীত হয়। রাঘবেন্দ্র বেঙ্গল পুলিস এসোসিয়েসনের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পক্ষ হইতে ডেপুটেশনসহ লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করেন। তখন বিখ্যাত আই. সি. এস হ্যারল্ড গ্রেহাম লাট সাহেবের প্রাইভেট সেক্রেটারী ছিলেন। রাঘবেন্দ্র ব্যারিষ্টার হইয়া আসিয়াছেন শুনিয়া গ্রেহাম সাহেব সাদর অভিনন্দন জানান। সেই ডেপুটেশনে লাটসাহেবের নিকট নির্ভীক রাঘবেন্দ্র বেঙ্গল পুলিশ কর্মচারী-দিগের প্রতি অন্যায় ও অবিচার সমূহের বৃত্তান্ত এবং তাঁহার এই খোলাখুলি নগ্ন বর্ণনার পর বলিয়াছিলেন—"They are all seething with discontent". লাটসাহেব ডেপুটেশনের বক্তব্য শুনিবার পর যাহাতে অন্যায় ও অবিচারসমূহের বিহিত ব্যবস্থা হয় তৎসম্বন্ধে প্রকাশ্যে আশ্বাস দিয়া তাহাদিগকে বিদায় দিলেন। অভিযোগের একটি প্রধান অংশ ছিল যে বেঙ্গল পুলিশের বহু বয়স্ক দক্ষ কর্মচারী থাকা সত্ত্বেও ইণ্ডিয়ান পুলিশ সারভিসে তাহাদের উন্নীত না করিয়া বিলাত হইতে অল্পবয়স্ক নূতন কর্মচারী আনা অন্যায় ও অবিচারমূলক এবং যাহাতে বেঙ্গল পুলিশের কর্মচারীরা উন্নীত হইয়া ইণ্ডিয়ান পুলিশ সারভিসভুক্ত হয় তাহার ব্যবস্থাকরণ।

এই ঘটনার পর হইতে বেঙ্গল পুলিশের দক্ষ কর্মচারীগণ ইণ্ডিয়ান পুলিশ সারভিসে উন্নীত হইতে লাগিলেন। রাঘবেন্দ্রও অল্পকাল মধ্যে চাকুরি যাওয়ার পরিবর্তে ইণ্ডিয়ান পুলিশ সারভিসে উন্নীত হইলেন। বহু দিনের অবিচারমূলক প্রথার অবসান হইল রাঘবেন্দ্রের নির্ভীকতার ফলে।

আর একবারের ঘটনা উল্লেখযোগ্য—রাঘবেন্দ্র চাকুরী হইতে অবসর গ্রহণের পর তিনি বেঙ্গল পুলিশ এসোসিয়েসনের এক বার্ষিক সভার সভাপতি নির্বাচিত হন। তিনি বেঙ্গল পুলিস কর্মচারী দিগের দুরবস্থা দূর করিবার জন্য এক জ্বালাময়ী বক্তৃতা দেন এবং উন্নতিমূলক নানা পন্থার প্রস্তাব করেন। এই বক্তৃতার পর বাংলা সরকার হইতে নিয়ম করিয়া দেওয়া হইল সভাপতি নির্বাচন বেঙ্গল পুলিস অফিসারদের মধ্য হইতে করিতে হইবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিনি ইহাতে ক্ষোভ করিয়া বলিয়াছিলেন যে I. P. ব্যাজ না ধারণ করিয়া B. P ব্যাজ রক্ষা করা অধিক সম্মানজনক।

তাঁহার চেষ্টায় বেঙ্গল পুলিশ এসোসিয়েসনের পাকাবাড়ী ৫১ নং বেণী নন্দন ষ্ট্রীটে নির্মিত হইয়াছিল এবং কর্মচারীগণের বিপন্ন অবস্থায় আর্থিক সুবিধা পাইবার জন্য তিনি সমবায় বেনিফিট সোসাইটি গঠনের (The Bengal Police Co-operative Benefit Fund Ltd.) সাহায্য করিয়াছিলেন। এক্ষণে এই সমিতি বেঙ্গল পুলিশ কোঅপারেটিভ লাইফ ইন্সিউরেন্স সোসাইটি ও বহু লক্ষ টাকার মূলধনের অধিকারী হইয়া কর্মচারীদিগের বা তাহাদের দুঃস্থ পরিবারবর্গের দুর্দশামোচনে ব্যাপৃত আছে।

পুলিস কর্মচারীগণের উন্নতিকল্পে যাবজ্জীবন প্রচেষ্টা, রাঘবেন্দ্র চরিত্রের আর এক বৈশিষ্ট্য।

তাঁহার চরিত্রের আরও একটী বৈশিষ্ট্য লক্ষিত হইয়াছিল তিনি যেমন কর্মচারী সাধারণের উপর অবিচারের প্রতিকার চাহিতেন অনুরূপভাবে যাবজ্জীবন তাঁহার নিজের প্রতি অবিচারও সহ্য করেন নাই। তিনি ১৯১৯ সালে ইণ্ডিয়ান পুলিশ সারভিসভুক্ত হইবার জন্য আবেদন করিয়াছিলেন। সফলকাম হইতে না পারায় তৎপরে গ্রেডেসন লিষ্টে অবিচারমূলক স্থাননির্দ্দেশের বিরুদ্ধে তিনি ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অফ ষ্টেট্ হইতে অবিচার দূর করিবার জন্য নির্দ্দেশ আনাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। একাদিক্রমে সাতবৎসর হাওড়া জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট রূপে কাজ করিবার পর এবং তৎপরে বর্দ্ধমান বিভাগের ডেপুটী ইন্সপেক্টার জেনারেলরূপে ১৯৪৮ সালে ২রা এপ্রিল তারিখে চাকুরী হইতে রাঘবেন্দ্র অবসর গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি হাওড়ার অধিবাসীগণের এত প্রিয় ছিলেন যে হাওড়াবাসীগণ আজও তাঁহাকে সকৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজস্থানে রাঘবেন্দ্র

রানাপ্রতাপের শৌর্যে যে দেশ সমগ্র পৃথিবীর কাছে এক কল্পলোকের মায়ারাজ্য, যে দেশের চিতোরগড়ের রাজমহিষী পদ্মিনীর অমর উপাখ্যান ইতিহাসের পাতায় এখনও স্বর্ণাক্ষরে লেখা আছে, সেই রাজস্থানের নতুন করে পুলিশবাহিনী গড়ে তোলার দায়িত্ব পেলেন কর্মী রাঘবেন্দ্র। লৌহমানব সর্দার প্যাটেলের ইচ্ছায় তিনি সেই দায়িত্ব নিয়ে দেখালেন বাঙালী ভীরু নয়। এই বাঙলার সন্তান একদা হেলায় লংকা জয় করেছিল, দীপংকর শ্রীজ্ঞান জ্ঞানের আলোকবর্তিকা নিয়ে গিয়েছিলেন, সুদূর তিব্বতে। তাই তো কর্মী রাঘবেন্দ্র বিদ্রোহী রাজপুত উপজাতি প্রধানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন বিনাঅস্ত্রে দ্বিধাহীন চিত্তে। তাঁর সাহসিকতায় ও সৌহার্দ্যের অকৃত্রিম ঔজ্জল্যে দুটি জাতির এক অপূর্ব মিলন অধ্যায় রচিত হল।

(২)

রাজস্থানের স্বাধীন নৃপতিগণ যখন সর্দার বল্লভ-ভাই এর প্রেরণায় ভারতবর্ষভুক্ত হইতে সম্মত হইলেন তখন রাজস্থান ষ্টেট গঠিত হইল। কোন গভর্নর বা মন্ত্রীসভা গঠন তখনো হয় নাই। সর্দার বল্লভভাই প্যাটেল তখন এরূপ॰ একজন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পুলিশ অফিসার সন্ধান করিতে লাগিলেন যে স্বীয় দক্ষতাবলে এইরূপ বিশৃঙ্খল অবস্থায় শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া যাইতে পারিবেন। ৺ডাক্তার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় তখন কেন্দ্রীয় মন্ত্রীসভায়। তিনি সদ্যঅবসরপ্রাপ্ত রাঘবেন্দ্রের নাম সর্দার বল্লভভাই প্যাটেলকে জানাইলেন। সর্দার সাহেব তখনই রাঘবেন্দ্রকে মনোনীত করিয়া রাজস্থান গবর্নমেণ্টের ইন্স-পেক্টার জেনারেল নিযুক্ত করিলেন। রাঘবেন্দ্র ১লা জুলাই ১৯৪৮ সালে ঐ পদে যোগ দিলেন এবং অপূর্ব দক্ষতার সহিত ঐ বিশৃঙ্খল সময়ে রাজস্থানের পুলিস বিভাগ গঠন করিলেন এবং সর্বত্র শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষা করিয়াছিলেন। তিনি রাজস্থানে দুই বৎসর কাজ করিয়া স্বাধীন ভারত গঠনে অপূর্ব কীর্তি রাখিলেন। রাজস্থান হইতে ১৯৫০ সালে অবসর গ্রহণ করিলেন। এখানে রাঘবেন্দ্রের পুলিস বিভাগে কার্যের যবনিকাপাত হইল। ১৯৬২ সালে রাজস্থান গবর্নমেণ্ট রাঘবেন্দ্রের কৃত কার্যের সপ্রশংস স্বীকৃতি স্বরূপ তাঁহাকে রাজস্থান পুলিশ কমিশনের সভ্যরূপে মনোনীত করিলেন। পুলিশ কমিশনে রাঘবেন্দ্রের অবদান চিরস্মরণীয় হইয়া থাকিবে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাঘবেন্দ্র মনস্থির ছিল চাকুরীর পর তিনি হাইকোর্টে ব্যারিষ্টারী করিবেন। সব ঠিক। এমন সময় একটি ঘটনা ঘটিল তিনি ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রনালয়ের নিকট হইতে একটি অনুরোধ পত্র পাইলেন। পত্রে তাঁহাকে জানান হইল রাজস্থান প্রদেশের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস পদে তাঁহাকে নিযুক্ত করা হইয়াছে। তিনি যেন অবিলম্বে সেই পদে যোগ দেন এই অনুরোধ করা হয়। যদি কোনরূপ আপত্তি জানান তাহা ভাবিয়া সরকার পূর্ব হইতেই তাহাকে নানাবিধ সুযোগ সুবিধা দেবার কথা ঘোষণা করেন। মাসিক পাঁচ হাজার টাকা আয়কর মুক্ত বেতন। বিনা ভাড়ায় সরকারী বাসভবন, সরকারী গাড়ী প্রভৃতির কথা এই পত্রে লেখা ছিল।

রাঘবেন্দ্র যোগদান করিবেন কিনা ভবিতেছেন—এই সময়ে তৎকালীন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ সরকারের চীপ-সেক্রেটারী শ্রীসুকুমার সেন প্রমুখ বিশিষ্ট ব্যক্তিরা এই গুরুত্বপূর্ণ কাজে যোগদান করিবার জন্য তাঁহাকে পরামর্শ দিলেন। রাঘবেন্দ্র রাজস্থানের পুলিস ইন্‌সপেক্টর জেনারেল পদে যোগ দিবার জন্য তখনকার রজেস্থানের রাজধানী উদয়পূরে যাত্রা করিলেন।

রাজস্থানে রাঘবেন্দ্র উদয়পুর পাহাড়ের উপর একটি বিরাট সুরম্য অট্টালিকা বাসভবন হিসাবে পাইলেন। রীতিমত রাজকীয় ব্যাপার। তখনকার নয়টি স্বাধীনরাজ্য লইয়া রাজস্থান গঠিত হইল। উদয়পুরের মহারাজা প্রথম এই রাজস্থান রাজ্যের রাজ-প্রমুখ হইলেন। সমগ্র রাজস্থানের পুলিস বিভাগকে রাঘবেন্দ্র ঢালিয়া নতুন করিয়া সাজাইলেন। তিনি রাজস্থান পুলিস ম্যানুয়েল লিখিলেন। রাজস্থান সরকার সেই আচরণবিধি গ্রহণ করিল।

এই সময়ে রাজস্থানে এক আঞ্চলিক বিদ্রোহ হয়। রাজস্থান-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাজার জনৈক বিশ্বস্ত রাজপুত প্রধান দেবগড়ের ঠাকুরসাহেব রাজস্থান সরকারের প্রহরীদের অস্ত্রশস্ত্র কাড়িয়া তাহার অনুচরবর্গকে প্রহরী রূপে কোষাগারে বসায়। কয়েকটি সরকারী থানায় আগুন লাগাইয়া দেয়। রাজস্থানরাজ এই বিদ্রোহ দমন করিবার জন্য রাঘবেন্দ্রের ওপর দায়িত্ব অর্পণ করিলেন।

রাঘবেন্দ্র বিদ্রোহী ঠাকুরসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবার সিদ্ধান্ত লইলেন। তিনি উদয়পুর হইতে দেবগড় অভিমুখে ট্রেনযোগে যাত্রা করিলেন। দেবগড় ষ্টেশনে রাঘবেন্দ্র অবতরণ করিলে সেখানে রাজস্থান পুলিসবাহিনীর একটি দল তাহাকে অভ্যর্থনা জানাইল। রাঘবেন্দ্র সেই অঞ্চলের পুলিস প্রধানকে বলিলেন, তিনি ঠাকুর-সাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিবেন। ঠাকুরসাহেব কোথায় থাকেন জিজ্ঞাসা করিলেন। ষ্টেশনে যখন তাহাদের কথোপকথন হইতেছিল তখন ঠাকুরসাহেবের জনৈক গুপ্তচর নিকটেই ছিল। সে আসিয়া বলিল, ঠাকুরসাহেবের নিকট সে লইয়া যাইতে পারে।

রাঘবেন্দ্র বলিলেন তিনি একাকী যাইবেন। দুইজন ডি. আই. জী বলিলেন তাহারাও তাঁহার সঙ্গে যাইবেন। অতঃপর রাঘবেন্দ্র তাহাদের সঙ্গে জীপ গাড়ীতে উঠিলেন। জীপ চলিতে লাগিল। ঠাকুর সাহেবের অনুচর তাঁহাদের পথ দেখাইয়া লইয়া চলিল।

ঠাকুরসাহেব যে দুর্গে অবস্থান করিতেছিলেন সেই দুর্গের অভ্যন্তরে তাঁহাদের জীপ প্রবেশ করিল। তাঁহারা গাড়ী হইতে অবতরণ করিয়া একটি হল ঘরে প্রবেশ. করিলেন। রাঘবেন্দ্র দেখিলেন তাহার সঙ্গী ডি আই জী-দের সঙ্গে পিস্তল রহিয়াছে। তিনি চিৎকার করিয়া বলিলেন, আপনারা অস্ত্র ফেলিয়া দিন। আমরা নিরস্ত্র অবস্থায় ঠাকুর সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করিব।

অতঃপর তাঁহারা দেখিলেন ঠাকুরসাহেব ঘরে আসিয়া গিয়াছেন। রাঘবেন্দ্রের ব্যবহারে তিনি চমৎকৃত হইয়া প্রশ্ন করিলেন, আপনারা কি কারণে এখানে আসিয়াছেন?

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাঘবেন্দ্র বলিলেন, আমি বাঙালী। বাঙালীরা রাজপুতদের সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করে। রাজপুতরা বাঙালীদের কাছে আদর্শ চরিত্র। রাঘবেন্দ্র দেখিলেন, রাজপুত সর্দারের মুখে মৃদু হাসি। তাঁহার মনে হইল এ যাত্রায় তিনি কৃতকার্য্য হইবেন।

রাঘবেন্দ্র বলিলেন, আপনি রাজস্থান সরকারের বশ্যতা স্বীকার করিতেছেন না কেন? রাজস্থান রাজ এখন ভারত সরকারের বশ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ভারত সরকারের বিপুল সৈন্যবাহিনী আসিয়া পড়িলে আপনি কি করিবেন? আমার মনে হয়, আপনি বশ্যতা স্বীকার করিলে তাঁহারা আপনাকে মর্য্যাদার সহিত মানিয়া লইবেন। আপনার কোন অনিষ্ট হইবে না।

রাজপুত প্রধান রাঘবেন্দ্রের কথা উপলব্ধি করিলেন। তিনি বলিলেন, আমি নিজে কিছু করি নাই। আমার অনুচরেরা এই সব হিংসাত্মক কাজ করিয়াছে। আমি এখন কি করিতে পারি?

রাঘবেন্দ্র বলিলেন, আপনি যদি এখন হইতে রাজস্থান সরকারের নির্দেশ অনুসারে চলেন তাহা হইলে সব গোলযোগ মিটিয়া যাইবে।

রাঘবেন্দ্র ও তাঁহার সঙ্গীদের সীমান্ত অঞ্চলে পৌঁছাইয়া দেওয়া হইল। রাঘবেন্দ্র উদয়পুরে প্রত্যাবর্তন করিয়া রাজস্থানের প্রধান মন্ত্রীকে সর্ব বিষয় বলিলেন। কিন্তু ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয় তাঁহার কথা মানিয়া লইলেন না। তাছাড়া জানাইলেন ঠাকুর সাহেব বিদ্রোহ করিয়াছে অতএব তাহাকে শাস্তি পাইতেই হইবে। রাঘবেন্দ্রের মানবতাবোধ আগুনের মত জ্বলিয়া উঠিল। তাঁহার ইচ্ছা রাজস্থানের প্রধানমন্ত্রী স্বরাষ্ট্র বিভাগকে জানাইলেন ঠাকুর সাহেবকে গ্রেপ্তার করা উচিত নয়। স্বরাষ্ট্র দপ্তর রাঘবেন্দ্রর চিন্তাধারাকে স্বীকৃতি দিলেন।

এইভাবে রাঘবেন্দ্র বিদ্রোহের অবসান করিলেন।

বিদ্রোহ দমন করা গেল বটে কিন্তু বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র উদ্ধার করা যায় নাই। রাজপুতদের নিকট হইতে বেআইনী অস্ত্রশস্ত্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উদ্ধার করিবার জন্য রাঘবেন্দ্র অপর এক পরিকল্পনা গ্রহণ করিলেন। তাঁহার অনুরোধে রাজস্থান সরকার সকল রাজপুতদের রাজপ্রাসাদে সমবেত হইবার নির্দেশ দিলেন। তাহারা অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত হইয়া আসিল। রাঘবেন্দ্র তাহাদের বলিলেন, রাজস্থান রাজের ইচ্ছানুযায়ী আমি আপনাদের অস্ত্রশস্ত্র জমা দিবার জন্য অনুরোধ জানাইতেছি।

রাজপুতসৈন্য বে-আইনী অস্ত্রশস্ত্র জমা দিলেন। এইভাবে বিদ্রোহীদের অস্ত্রশস্ত্রও উদ্ধার করা গেল।

রাঘবেন্দ্র রাজস্থানে আরও কতকগুলি উল্লেখযোগ্য কাজ করেন। তিনি রাজস্থানপুলিসের নিজস্ব ব্যাজ, মেডেল প্রভৃতি প্রচলন করেন। পূর্বে রাজপুতদের সুদূর মোরদাবাদে কাজ শিখিবার জন্য যাইতে হইত। রাঘবেন্দ্রর প্রচেষ্টায় রাজস্থানেই পুলিস শিক্ষন কেন্দ্র স্থাপিত হইল।

রাঘবেন্দ্রের সময়ে ভারতের গভর্ণর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী রাজস্থান ভ্রমন করেন। এই সময়ে একটি বিরাট ভোজসভার আয়োজন করা হয়।

কোনদিন কোন রাজপুত রমনী কোন ভোজসভায় অংশ নেন নাই। তাঁহারা অত্যন্ত পর্দানশীন রক্ষনশীল ও বটে। রাঘবেন্দ্রের অনুরোধে এই ভোজসভায় রাজপ্রমুখ ও মন্ত্রীদের পত্নীরাও যোগদান করিলেন।

এই সময়ে এক কৌতুকর ঘটনা ঘটে। রাজপুত মহিলাগণ টেবিলে কাঁটা চামচ দেখিয়া খাইতে ইতস্তত করিতেছিলেন। রাঘবেন্দ্রর স্ত্রী শ্রীমতী সরমা ব্যানারজি তাহা দেখিয়া বলিলেন, আসুন আমরা হাতে করিয়া ভোজন করি। সরমা দেবীর উক্তিতে তাঁহাদের সকল সংকোচ কাটিয়া গেল। তাঁহারা হাতে করিয়া খাইতে লাগিলেন। রাঘবেন্দ্রর সুযোগ্য সহধর্ম্মীনী সরমা দেবীর ইহা এক অপূর্ব ব্যক্তিত্বের ও প্রত্যুৎপন্ন মতির প্রকাশ।

অতঃপর রাজস্থানের ১২টি রাজ্য ভারত সরকারের বশ্যতা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

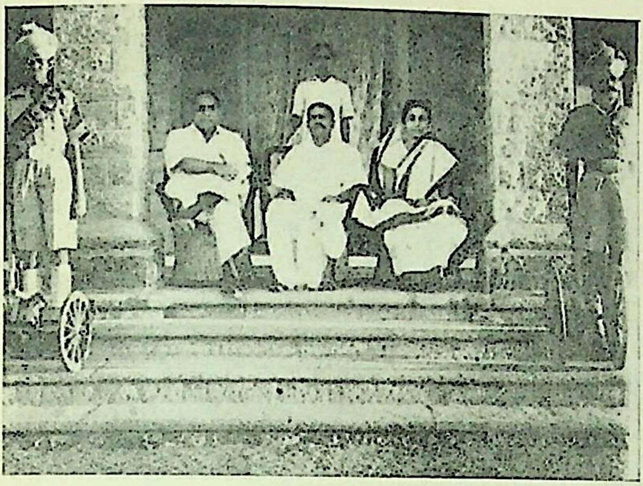

রাজস্থান (উদয়পুর) গৃহে রাঘবেন্দ্র, শিল্পী চারুচন্দ্র ও তার পত্নী

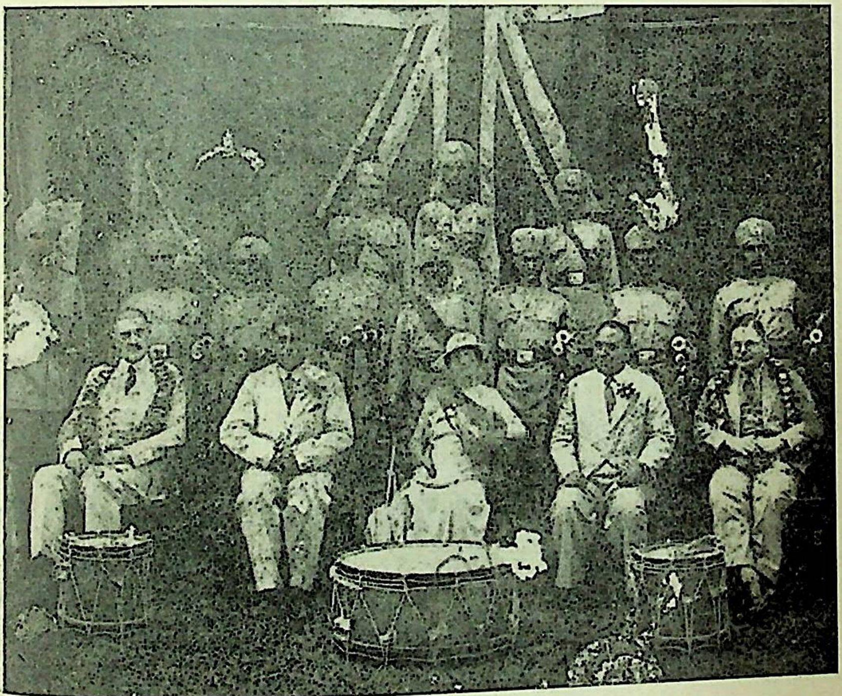

চাকুরী জীবনে রাঘবেন্দ্র : যশোরে পুলিস ব্যাণ্ড অনুষ্ঠানে। জেলাশাসক মিঃ মেন কলকাতা হাইকোর্টের বিচারপতি স্যার টমাস এলিস কে. টি. আই. সি. এস. সহ রাঘবেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

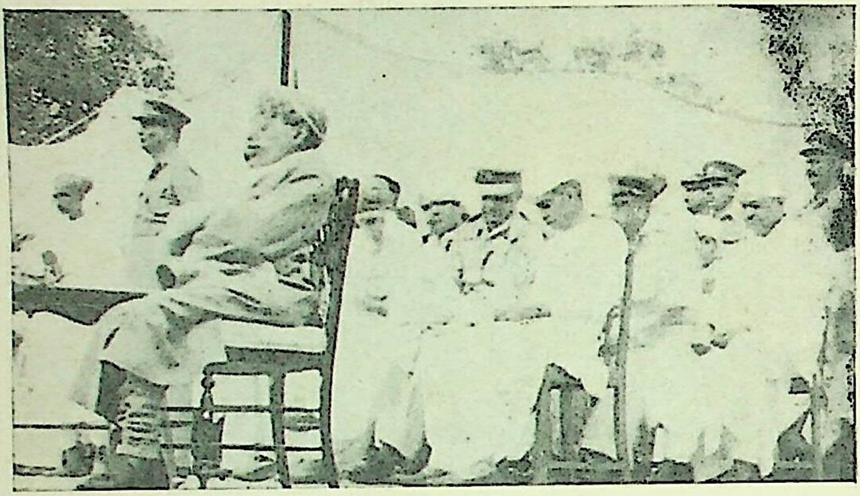

রাজস্থানের উদয়পুরের এক সভায় মহারাণা উদয়পুর (চেয়ারে বসে), চীফ সেক্রেটারী উদয়পুর ভগবতী সিং মেহতা, রাজাধিরাজ আচরুল, প্রধানমন্ত্রী রাজস্থান মানিকলাল বর্মা ও রাঘবেন্দ্র।

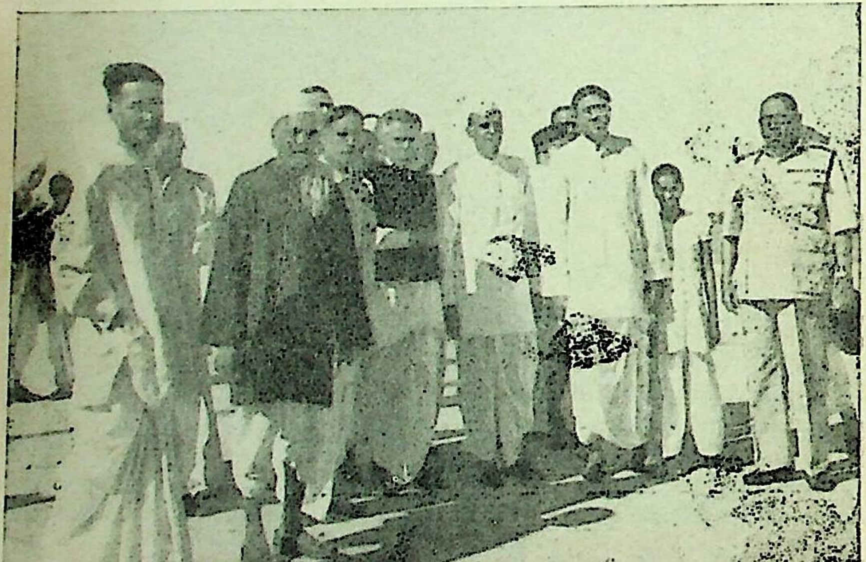

রাজস্থানবাসীদের সঙ্গে মন্ত্রী সুখাড়িয়া, যোগেশ মুখার্জি ও রাঘবেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বীকার করিল। বৃহৎ রাজস্থান গঠিত হইল। এই বৃহৎ রাজস্থানের পুলিস বাহিনী গঠনের দায়িত্ব রাঘবেন্দ্রের ওপর পড়িল।

এই সময়ে ভারত সরকারের স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের পরামর্শদাতা কাউন্সিলের সদস্য শ্রী বি, এন ঝায়ের সহিত রাঘবেন্দ্রের মতান্তর দেখা দিল। শ্রী ঝা রাঘবেন্দ্রের বিভিন্ন কার্যে বাধা সৃষ্টি করিতে লাগিলেন। রাঘবেন্দ্র রাজস্থানের পুলিস ইন্সপেক্টর জেনারেলের পদ ত্যাগ করিয়া কলিকাতা চলিয়া আসিলেন।

কলিকাতায় আসিয়া রাঘবেন্দ্র ব্যারিষ্টারী করা সুরু করিলেন। প্রায় চার বছর পর তিনি রাজস্থান সরকারের নিকট হইতে একটি পত্র পাইলেন। এই পত্রে তাহাকে জানান হয় যে রাঘবেন্দ্রকে রাজস্থানের পুলিস কমিশনের সেক্রেটারী পদে নিযুক্ত করা হইয়াছে। কমিশনের দায়িত্ব লইয়া রাঘবেন্দ্র কাজ সুরু করিলেন। এই সময়ে তিনি দেখিলেন পুলিস কমিশনের বিভিন্ন কাজে অত্যন্ত বেশী অপ্রয়োজনীয় খরচ করা হইতেছে। তিনি আপন অভিমত ব্যক্ত করিলে কমিশনের কাজ স্থগিত রাখার নির্দেশ দেওয়া হয়। রাঘবেন্দ্র প্রায় চার মাস রাজস্থানে কাজ করিবার পর কলিকাতায় ফিরিয়া আসিলেন। তিনি পুনরায় ব্যারিষ্টারী সুরু করিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শিল্পীর সাধনা

পরোপকারস্পৃহা ও দেশসেবা যাঁর রক্তে প্রবহমান সে যেন জীবনের প্রথম দিনের সূর্য উঠিবার সাথে সাথে কাজে লাগিয়া যায়। গোলদীঘির ধার দিয়া যাইতে যাইতে কে না ঐ ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউটের কাছে থমকিয়া দাঁড়াইয়াছেন? কত প্রাতঃস্মরণীয় মনীষীর পদধূলির স্পর্শে এই ইনস্‌টিটিউট আজ আপন মহিমায় সমুজ্জ্বল। 'হাওড়া হোমসের' নাম শোনেন নাই এমন মানুষ বাংলাদেশে খুব কমই আছেন। জনগণের সেবক দেশের পুলিশ। কিন্তু এই পুলিশের জীবন ছিল অবহেলিত। তাদের বাসস্থান, তাদের যাতায়াতের জন্য মটর ট্রাকের বন্দোবস্ত সবচেয়ে বড় জিনিষ পুলিশের জন্য আলাদা একটি সংস্থা—যার বীজ গোড়া থেকে বপন করিবার ফলে আজ পুলিশের জীবনে স্বনির্ভরতা আসিয়াছে। পুলিশের কাজ আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা। কিন্তু আইনশৃঙ্খলা রক্ষা করা ছাড়াও দেশসেবাকেও পুলিশের মহান কর্তব্য বলিয়া মনে করিয়াছিলেন একজন। একদিকে দেশের কাজ, অপরদিকে পুলিশের জীবনে যাহাতে স্বনির্ভরতা আসিতে পারে তাহার জন্য তিনিই প্রথম পুলিশ এসোসিয়েশন গড়িয়া তোলেন। আজ হাওড়া তথা উভয়-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বঙ্গের বিভিন্ন জিলার নানান জনহিতকর প্রতিষ্ঠানের কথা আমরা শুনিতেছি। আজ হাওড়ার বিভিন্ন গ্রামের কথা আমরা শুনিতেছি। অন্ধকারে অবগুণ্ঠিতা হাওড়া আজ আলোর মেলায় মুখ খুলিয়াছে। কিন্তু যে মানুষটির আজীবন অনলস কর্মপ্রচেষ্টায় আজ ইউনিভারসিটি ইনস্‌টিটিউট, 'হাওড়া হোমস', পুলিশী-চাকুরী ও তাদের কর্মচারীদের সংস্থা এবং হাওড়া অঞ্চলের এত উন্নতি সম্ভবপর হইয়াছে, সেই রাঘবেন্দ্র এখনও আলোর নেশায় পথ হাতড়াইয়া বেড়াইতেছেন। জীবন, ধন, মান কি না পাইয়াছেন? কলকাতার ১নং চ্যাপেল রোডের বাড়ীটার মধ্যে যদি কোনও দিন যান, তাহা হইলে দেখিতে পাইবেন কর্মযোগী রাঘবেন্দ্রর এই ৮৪ বৎসরেও যেন কাজের শেষ নাই। তিনি বলেন, "পাওয়ার কি শেষ আছে? আমি আরও পেতে চাই। অন্ধকারে ডুবে থাকা বাংলা দেশের ঘরে ঘরে আমি আলোকবর্তিকা জ্বেলে দিয়ে যেতে চাই আমার কাজের ভেতর থেকে। সব ঘরে না পারি, কিছু ঘরে আমি আলো জ্বালব—এ আমার জীবনের স্বপ্ন, এ আমার প্রতিজ্ঞা, এ আমার সারা জীবনের সাধনা।"

এই সেই রাঘবেন্দ্র, জীবনে যাঁর একমাত্র সাধনা শুধু জনসেবা।

হাওড়া হোমসের বিরাট কর্মযজ্ঞ পরিদর্শন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করিয়া তৎকালিন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় বলিয়াছিলেন 'আমি জানতাম রাঘবের মধ্যে একটা বিরাট সত্ত্বা লুকিয়ে আছে। সেই সত্তার প্রকাশই হাওড়া হোমস'।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

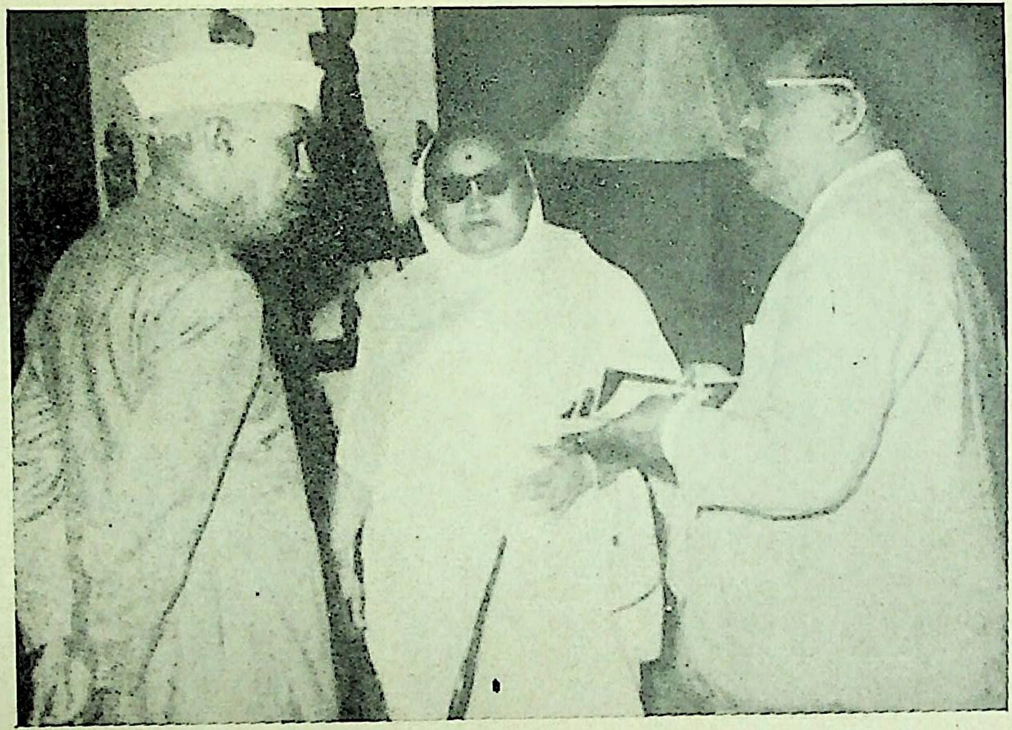

দিল্লীতে ১৯৫৯ সালের জুলাই মাসে শ্রীরাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীমতী সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সহিত হাওড়া হোমসের আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিভবন ও পাঠাগার সম্বন্ধে আলাপনে রত শ্রীজহরলাল নেহরু।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

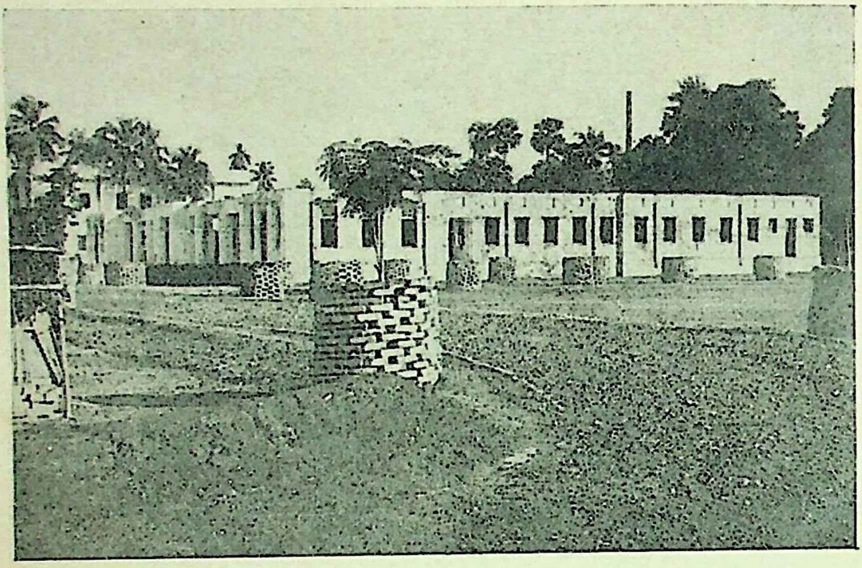

রাঘবেন্দ্র সদন নির্মাণ করা হচ্ছে।

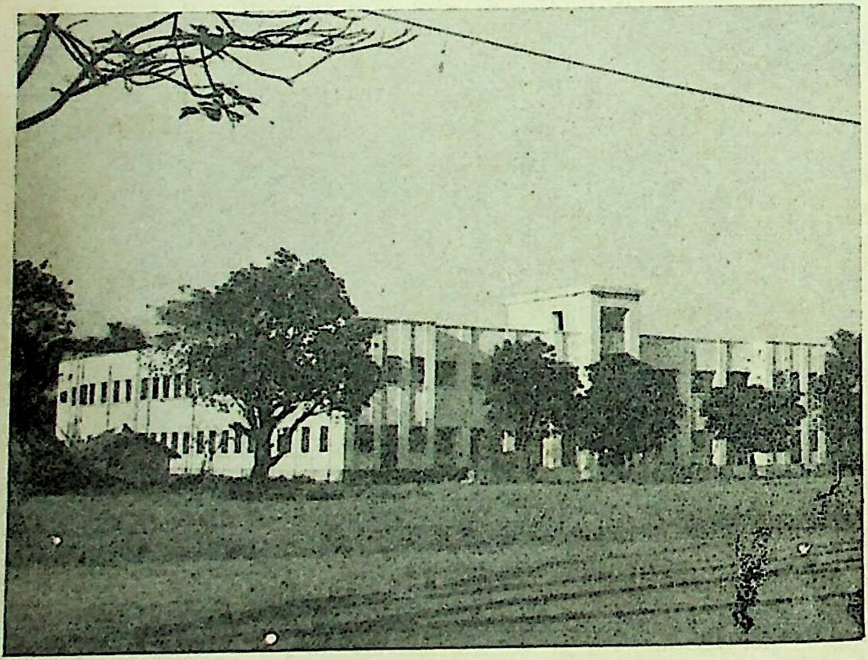

হাওড়া হোমসের সরমা কুটির।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

১০ই জুন, ১৯৪৫ সাল। হাওড়া হোমসের পুরুষ বিভাগের শিলান্যাস করছেন তৎকালীন বঙ্গের রাজ্যপাল লর্ড কেসি। ভিত্তি স্থাপনে সাহায্য করছেন শচীন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

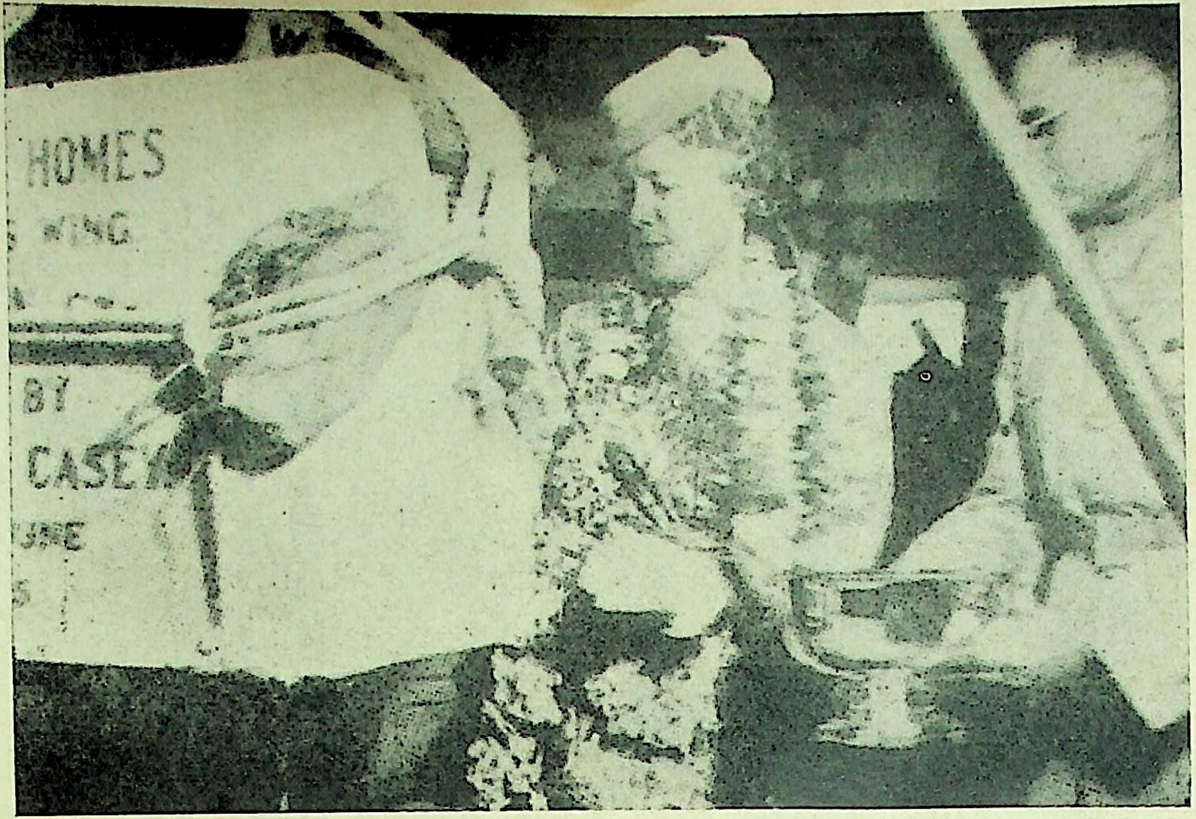

বঙ্গের তৎকালীন রাজ্যপাল পত্নী লেডি কেসি মহিলা বিভাগের শিলান্যাস করছেন। সাহায্য করছেন ধীরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমস শিলান্যাস উৎসবে লর্ড কেসি, আই. জি. মানুজ, শ্রীমতী সরমা ব্যানার্জী, লেডি কেসি, শৈল মুখার্জী ও রাঘবেন্দ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

লর্ড কেসি, শ্রীমতী সরমা ব্যানার্জী, লেডি কেসি ও রাঘবেন্দ্র প্রভৃতি প্রদর্শনী দেখছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

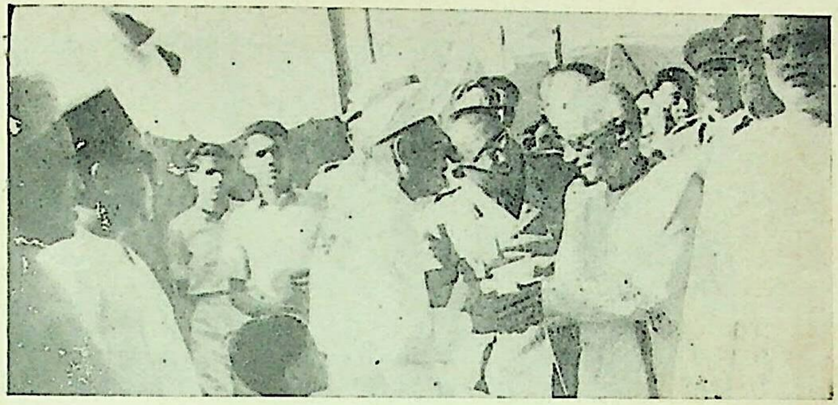

শ্রীরাজাগোপালাচারী রাজ্যপাল হিসেবে হাওড়া হোমস পরিদর্শন।

হাওড়া হোমসের সুবোধ নিকেতন উদ্বোধন অনুষ্ঠান। লর্ড কেসি, লেডি কেসি প্রভৃতিকে চা-পান উৎসবে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবোধ নিকেতন উদ্বোধন অনুষ্ঠানে চা-পানে লেডি কেসি ও অন্যান্য বিশিষ্ট অতিথিদের আপ্যায়িত করছেন শ্রীমতী সরমা ব্যানার্জী।

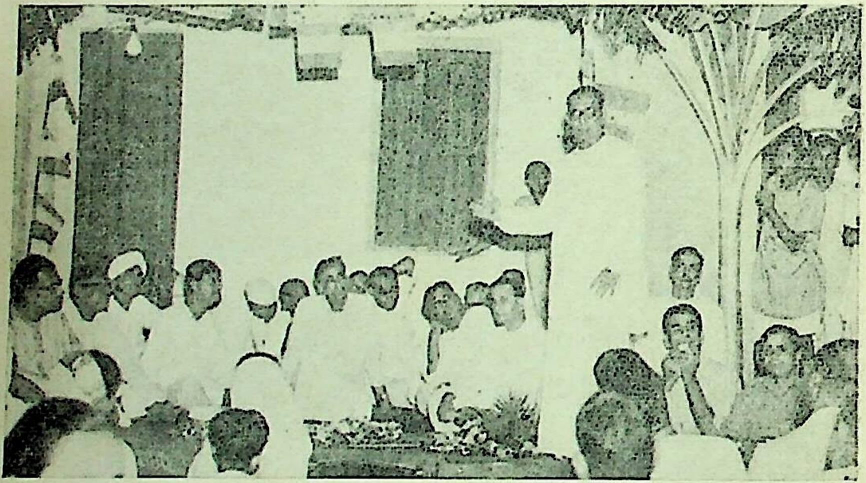

হাওড়া হোমস প্রতিষ্ঠা বার্ষিক উৎসবে ভাষণ দিচ্ছেন কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র। জাতীয় অধ্যাপক শ্রীসুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, প্রখ্যাত সাংবাদিক শ্রীতুষারকান্তি ঘোষ, কালিপদ মুখার্জি প্রভৃতিকে মঞ্চে উপবিষ্ট দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমস

প্রথম পর্ব

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশে এক এক সময়ে এক এক জন ক্ষণজন্মা কৃতী পুরুষের আবির্ভাব দেখা যায়। তাঁহারা মানব দুঃখ নিজহৃদয়ে অনুভব করিয়া সেই দুঃখভার মোচন করিবার চেষ্টায় জীবনব্যাপী কর্ম করিয়া থাকেন। রাঘবেন্দ্র সেইরূপ একজন ক্ষণজন্মা কৃতীপুরুষ। তিনি হাওড়া জেলার কর্মে নিযুক্ত হইয়া দুর্ভিক্ষের যে রূপ প্রত্যক্ষ করিলেন তাহা তাঁহার মনকে বিশেষভাবে নাড়া দিল। তিনি দেখিলেন বাংলার বাহিরের শ্রমিকগণ অগণিত সংখ্যায় হাওড়ার কলসমূহে ও ফ্যাক্টরীগুলিতে অন্নসংস্থান করিতেছে এবং বাংলাদেশের ছেলেমেয়েরা কাজের অভাবে অর্ধাহারে বা অনাহারে দিন কাটাইতেছে। দুর্ভিক্ষের ডোল পাবার আশায় হাত বাড়াইয়া বসিয়া থাকে। রাঘবেন্দ্রের পরিকল্পনা-প্রবণ মন এই অবস্থার প্রতিকার পন্থা উদ্ভাবনে ব্যাপৃত হইল ; অবশেষে তিনি স্থির করিলেন বৃত্তিমূলক শিল্প শিক্ষা দেওয়া এই অবস্থার একমাত্র প্রতিকার। কর্মী রাঘবেন্দ্র তাঁহার এই সমাধানের কথা হাওড়া সাঁতরাগাছির বিশিষ্ট ধনী ব্যবসায়ী শ্রীসুবোধচন্দ্র চৌধুরীর নিকট উত্থাপন করিলেন। সুবোধবাবু তৎক্ষণাৎ রাঘবেন্দ্রের পরিকল্পনা রূপায়ণের সহায়ক হইয়া তাঁহার নিজদখলী প্রায় ২০ বিঘা জমি দান করিতে সম্মত হইলেন। প্রস্তাব শোনামাত্র উঁহার সহিত তৎক্ষণাৎ যাইয়া জমি দেখা হইল এবং মনোনীত জমিটি রামরাজাতলা ও সাঁতরাগাছি রেল ষ্টেশনদ্বয়ের মধ্যবর্তী স্থানে এবং প্রায় রেললাইন সংলগ্ন। রাঘবেন্দ্রের পরিকল্পনা সফলতার পথে অগ্রসর হইল। তিনি “হাওড়া হোমস” নামক প্রতিষ্ঠান স্থাপন করিতে উদ্যোগী হইলেন। ইহার উদ্দেশ্য নিম্নলিখিতভাবে বিবৃত হইল :—

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"The Howrah Homes aims at giving shelter, food and raiments and imparting technical training free of cost to people without any distinction of age, caste and creed to enable them to become self supporting and to be useful citizens as well as to assist in the industries of the District."

এই প্রতিষ্ঠান ১৯৪৫ সালের এপ্রিল মাসে সমিতিবিষয়ক আইনানুযায়ী (India Act XXI of 1850) রেজিষ্ট্রীকৃত হয়। বহু বদান্য দাতা এই পরিকল্পনা সফল করিবার জন্য টাকাও গৃহ-নির্মাণের জন্য ইট ও অন্যান্য মসলা দান করিলেন। ১৯৪৫ সালের ১০ জুন তারিখে অবিভক্ত বাংলার লাট (বর্তমানে লর্ড) মিষ্টার R. G. Casey ও তদীয় পত্নী যথাক্রমে ছাত্র বিভাগের এবং ছাত্রী বিভাগের বিদ্যায়তনের গৃহ নির্মাণ কল্পে ভিত্তি স্থাপন করেন। গৃহ নির্মাণ দ্রুতবেগে চলিতে লাগিল। এই উদ্দেশ্যে দান অনাহুতভাবে আসিতে লাগিল। গৃহ নির্মাণ শেষে ১০ই ফেব্রুয়ারী ১৯৪৬ সালে পুনরায় বাংলার লাট কেসী ও তদীয় পত্নী আসিয়া যথাক্রমে ছাত্র বিভাগ ও ছাত্রী বিভাগের স্কুলদ্বয় উদ্বোধন করিলেন। ১৭টি ছাত্র এবং ১১টি ছাত্রী লইয়া স্কুলের কার্য আরম্ভ হইল। বর্তমানে তিনটি দোতলা গৃহ এবং একটি একতলা লম্বা ফ্যাক্টরী হল ও একটি একতলা আফিস গৃহ জনসাধারণের দানে নির্মিত হইয়াছে। সরকার ছাত্র বিভাগ নিজ পরিচালনাধীনে লইয়া অসম্পূর্ণ "সরমা কুটীর" নির্মাণ সম্পূর্ণ করিয়াছেন। বর্তমানে ২০০০-এর অধিক ছাত্র এবং ১০০-এর অধিক মহিলা এখানে অবৈতনিক বৃত্তিমূলক টেক্‌নিকাল শিক্ষা গ্রহণ করিতেছে।

এক্ষণে যাঁহারা ইহার বিরাটত্ব দেখিবেন তাঁহারা বুঝিবেন নিঃস্বার্থ দেশপ্রেম কি মহৎ কার্য সম্পাদন করিতে পারে। বুঝিবেন রাঘবেন্দ্র কি বিরাট কর্মযোগী, কি তাঁর স্বচ্ছ দূরদৃষ্টি, কি পরিকল্পনাপ্রবণ

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

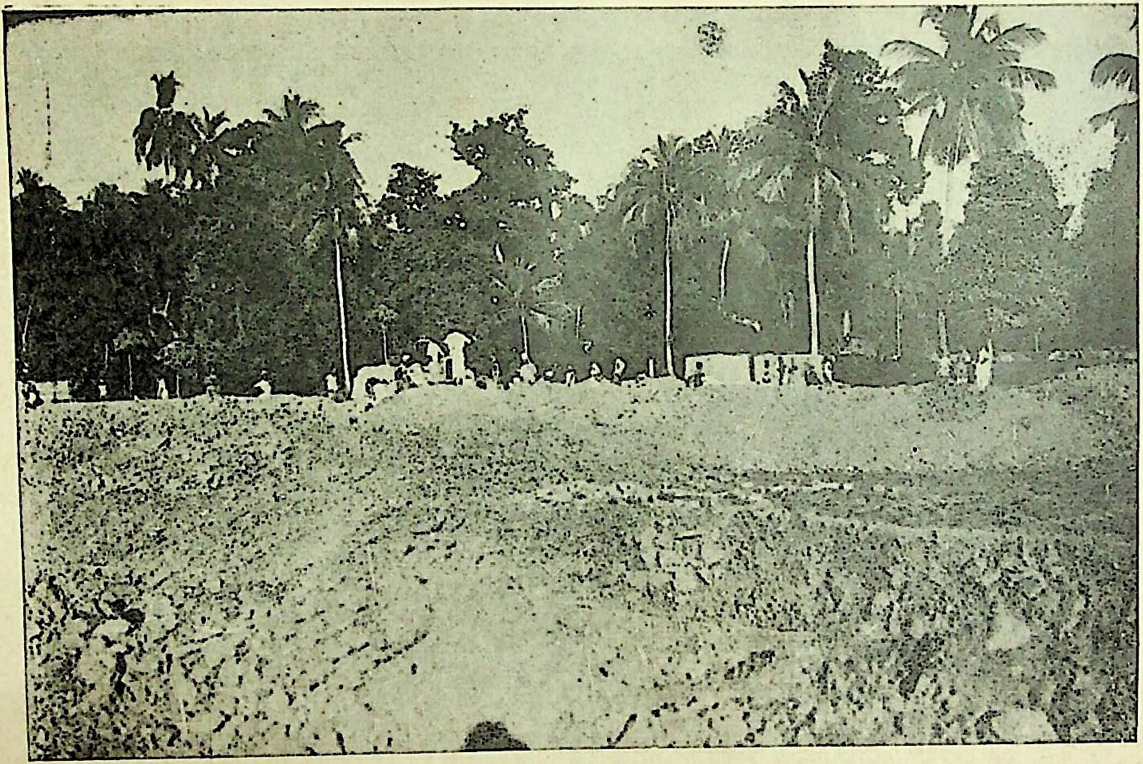

শিল্পীর সাধনা : নির্মীয়মান হাওড়া হোমস্ প্রাঙ্গণ, সাল ১৯৪৫।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

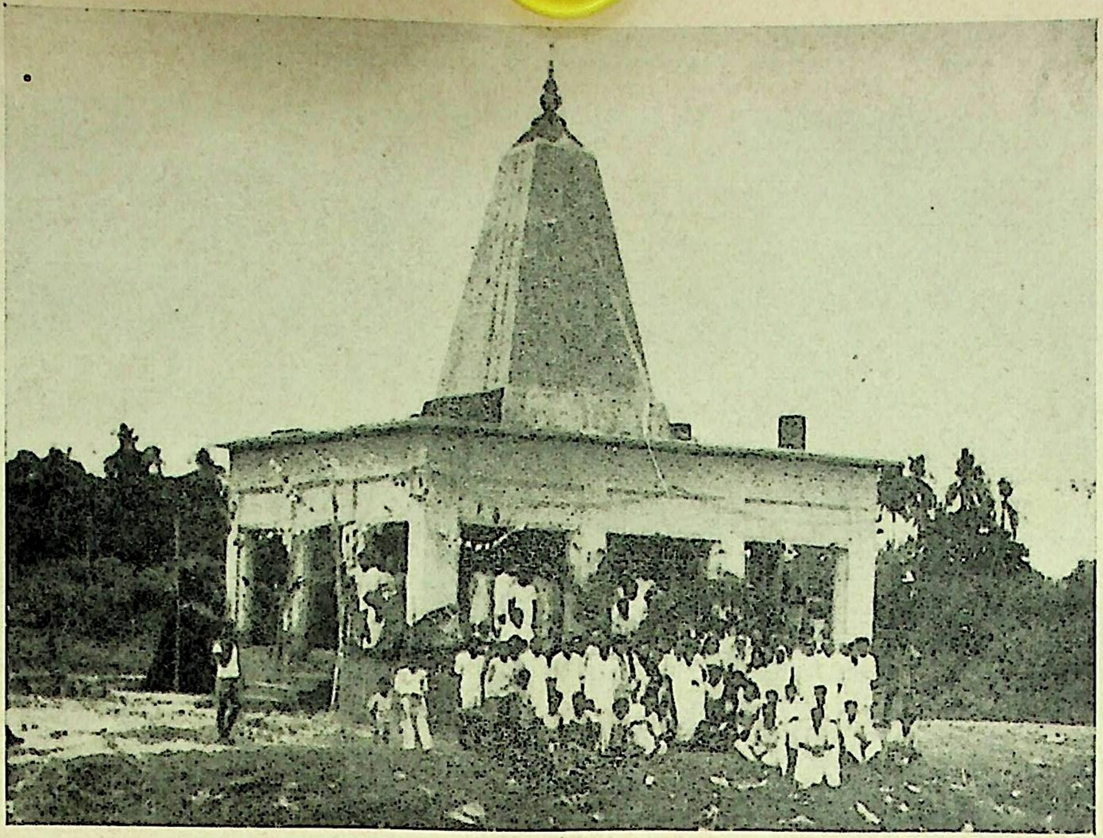

মণ্ডলেশ্বর স্বামী শ্রীশ্রীমহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ শ্রীশ্রীকেদারেশ্বরের মন্দির হাওড়া হোমস প্রাঙ্গণে প্রতিষ্ঠা করছেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মস্তিষ্কের অধিকারী তিনি। ইহার উন্নতির গতি এখনও অব্যাহত রহিয়াছে। রাঘবেন্দ্র এখনও ইহার কর্ণধার এবং এই পরিণত বয়সেও তিনি দিনের অধিকাংশ সময় "হাওড়া হোমস"-এর শ্রীবৃদ্ধিকল্পে ব্যয় করিতেছেন। যাঁহারা তাঁহাকে অতি নিকটে দেখিয়াছেন তাঁহারা জানেন হাওড়া হোমসের কাজে তিনি কিরূপ অক্লান্তকর্মী। তিনি এই বয়সে উৎসবের সর্ববিধ সাফল্যের জন্য প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। তিনি হাওড়া হোমস সম্পর্কিত যাবতীয় লেখার কাজ পর্যন্ত করেন। এক কথায় বলিতে গেলে "হাওড়া হোমস" তাঁহার ধ্যান ধারণার মূর্তি। তিনি হাওড়া হোমস সৃষ্টি করিয়া দেশবাসীর এক বৃহৎ অভাব মোচন বিষয়ে পথপ্রদর্শকরূপে চিরস্মরণীয় হইয়া রহিলেন।

তাঁহার বিশেষ কৃতিত্ব এই যে তিনি বিদেশী সরকারের অধীনে সাত বৎসর কাল হাওড়া জেলার সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টরূপে চাকুরি করিয়া "হাওড়া হোমস" গঠন করিতে পারিলেন। এ এক নূতন ইতিহাস সৃষ্টি। ইতি পূর্বে কোন রাজ কর্মচারী একাদিক্রমে একস্থানে সাত বৎসর কার্যকাল পান নাই। কিন্তু রাঘবেন্দ্র পাইলেন এবং আপ্রাণ চেষ্টায় এক কীর্তিস্তম্ভ "হাওড়া হোমস্" নামক প্রতিষ্ঠান গঠন করেন।

এই প্রসঙ্গে বাংলার সুপ্রসিদ্ধ ইঞ্জিনিয়ার শ্রী এ. কে. দত্তের নাম 'হাওড়া হোমস্' নির্মাণে স্বর্ণাক্ষরে লিখিত থাকবে। তিনি ইহার সমস্ত প্লান তৈরী ও রূপায়িত করেছেন। তাঁর আর একটী বড় অবদান বিশেষ ভাবে উল্লেখযোগ্য যে বারাণসী হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্মাণেও তিনি পণ্ডিত মদনমোহন মালব্যজীর দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ ছিলেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

HIS EXCELLENCY'S SPEECH AT THE CEREMONIAL PARADE OF THE CIVIC GUARDS OF HOWRAH, HELD AT THE POLICE LINES SHIBPUR, ON FRIDAY, THE 7TH DECEMBER, 1945

Mr. Taylor, Mr. S. N. Banerjee, Officers and Men of the Howrah Civic Guards.

....

I mentioned earlier that the last occasion I visited Howrah was to lay the foundation stone of the Howrah Homes. The Honorary Founder-Secretary of these Homes is Rai Bahadur R. N. Banerjee, the Superintendent of Police, who together with his wife has also been responsible for the raising of a large part of the money to finance the Homes. I may say that the name of Banerjee will be coupled with the name of Howrah in my mind in the future as whatever organisation I have visited here has had one or other of this family as its main hard-working member. Mr. S. N. Banerjee as your Commandant has worked hard to make your force outstanding amongst the Civic Guard Organisations in this Province and I must congratulate him on to-day's turn-out.

....

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র

বীজ যেমন পরিণত হয় অঙ্কুরে তারপর রূপান্তরিত হয় মহীরুহে। ঠিক তেমনি কর্মী রাঘবেন্দ্রের ধীরে ধীরে প্রকাশ ঘটলো নব রূপে। এ রাঘবেন্দ্রর চিত্ত সর্বজন কল্যাণে ভরা, প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটে এক স্বপ্নকে রূপদেবার অদম্য কামনায়। অসংখ্য নামহীন গোত্রহীন মানব সন্তান কালিমপং বয়েজ হোমে বড় হয়ে উঠেছে। অগণিত দরিদ্র-আতুর ভারতবাসী কি করে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সেই স্বপ্ন রূপায়ণের নীরব সাধনা চললো রাঘবেন্দ্রের। এখানে কর্মী রাঘবেন্দ্র ও সমাজসেবী রাঘবেন্দ্রের এক অপূর্ব মিলন ঘটলো। সেই সাধনা থেকে গড়ে উঠলো হাওড়া হোমস। হাজার হাজার তরুণ যুবক রাঘবেন্দ্রর জ্যোতি-স্পর্শে নব জীবনের দ্যুতিতে ভরে উঠলো। তারা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান আহরণে। তারা চায় বিশ্বের সকল জ্ঞান আহরণ করে মাতৃভূমি ভারতকে ভরিয়ে তুলতে। এইভাবে একটি আলো থেকে জ্বলে উঠলো অসংখ্য আলো। একটি জীবন থেকে অনেক জীবনের দ্যুতি। কর্মী রাঘবেন্দ্র, সমাজসেবী রাঘবেন্দ্র পরিণত হলেন কর্মযোগী রাঘবেন্দ্রে। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিদ্যুৎ-দীপ্তি অশীতিপর বৃদ্ধ রাঘবেন্দ্রের মন ভরিয়ে দেয় অনুপম মাধুর্যে। তিনি মুগ্ধ হন তাদের অগ্রগতিতে, তিনি সেই মাধুর্যধারা লক্ষ্য করে বলেন আমি আনন্দিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

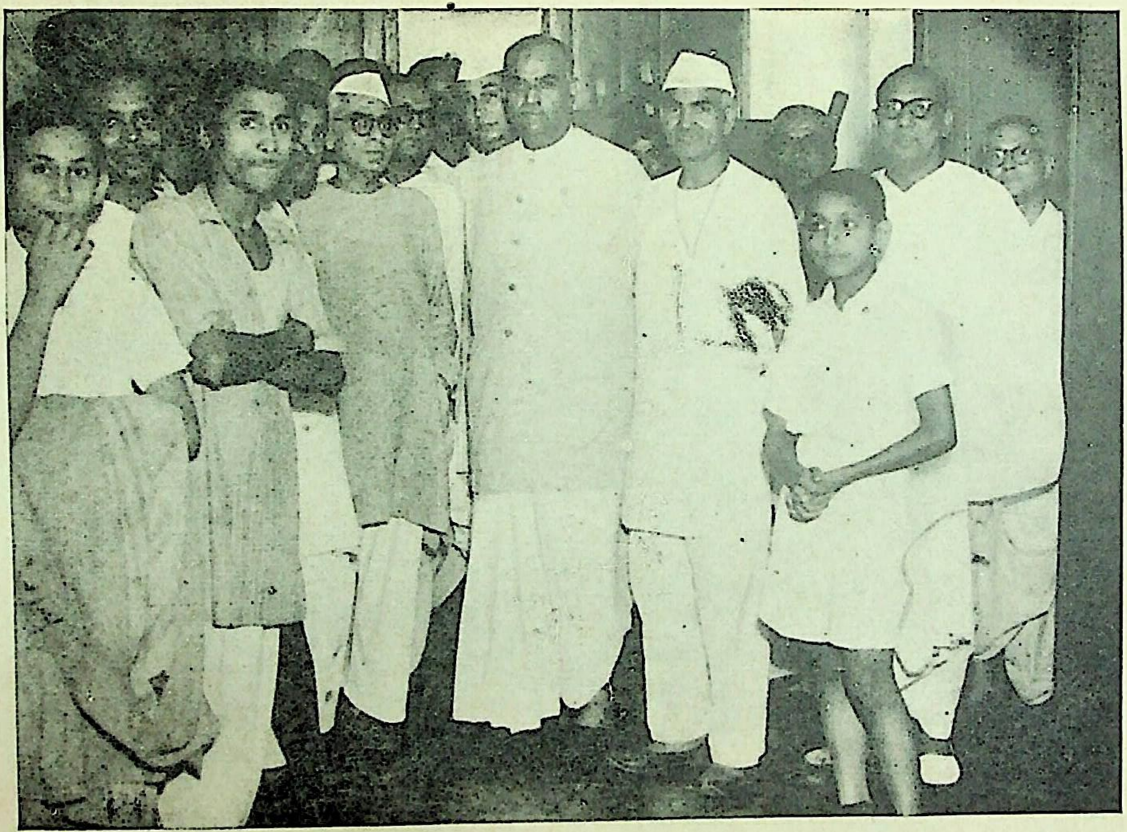

হাওড়া হোমস পরিদর্শনে কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়। তাঁর সঙ্গে রাঘবেন্দ্রকে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

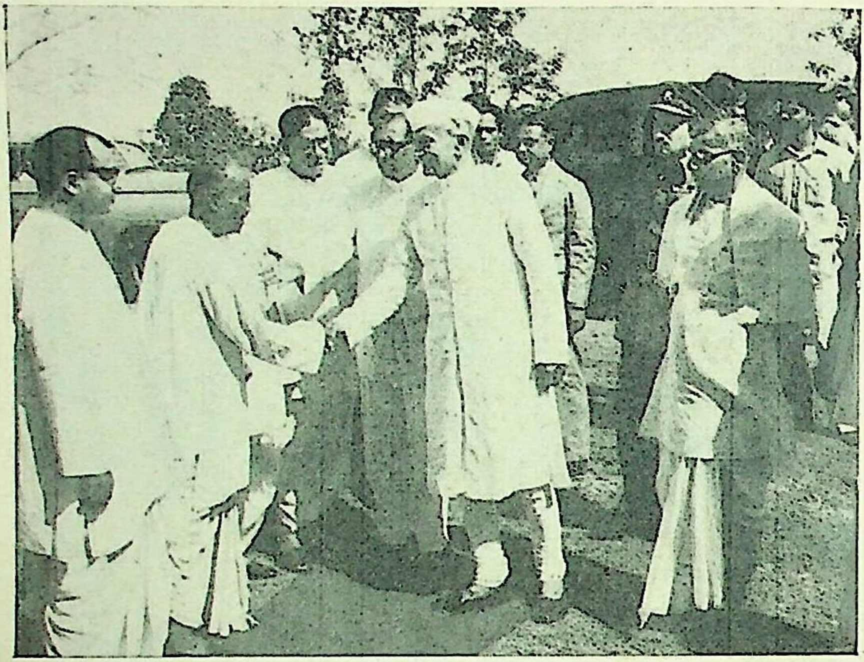

রাজ্যপাল ডঃ কৈলাসনাথ কাটজু হাওড়া হোমস পরিদর্শন করেন। চিত্রে মহিলা বিভাগের প্রধানের সঙ্গে কথা বলতে দেখা যাচ্ছে।

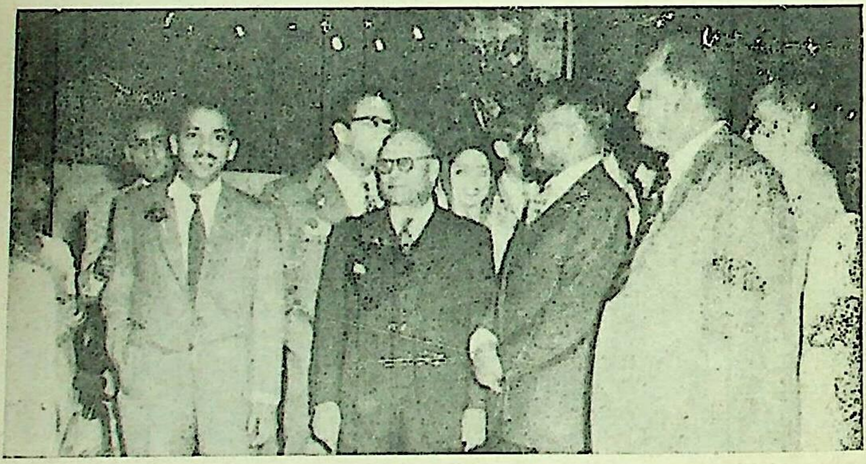

পারিবারিক জীবনে রাঘবেন্দ্র
রাজ্যপাল ফণীভূষণ চক্রবর্তীকে দেখা যাচ্ছে ৯নং চ্যাপেল রোডে একটি ঘরোয়া অনুষ্ঠানে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমস বার্ষিক উৎসব অনুষ্ঠানে রাজ্যপাল ডি. এন. সিনা, মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি, শ্রীতুষার কান্তি ঘোষ, হাওড়া হোমসের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্র ব্যানাজি, শ্রীনির্মল মুখাজি প্রভৃতিকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমস বার্ষিক উৎসবে রাজ্যপাল হরেন্দ্রকুমার মুখার্জি, প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, জেলাশাসক এম. জি. ষ্টোসি।

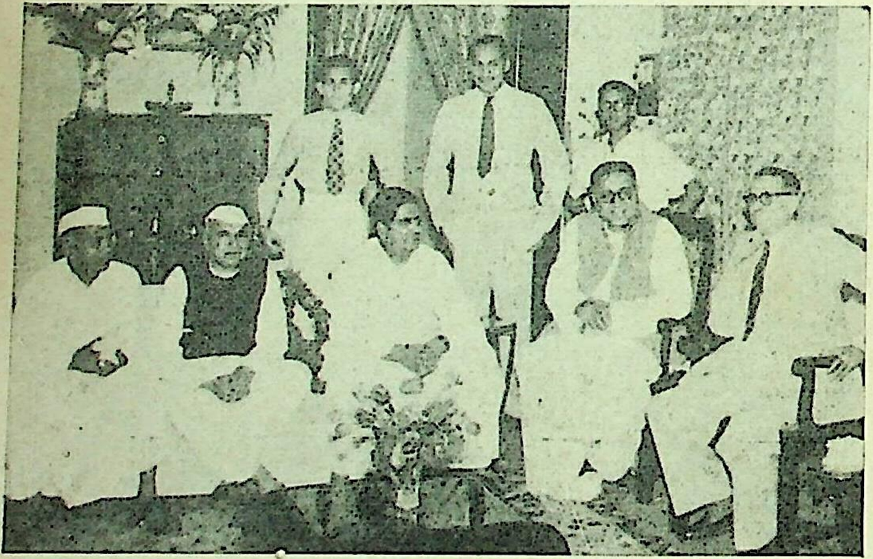

রাঘবেন্দ্র গৃহে রাজস্থানের মুখ্যমন্ত্রী শ্রীসুখাড়িয়া।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

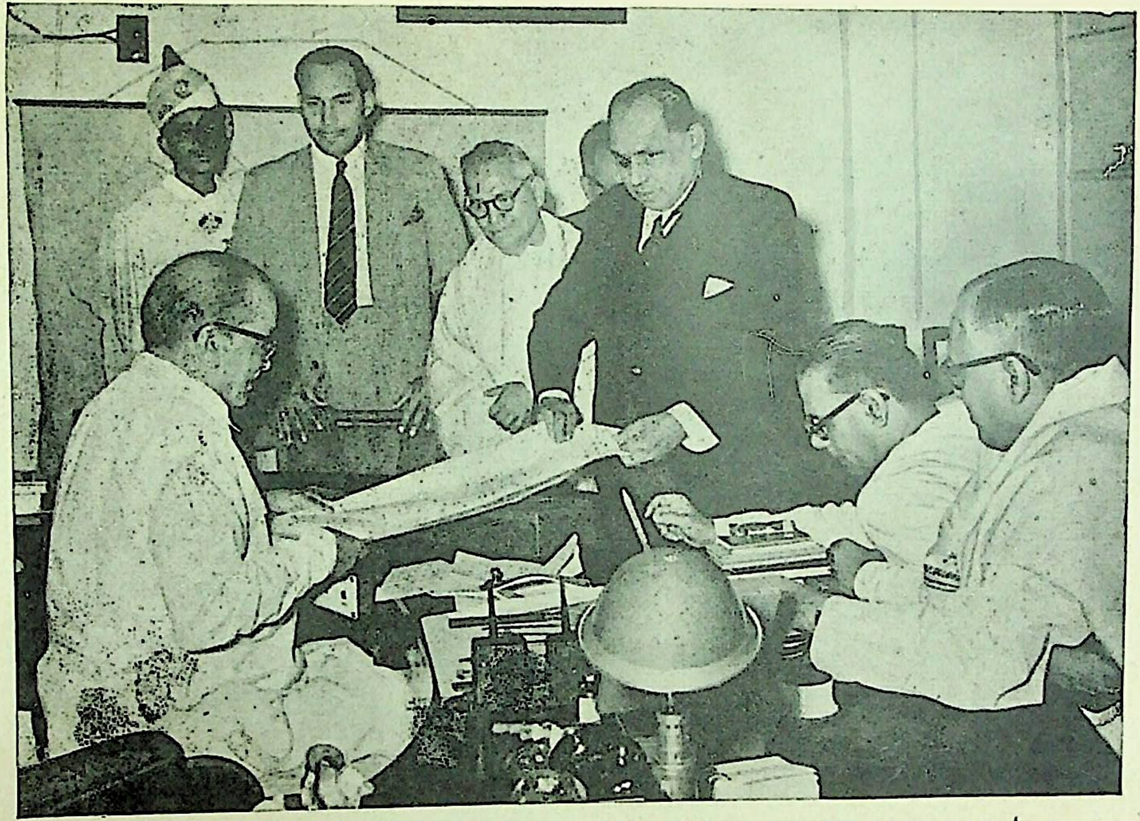

হাঁওড়া হোমস শিল্প কেন্দ্র উৎসর্গ অনুষ্ঠান। পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, প্রফুল্লচন্দ্র সেন, সৌরেন কর, সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাঘবেন্দ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

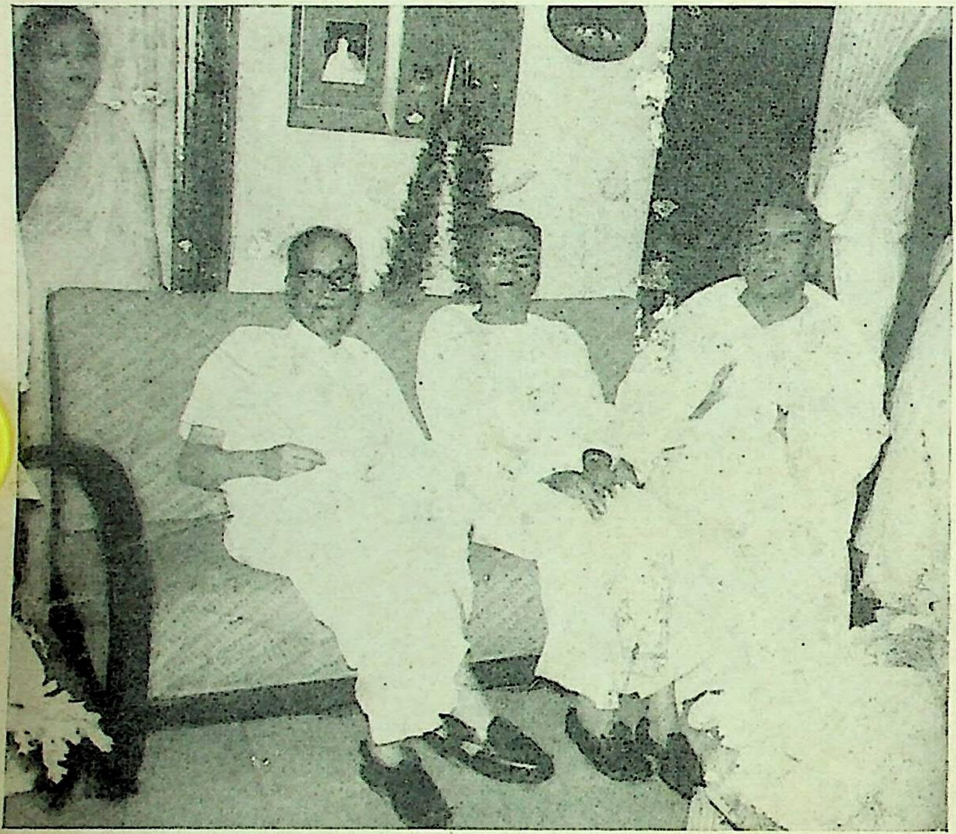

পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, উপাচার্য অমিয় বন্দ্যোপাধ্যায় ও রাঘবেন্দ্রকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

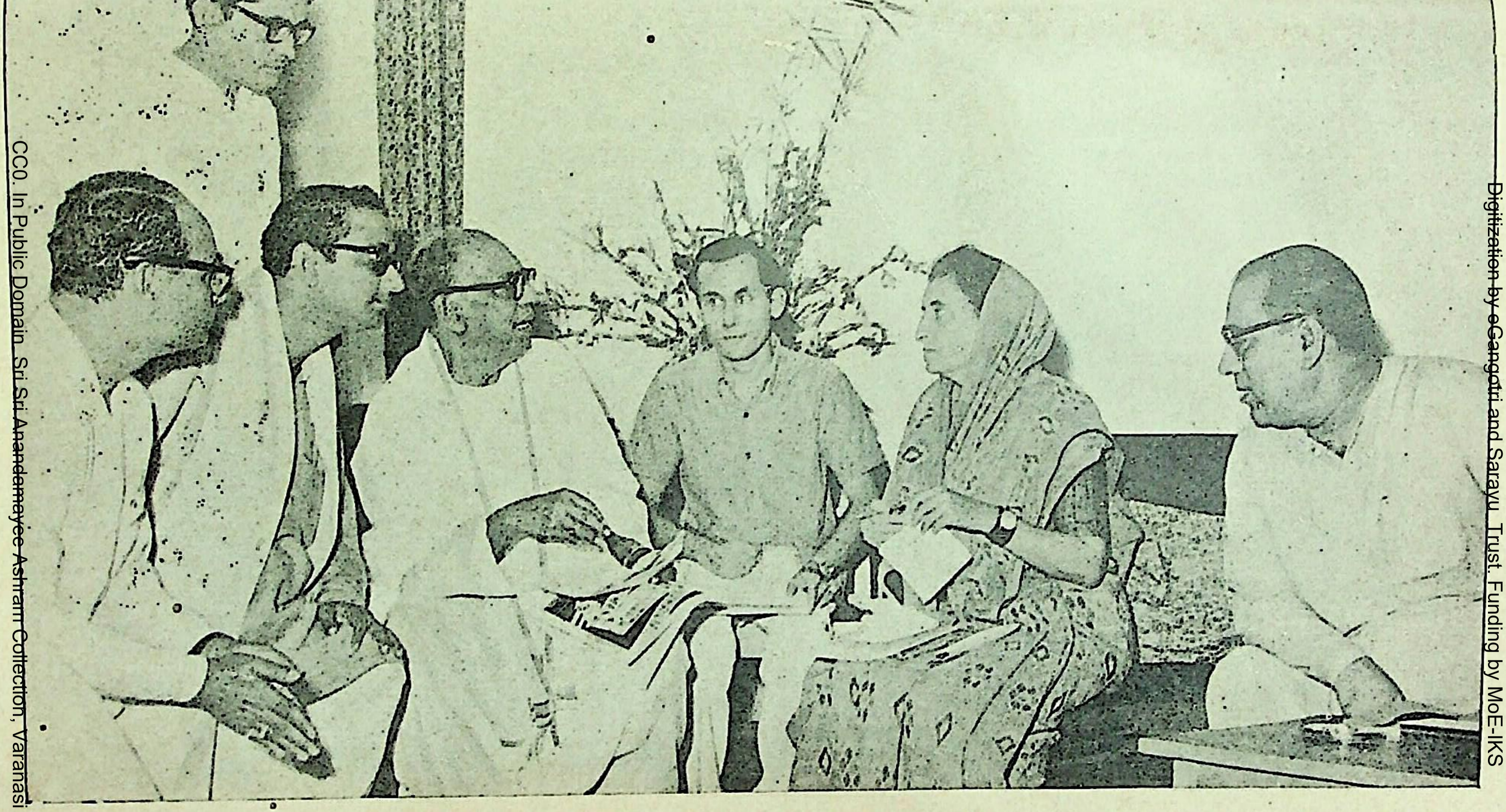

প্রধানমন্ত্রী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে রাঘবেন্দ্র কলিকাতা রাজভবনে। হাওড়া হোমস আন্তর্জাতিক কৃষ্টি কেন্দ্র পরিকল্পনা সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে আলোচনারত রাঘবেন্দ্র। তাদের সঙ্গে হাওড়া হোমসের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীঅমরেন্দ্র ব্যানার্জি, ধীরেন্দ্র ব্যানার্জি, নির্মল মুখার্জি, অধ্যাপক সুকুমার ব্যানার্জি, কোষাধ্যক্ষ পল্লব ব্যানার্জিকে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

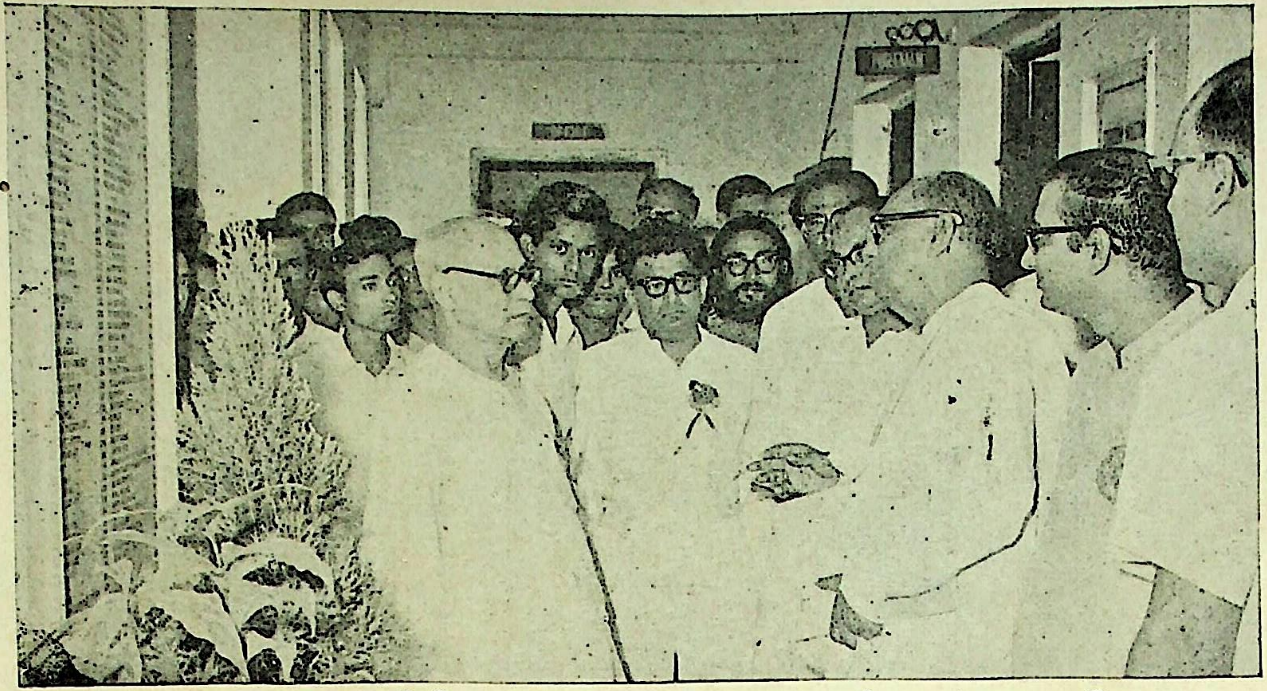

হাওড়া হোমস প্রাঙ্গণে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখোপাধ্যায়কে রাঘবেন্দ্র বলছেন কিভাবে তাঁর স্বপ্ন রূপায়িত হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমস

দ্বিতীয় পর্ব

হাওড়া হোমস কর্মী রাঘবেন্দ্রর স্বপ্ন। কর্মী রাঘবেন্দ্র দার্জিলিং-এর কালিম্পং হোমস দেখিয়াছিলেন। এ্যাঙ্গলো ইণ্ডিয়ান কিশোরদের কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা সেখানে ছিল। সেই বিশাল কর্মকেন্দ্র থেকে শিক্ষা করিয়া তাহারা কর্মজগতে প্রবেশ করিত। রাঘবেন্দ্রের মনে অনুরূপ একটি বিরাট কর্মখণ্ডের আয়োজন করার ইচ্ছা জাগিল। ইচ্ছা থাকিলে উপায় হয়। এই প্রবাদবাক্য রাঘবেন্দ্রের জীবনে সার্থকতা লাভ করিয়াছিল পরবর্তীকালে। ইহাই কমী রাঘবেন্দ্রকে কর্মযোগী রাঘবেন্দ্রে পরিণত করে।

১৯৪০ সালে রাঘবেন্দ্র হাওড়া অঞ্চলে পুলিস সুপারইনটেণ্ডেণ্ট নিযুক্ত হন। এই সময়ে বিরাট প্রাকৃতিক পরিবেশের সান্নিধ্যে আসিয়া তাঁহার মনে হইল এতদিনে বুঝিবা তাঁহার যজ্ঞস্থল পাইলেন। তিনি সুরু করিলেন নীরব সাধনা। তখন রাঘবেন্দ্রের বয়স ৫৫ বৎসর। তিনি প্রবীণ। প্রবীণ হইলেও তাঁহার মধ্যে তখনও ছিল অদম্য আকাংখা। স্বপ্ন রূপায়নের এক দুর্বার অভিলাষ।

রাঘবেন্দ্র হাওড়া হোমসে বাঙালী তরুণদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরী শিক্ষার ব্যবস্থা করিলেন। চলচ্চিত্র প্রদর্শনীর মাধ্যমে অর্থসংগ্রহ কার্য সুরু হইল। এক লক্ষ ২৬ হাজার টাকা সংগ্রহ হয় ওমেন ভলেণ্টিয়ার্স সার্ভিসের মাধ্যমে। শ্রীমতী সরমা ব্যানার্জির অক্লান্ত পরিশ্রমে। তিনি রাঘবেন্দ্রের সুযোগ্য সহধর্মিনী বটে। অতঃপর আরও অর্থ সংগৃহীত হয় ও তাহা দিয়া বিভিন্ন অট্টালিকা নির্মাণের কাজ সুরু হইল। এই রূপে প্রায় ১০ লক্ষ টাকা দিয়া একটি বিরাট কর্মযজ্ঞ করা সম্ভব হইল।

রাঘবেন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনা কোনদিনই পূর্ণ হইতে পারিত না

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

যদি না থাকিত তাঁহার ধর্মপত্নী সরমা দেবীর অকৃত্রিম সহায়তা। সরমা দেবী রাঘবেন্দ্রকে এই কর্মযজ্ঞে নীরব সেবা দিয়ে সাহায্য করিয়া যান। তার এই মনোভাব লক্ষ্য করিয়া তৎকালিন পশ্চিমবঙ্গের রাজ্যপাল লর্ড কেসি সমাজকর্মী হিসাবে তাঁহাকে কাইজার-হিন্দ মেডেল দিয়া শ্রেষ্ঠ সম্মান প্রদর্শন করেন। অত্যন্ত কৌতুকের বিষয় এই যে, তিনি কোনদিন উগ্র আধুনিকতার বন্যা বহাইয়া দেন নাই। শুধু ভারতীয় ঐতিহ্যকে সকলের সামনে সর্বদা পালন করিতে তৎপর হইয়াছেন। কারণ তিনি জানিতেন ভারতীয় ঐতিহ্য বিদেশী অনুকরন অপেক্ষা অনেক অনেক শ্রেয়ঃ। তাই বুঝিবা রাঘবেন্দ্রের কর্মযজ্ঞে অংশ নিতে তিনি দ্বিধাগ্রস্থ হন নাই। সংসারের প্রাত্যহিক প্রয়োজনে শিল্পীর সাধনাকে তিনি বিব্রত করেন নাই। তাঁহার সাধনাকে রূপদানে সহায়ক হইয়াছেন।

হাওড়া হোমস ইণ্ডাষ্ট্রিয়াল ট্রেনিং ইনষ্টিটিউটে প্রায় ২ হাজার ছাত্রের বিনা বেতনে পড়াশুনা করিবার ব্যবস্থা হইল। এই বিরাট কর্মকেন্দ্রের বাৎসরিক ব্যয় নির্ব্বাহ করিবার দায়িত্ব সরকার লইবেন বলিয়া তৎকালিন পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী ডঃ বিধানচন্দ্র রায় ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। রাঘবেন্দ্র রাজী হইয়া গেলেন। অতঃপর হাওড়া হোমস কারিগরী শিক্ষাকেন্দ্র ইণ্ডাস্ট্রিয়াল ইনস্টিটিউট শিক্ষাকেন্দ্রটি পশ্চিমবঙ্গ সরকার চালাইবার দায়িত্ব নিলেন। ৯৯ বছরের লীজ হিসাবে হাওড়া হোমসের অধিকাংশ সম্পত্তি পশ্চিমবঙ্গ সরকারকে প্রদান করা হইল। ১৯৫৮ সালে এই ব্যবস্থা রূপ পাইল। ১৯৬৮ সালে হাওড়া হোমস মহিলা বিভাগটির দায়িত্ব পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের হাতে দেওয়া হইল। এই বিপুল সম্পত্তির মূল্য বর্তমানে আনুমানিক ৬০ লক্ষ টাকা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমস

তৃতীয় পর্ব

দীর্ঘ সাতাশ বৎসর অতিক্রান্ত হইয়া গিয়াছে। হাওড়া হোমসের সমৃদ্ধির কাজ এখন চলিতেছে। সম্প্রতি বিবেকানন্দ পাঠাগার ও আন্তর্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্র স্থাপন করা হইয়াছে। এই আন্তর্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্র নির্মানে উৎসাহ দিয়াছেন স্বয়ং ভারতের প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধী।

প্রতি বছর হাওড়া হোমসের প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে আজও হাওড়ায় বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটে। সকলে কর্মযজ্ঞ দেখিয়া মুগ্ধ হন। তাঁহারা হইলেন, সর্বশ্রী জি এচ মানুচ, (সি, আই, ই) ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, উপাচার্য প্রমথনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, বেলুড় মঠের স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দ, লেডি বারোজ, এম জি টেগর (আই জি), ভারতের তৎকালিন গভর্নর জেনারেল চক্রবর্তী রাজাগোপালাচারী, জাতীয় অধ্যাপক ডঃ সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, ডঃ বিধানচন্দ্র রায়, সুপ্রীম কোর্টের বিচারপতি বিজনকুমার মুখোপাধ্যায়, ১০৮ শ্রীশ্রীস্বামী মহাদেবানন্দ গিরি মহারাজ, বিচারপতি শম্ভুনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়, শংকরদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, রাজ্যপাল ডঃ হরেন্দ্রকুমার মুখোপাধ্যায়, বৈজ্ঞানিক ডঃ জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, প্রখ্যাত সাংবাদিক তুষারকান্তি ঘোষ, বিচারপতি পাঁচকড়ি সরকার, তৎকালীন বাণিজ্যমন্ত্রী ভূপতি মজুমদার, সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি সুধীরঞ্জন দাস, বঙ্কিম কর, স্বাস্থ্যমন্ত্রী অনাথবন্ধু রায়, শিল্প ও বাণিজ্যমন্ত্রী তরুণকান্তি ঘোষ, মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, মন্ত্রী শৈলকুমার মুখার্জী, মুখ্যমন্ত্রী অজয়কুমার মুখার্জী, উপাচার্য হিরণ্ময় ব্যানার্জি, উপাচার্য সত্যেন্দ্রনাথ সেন, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুনা সেন, রাজ্যপাল ধর্মবীর, রাজ্যপাল ডি. এন, মিশ্র, রাজ্যপাল এ, এল. ডায়াস প্রভৃতি সমবেত হন। তাঁহারা সকলে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

এই অনুষ্ঠানে উপস্থিত থাকিয়া এই কর্ম উদ্দীপনার ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছেন।

হাওড়া হোমসের প্রায় ২০ হাজার ছাত্র আজ দেশ-বিদেশে কৃতিত্ব অর্জন করিয়াছে। সর্বত্র তাহাদের কাজ সুধীজনের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে। হাওড়া হোমস বহু স্বাধীন উন্নয়ন পরিকল্পনা গ্রহণ করিয়াছে। মৎস্য চাষ শিক্ষা কেন্দ্র, ধাত্রী বিদ্যা শিক্ষা কেন্দ্র, নার্সিং শিক্ষা কেন্দ্র স্থাপন করার সিদ্ধান্ত লইয়াছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্র এক অবিস্মরণীয় সম্ভাবনায় পথ উন্মুক্ত করিয়াছে। এই রূপে হাওড়া হোমস বীজ থেকে মহীরূহে পরিণত হইয়াছে।

মন্দাকিনী সরোবরের পার্শ্বে রহিয়াছে ৺কেদারেশ্বরের শিব মন্দির। তার এক পাশে রহিয়াছে শিশু শিক্ষা কেন্দ্র এবং বিবেকানন্দ পাঠাগার ও আন্তর্জাতিক কৃষ্টি কেন্দ্র। খুব শীঘ্রই শিশু শিক্ষা কেন্দ্রটি নতুন ভবনে চলিয়া যাইবে। সি এম ডি এ এই নতুন ভবন নির্মাণের দায়িত্ব লইয়াছেন। হাওড়া হোমস সেই কারণে প্রয়োজনীয় জমি দান করিয়াছে। আন্তর্জাতিক কৃষ্টি কেন্দ্র শাখা প্রশাখা বিস্তার করিয়া ওখানে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে। শোনা যাইতেছে সেখানে বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা দানের ব্যবস্থা হইতেছে। নৃত্য, সঙ্গীত, চিত্রাংকন শেখান হইবে। মধ্যে মধ্যে বসিবে আলোচনা-চক্র। সাহিত্য সম্মেলন হইবে। এইভাবে হাওড়া হোমস প্রাঙ্গন মহামানবের এক বিরাট তীর্থকেন্দ্রে পরিণত হইবে।

রাঘবেন্দ্র তাঁহার হৃদয়ের সম্পদ বাঙালী তরুণদের জন্য নিজ হাতে যে কর্মযজ্ঞের প্রবর্তন করিলেন সেই উদ্যম পৃথিবীর ইতিহাসে খুব কমই দেখা যায়। সুদূর উত্তর প্রদেশের বারানসীতে এইরূপ একটি স্বপ্ন দেখিয়াছিলেন নির্ভীক নীরব কর্মী আচার্য পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য। কর্মী রাঘবেন্দ্রের স্বপ্ন ধীরে ধীরে রূপায়নের মাধ্যমে এইভাবে আজকের আশীতিপর বৃদ্ধ আচার্য রাঘবেন্দ্রর সৃষ্টি হইল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

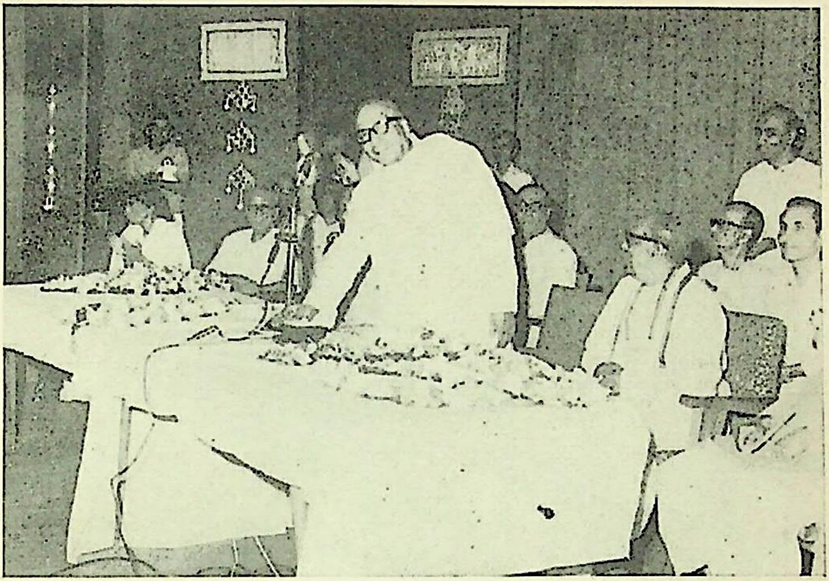

হাওড়া হোমসের বার্ষিক উৎসবে ভাষণ দিচ্ছেন কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন। ডঃ রমা চৌধুরী ও রাঘবেন্দ্রকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

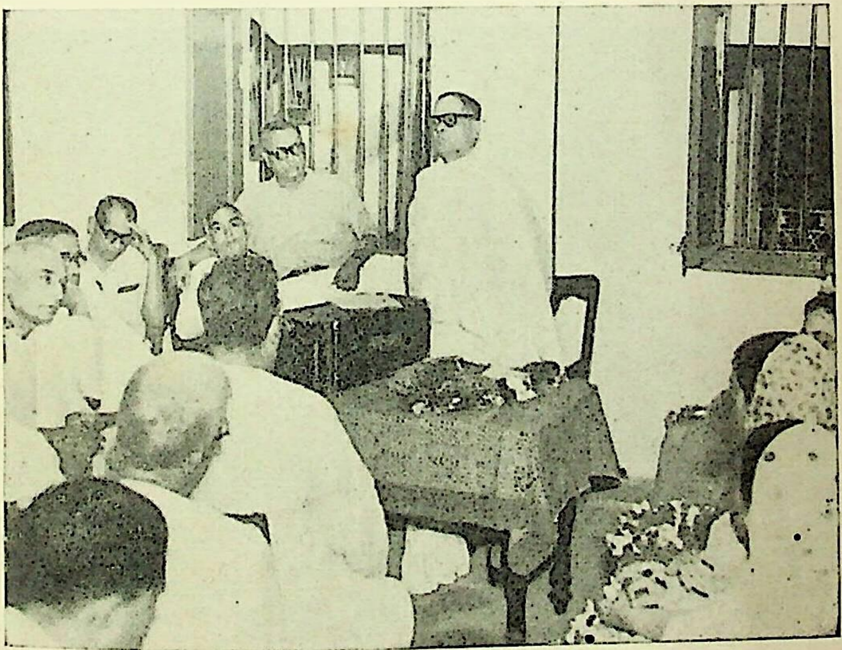

হাওড়া হোমস বার্ষিক উৎসবে ভাষণরত প্রধান বিচারপতি শ্রীবিজন মুখোপাধ্যায়। শ্রীশচীন ব্যানার্জি, রাঘবেন্দ্র প্রভৃতিকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

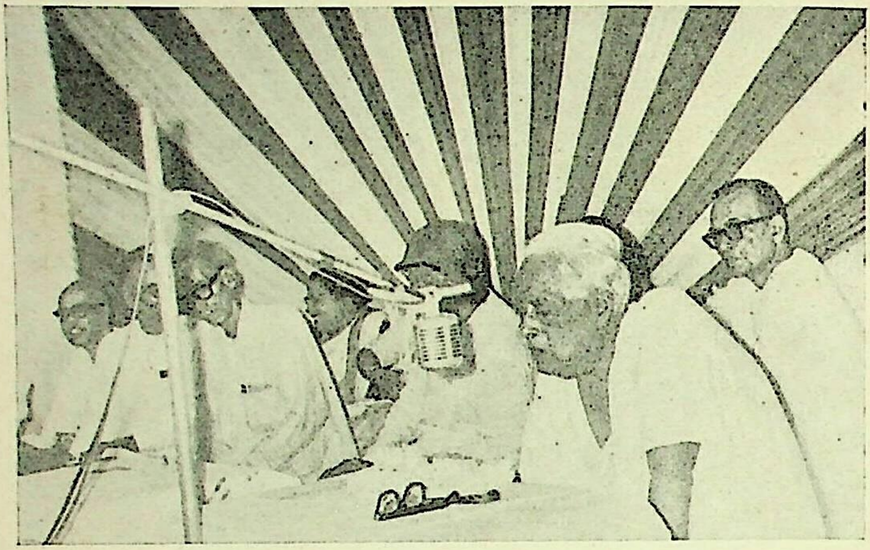

হাওড়া হোমসের বার্ষিক উৎসবে জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু ভাষণ দিচ্ছেন। রাঘবেন্দ্র ও হাওড়া হোমসের যুগ্ম সম্পাদক শ্রীসুবোধ ভট্টাচার্যকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

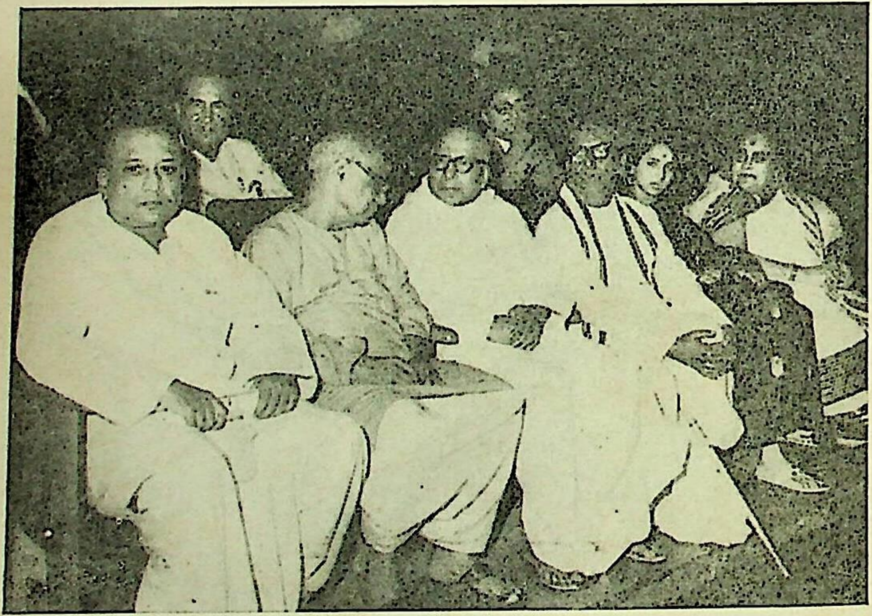

জয়ন্তী উৎসবে অংশ নিচ্ছেন প্রধান বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র, মুখ্যমন্ত্রী অজয় মুখার্জি, ডঃ ত্রিগুণা সেন, শ্রীমতী সরমা ব্যানার্জি, বিজয়া চ্যাটার্জি ও রাঘবেন্দ্র।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

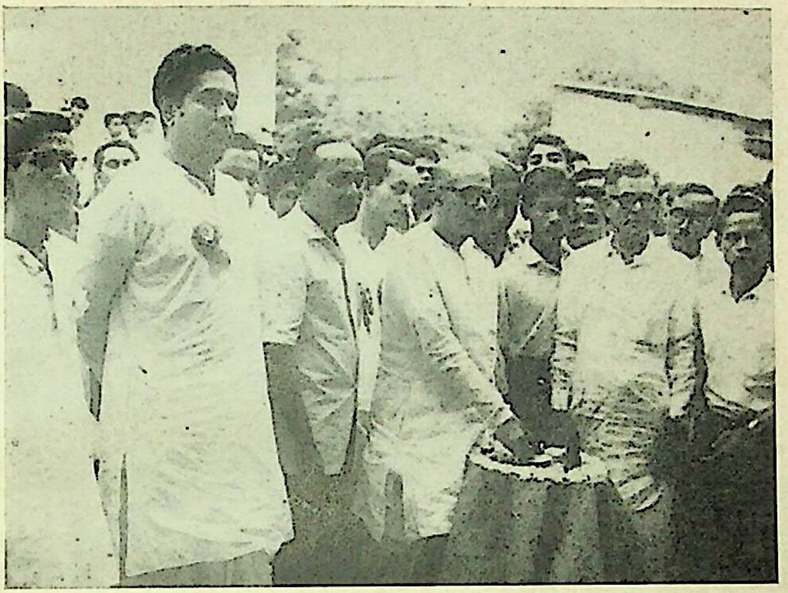

হাওড়া হোমস বার্ষিক উৎসবে মুখ্যমন্ত্রী শ্রীপ্রফুল্ল সেন ও শিল্প ও বাণিজ্য মন্ত্রী শ্রীতরুণকান্তি ঘোষকে দেখা যাচ্ছে।

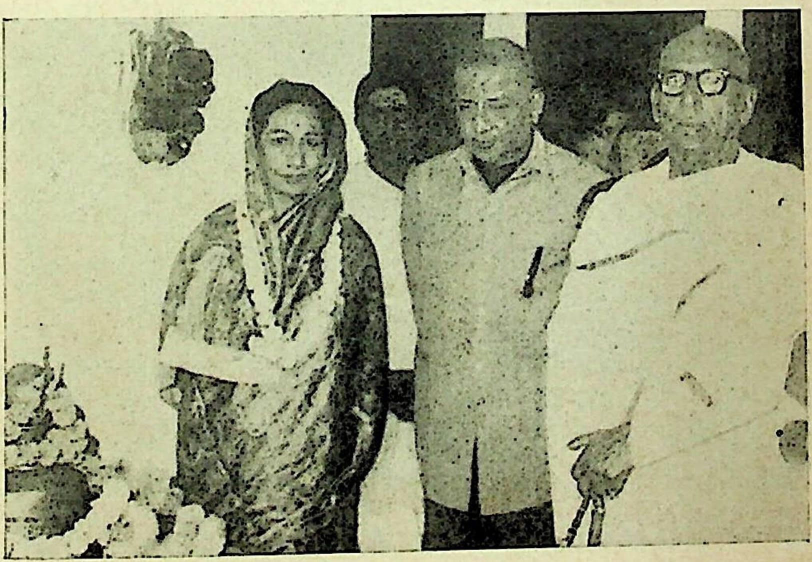

ঘরোয়া-অনুষ্ঠানে : মিসেস অরোরা, বিচারপতি শ্রীশংকরপ্রসাদ মিত্র ও রাঘবেন্দ্র

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

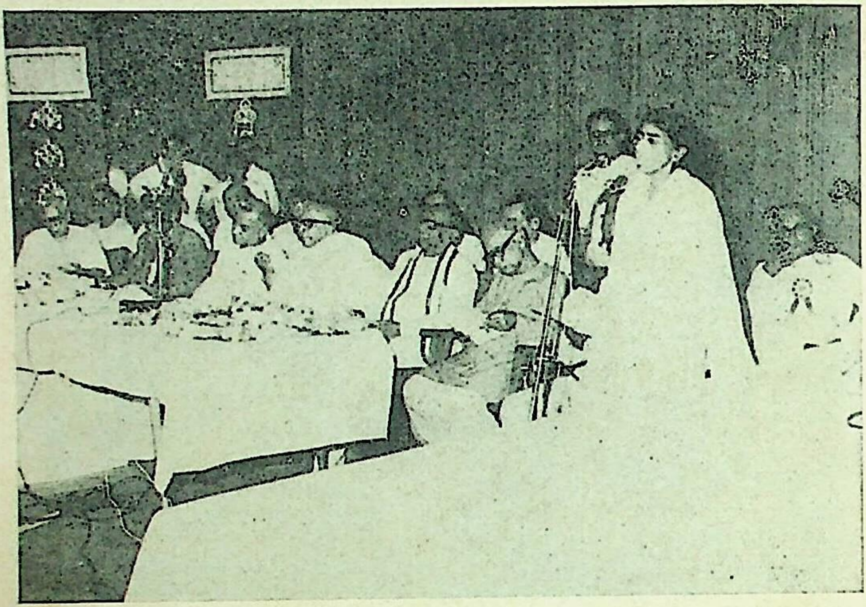

হাওড়া হোমস বার্ষিক উৎসবে ভাষণদানরত উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী। মঞ্চে উপবিষ্ট মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয় মুখার্জি, কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেন, বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র ও রাঘবেন্দ্র।

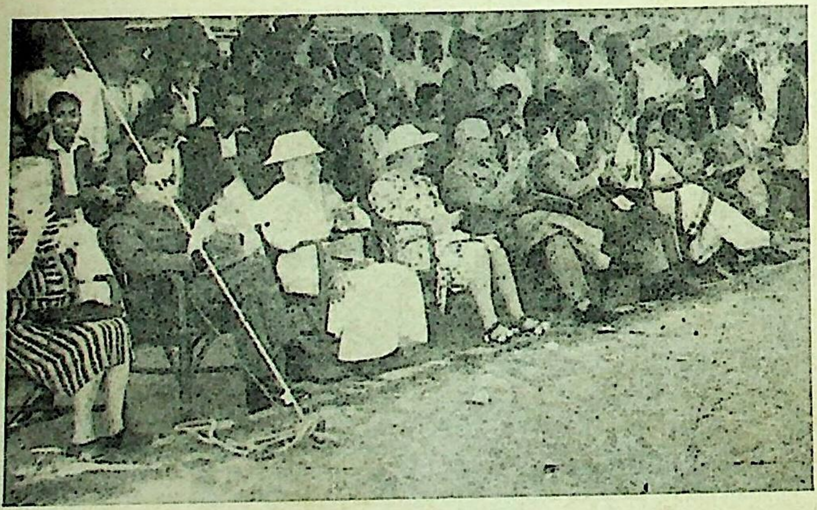

সংগঠক রাঘবেন্দ্র ২।৭ রাজপুত রেজিমেণ্ট, বহরমপুর।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

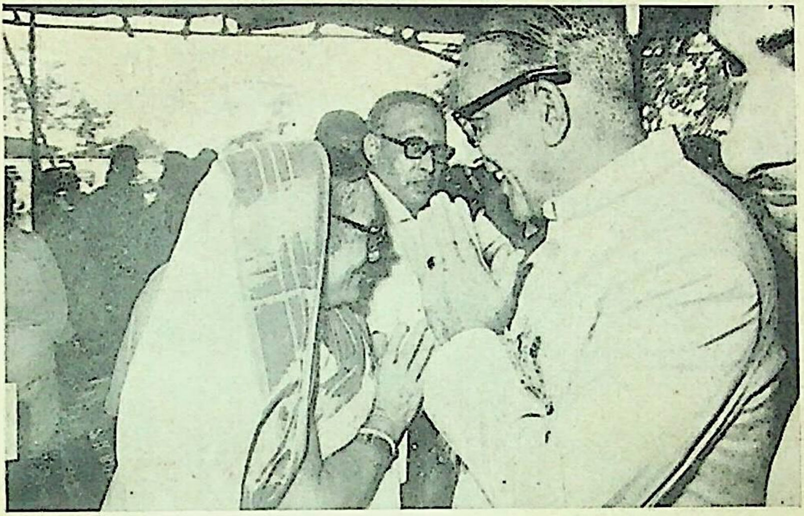

হাওড়া হোমসের ২৭তম বার্ষিক উৎসবে রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস ও শ্রীমতী সরমা দেবী পরস্পরকে অভিনন্দন জানাচ্ছেন।

রাজ্যপাল শ্রী এ. এল. ডায়াস ও তাঁর স্ত্রী শ্রীমতী ডায়াসকে হাওড়া হোমসের পথ থেকে স্বাগত জানাচ্ছেন কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ও সহ-সভাপতি পুলিস কমিশনার শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ও অন্যান্য সদস্যবৃন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কলকাতা রাজভবনে : ১৯৪৬ সাল। প্রাক্তন ভাইসরয় অব ইণ্ডিয়ার পত্নী লেডি রিডিং, গভর্ণর লর্ড কেসির পত্নী লেডি কেসির সঙ্গে শ্রীমতী সরমা দেবী ও উইমেন ভলেণ্টারী সার্ভিসের অন্যান্য কর্মীবৃন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পরিশেষে ইহাই বলিব, হে মহান কর্মযোগী আপনার অদম্য আকাংখা এই কথাই প্রমাণিত করে যে, ঈশ্বরের অস্তিত্ব রহিয়াছে এই মর্ত্যলোকের অগণিত মানুষের মধ্যেই। তাহাদের নিত্য লীলা সেই মহান পুরুষের লীলারই অভিব্যক্তি। মানুষ এইভাবে ভূমি থেকে ছুটে চলেছে ভূমাতে। এইভাবে সত্যকে উপলব্ধি করিতেছে। জানিতেছে এ সত্য অত্যন্ত কঠিন। ইহার উপলব্ধির পথ কুসুমাস্কীর্ণ নয়। কন্টকাকীর্ণ। তথাপি যিনি তাঁহাকে জানিতে পারেন তাহার কাছে সমগ্র বিশ্বের বস্তুতান্ত্রিক সুযোগ সুবিধা অনিত্য বলিয়া মনে হয়। তিনি সর্বমানবের কল্যাণে সর্বসুখ বিসর্জন দিতে দ্বিধাবোধ করেন না। তাহার মনে অহঃরহঃ সেই মহান বাণী ধ্বনিত হয়।

যুজে বাং ব্রহ্ম পূর্ব্বং নমোভি-
র্বিশ্লোক এতু পথ্যেব সুরেঃ।

শৃণ্বন্তু বিশ্বে অমৃতস্য পুত্রা
আ যে ধমানি দিব্যানি তস্থুঃ।

হে অমৃতের পুত্রগণ! তোমরা শোন আমি সেই দিব্য পুরুষের সন্ধান পাইয়াছি। সেই চিরন্তন ব্রহ্মকে প্রণাম করি।

কে সে?

একদা এই ভারতের ধূলিকণায় আবির্ভূত হয়েছিলেন এক মহর্ষি শক্তিমান সন্ন্যাসী স্বামী বিবেকানন্দ দরিদ্র মধ্যবিত্ত ভারতের বুকে। তিনিই সেই পরম প্রশ্নের উত্তর পাইয়াছিলেন।

কি সে?

বহুরূপে সম্মুখে তোমার ছাড়ি কোথা
খুজিছ ঈশ্বর?
জীবে প্রেম করে যেইজন
সেইজন সেবিছে ঈশ্বর।

আজকের কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র বুঝিবা সেই অভয় মন্ত্র পুনর্ব্বার

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

উচ্চারণ করিলেন। দিকে দিকে ছড়াইয়া দিলেন সেই বাণী। তিনি বলিলেন ঃ

গর্বিত মানুষ
চেয়েছিল দেবতাকে পেতে
মন্দির প্রাঙ্গণে,
দেবতা পাথর না, রয়েছে অন্তরে।
তিনি বলিলেন ঃ
সত্য যুগ যুগ ধরে
বদলেছে রূপ
শাশ্বত থেকেছে অক্ষয়।
আরও বলিলেন ঃ
অমরতা নয় কাম্য
ঐশ্বর্য ক্ষমতা
কোনো কিছু নয়
শুধু হিয়া রবে জেগে
গাবে তাঁর জয়।

সেই মহান চিন্তায় নবীন বাঙালী জাগিয়া উঠুক ইহাই তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র

দ্বিতীয় অধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

বাগ্মী রাঘবেন্দ্র

কলকাতার বিভিন্ন উৎসবে রাঘবেন্দ্রর ভাষণ অসংখ্য জীবনকে অনুপ্রাণিত করেছে। তাঁর ভাষণের মধ্যে পাওয়া গেছে সুগভীর তথ্য, চিন্তার প্রাচুর্য, সর্বোপরি হৃদয়ের অকৃত্রিম উত্তাপ। সেই দরদভরা অসংখ্য ভাষণের দুটি এখানে সন্নিবিষ্ট করা হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

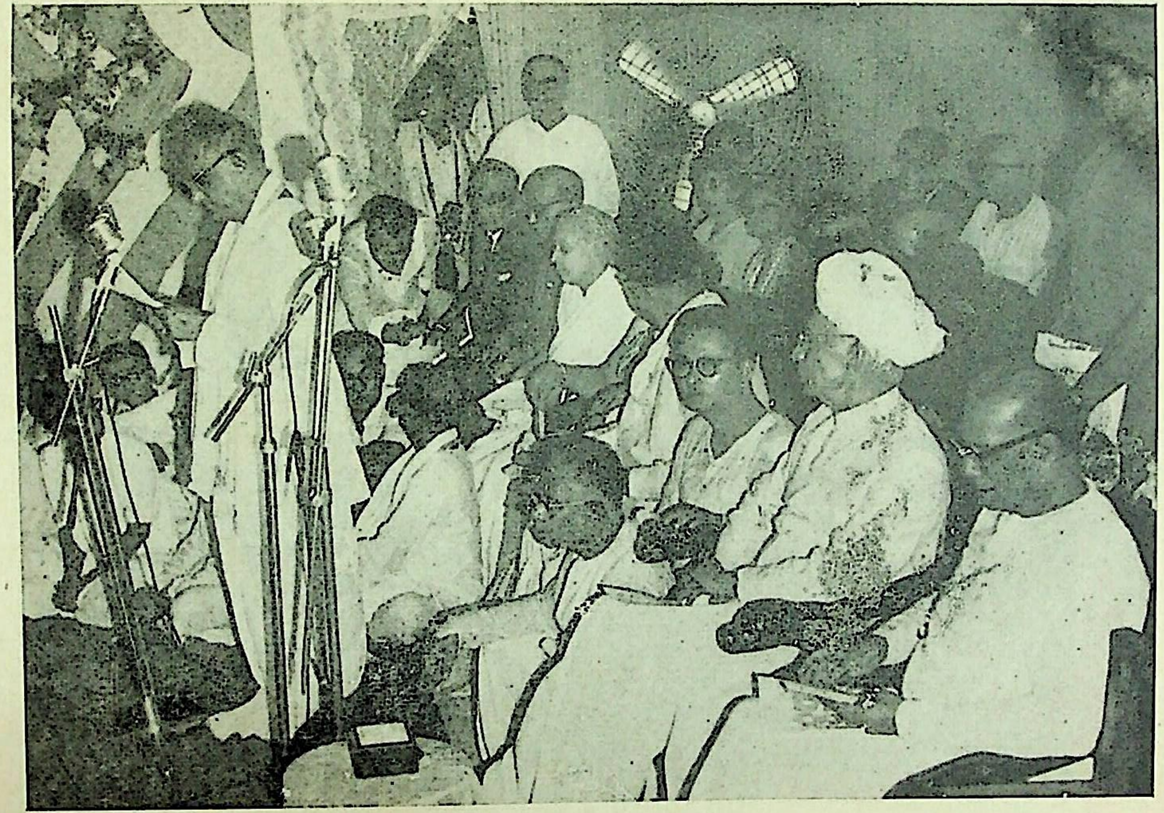

ইউনিভার্সিটি ইন্সটিটিউটে ভাষণরত বাগ্মী রাঘবেন্দ্র। রাষ্ট্রপতি সর্বপল্লী রাধাকৃষ্ণান, বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত ও পশ্চিমবঙ্গের মুখ্যমন্ত্রী প্রফুল্লচন্দ্র সেন, লেডী রানু মুখার্জিকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

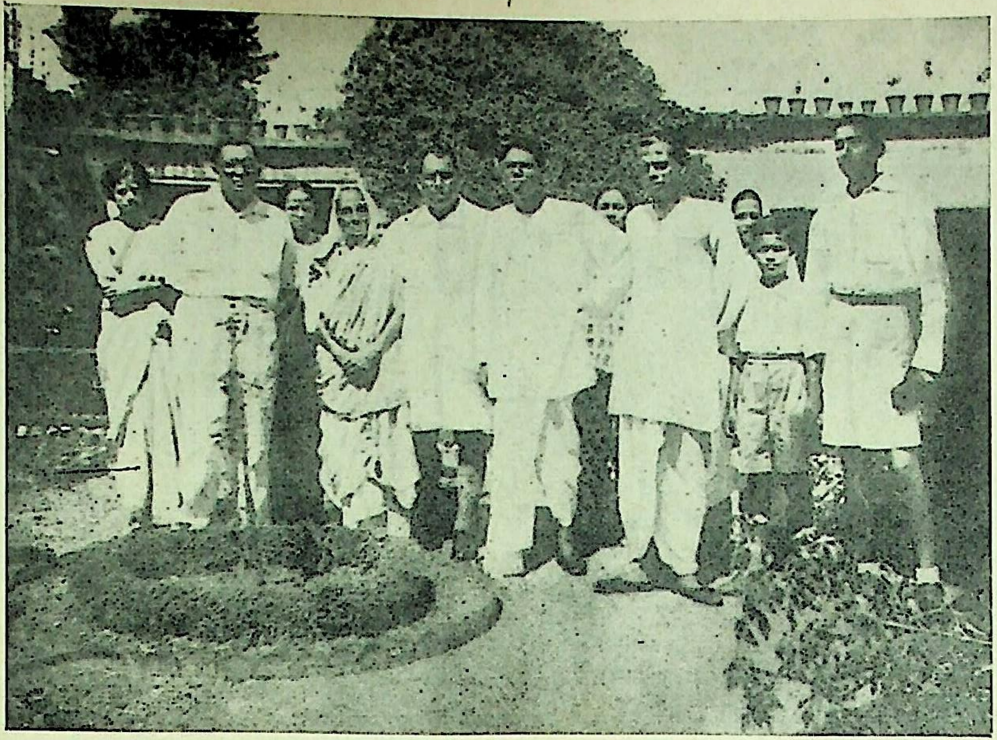

মাতার সঙ্গে রাঘবেন্দ্র—ভ্রাতা জ্ঞ্যানেন্দ্রনাথ ও শচীন্দ্রনাথ ও পুত্র সমরেন্দ্রনাথ। চ্যাপেল রোডের নূতন বাড়ীতে বৃক্ষরোপণ উৎসব উপলক্ষে—১৯৪২

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমসের ২৭তম প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে

প্রতিষ্ঠাতা শ্রী রাঘবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভাষণ

মাননীয় রাজ্যপাল, সভাপতি, প্রধান অতিথি বিশিষ্ট অতিথিবৃন্দ এবং সমবেত মাতৃমণ্ডলী ও ভদ্রমহোদয়গণ,

জীবনে এগিয়ে চলাই সত্য। জগৎ জীবন সবই এগিয়ে চলেছে। সভ্যতা সংস্কৃতি এগিয়ে চলেছে। প্রকৃতির সেই অনিবার্য কারণে হাওড়া হোমস ২৭ বৎসরে পদার্পণ করলো। প্রতি বছরের মত এবারও আমরা হাওড়া হোমসের প্রতিষ্ঠা দিবস পালন করছি। পুঁথিগত বিদ্যায় বাঙালী পারদর্শী হলেও বাঙলার যুবশক্তির যথোপযুক্ত প্রয়োগ হয়নি। সেই যুবশক্তির কর্মোদ্দীপনাকে দেশের কাজে লাগাবার মহৎ প্রেরণায় হাওড়া হোমস শিল্প-নিকেতনের উৎপত্তি। এই শিল্প-নিকেতনের প্রায় ২০ হাজার ছাত্র এবং ২ হাজার ছাত্রী আজ জীবনে প্রতিষ্ঠিত হয়ে সকলের সেবায় আত্মনিয়োগ করেছেন।

ঈশ্বরের আশীর্বাদে আজ এই শুভ অনুষ্ঠানে মিলিত হয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের মধ্যে আপনাদের পেয়ে সকলকে আন্তরিক অভ্যর্থনা জানাচ্ছি।

প্রথমেই হাওড়া হোমসের পুরোধা ও পৃষ্ঠপোষক পরলোকগত সুবোধ চৌধুরী ও রণদা সাহার নাম শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি। স্বগতঃ সুবোধ চৌধুরীর নামে এই চৌধুরী নগর স্থাপিত হয়েছে। তিনি হাওড়া হোমস নির্মাণে ২০ বিঘা জমি ও নগদ ৩০ হাজার টাকা দান করেন। তিনি গত বৎসর দেহত্যাগ করেছেন। স্বর্গত রণদা সাহা হাওড়া হোমস নির্মাণে ৩২ হাজার টাকা দান করেছেন। বড়ই দুঃখের বিষয় পূর্ব-পাকিস্তানের অধুনা বাংলাদেশের গত গণ-অভ্যুত্থানের সময় তিনি গুণ্ডাদের দ্বারা নৃশংসভাবে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

নিহত হন। তাঁদের আত্মার স্মৃতির প্রতি আমরা শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করছি।

হাওড়া হোমসের পূর্ণাঙ্গ রূপায়ণের জন্য নিম্নোক্ত বিষয়ে যথোপযুক্ত পদক্ষেপ ফেলার আশু প্রয়োজন।

(১) লিংক রোড
(২) প্রাথমিক বিদ্যালয়ের স্বীকৃতি
(৩) মহিলা বিভাগ
(৪) মৎস্য চাষের শিক্ষাকেন্দ্র
(৫) বিবেকানন্দ পাঠাগার
(৬) আন্তর্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্র।

লিংক রোড

ইচ্ছা থাকলেই উপায় হয় এই স্বার্থক বাক্যের রূপায়ণ আমরা মনে-প্রাণে উপলব্ধি করছি আমাদের প্রতিটি কর্মের ভিতর। তিলতিল করে এই তিলোত্তমা হাওড়া হোম্‌স সৃষ্টি হয়েছে, বিধাতা যেখানে মানুষের সহায় সেখানে বাধার শনিগ্রহ কিছু অনিষ্ট করিতে পারেনা তার জাজ্বল্যমান দৃষ্টান্ত "হাওড়া হোমসের নতুন রাস্তা"। বহু চেষ্টার ফলে Chief Engineer এর অনুমোদন সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ মনস্থির করতে পারছিলেন না। যদিও ২ লক্ষ টাকার এষ্টিমেট গর্ভমেণ্ট মঞ্জুর করেন কিন্তু রাস্তার প্রবেশ মুখে সামান্য একটু জমি ছাড়তে রেল-কর্তৃপক্ষের এত বাধা কেন তাহা আমরা বুঝে উঠতে পারছিলাম না।

২৩শে জুন রবিবার ১৯৬৮ সালে এমনি সময়ে এই প্রাঙ্গণে, এইরূপ মঞ্চের উপর, ত্রয়বিংশ প্রতিষ্ঠা দিবস বাংলার গৌরব তদানীন্তন ভারতের শিক্ষামন্ত্রী ডাঃ ত্রিগুনা সেন ও আমাদের তদানীন্তন প্রধান পৃষ্ঠপোষক রাজ্যপাল শ্রী ধর্মবীরের সম্মুখে পালিত হয়। সেদিন রাস্তা সম্বন্ধে যা বলেছিলাম সেই কথাটি মনে পড়ে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দীর্ঘ ১০ বৎসর পত্র লেখালেখি সত্ত্বেও আমাদের পশ্চিমবঙ্গ সরকার রাস্তা নির্মাণের জন্য ২ লক্ষ টাকা মঞ্জুর করা সত্ত্বেও দক্ষিণ-পূর্ব রেল-কর্তৃপক্ষ রাস্তার প্রবেশ মুখে সামান্য একটু জমি ছাড়তে বাধা দেন। তদানীন্তন আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী ধর্মবীর সেদিনকার সভাপতিরূপে এই বাধাটি সম্বন্ধে বিশেষ অনুসন্ধান করেন। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৫ দিনের মধ্যে রেলওয়ে কর্তৃপক্ষ তাঁদের বাধা তুলে নেন। বড়ই আনন্দের বিষয় যে সেই রাস্তাটি আমাদের প্রধান পৃষ্ঠপোষক মাননীয় রাজ্যপাল শ্রী এ এল ডায়াস আজ উদ্বোধন করলেন।

আঁকা-বাঁকা পথ দিয়ে জনসাধারণের যাতায়াতের অসুবিধা দূর হ'লো। পুরাতন রাস্তা বর্ষাকালে জল-কাদায় অগম্য হয়ে যেত। ছাত্রছাত্রী, বিদ্যার্থী, শিক্ষক ও অন্যান্য কর্মচারীদের রেল স্টেশনে নেমে কর্দমাক্ত রাস্তা দিয়ে আসবার দুঃখ দূর হ'লো। পশ্চিমবঙ্গ সরকার ও রেলওয়ে কর্তৃপক্ষকে ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

এই প্রসঙ্গে স্বর্গীয় রামনিবাস ঝুনঝুনওয়ালার কথা উল্লেখ করা আবশ্যক। হাওড়া হোম্‌স প্রতিষ্ঠানে গোড়াতেই তিনি ২১,০০০ টাকা দান করেন। আর এই নূতন কাজের জন্য তাঁর নিজস্ব জমি প্রায় ৩ বিঘা হাওড়া হোম্‌সকে দান করেন। হাওড়া হোম্‌স আবার সেই জমি রাস্তা নির্মাণের জন্য সরকারের হাতে দিয়ে দেন।

সেই মহান ব্যক্তি আজ আমাদের মধ্যে নাই। তাঁর ভ্রাতা ও ছেলেরা এখানে উপস্থিত আছেন। তাঁদের সঙ্গে আমরা আজ সেই মহান ব্যক্তির আত্মার মঙ্গল কামনা করে নিজেদের গৌরবান্বিত মনে করছি।

এই রাস্তাটি নির্মাণের জন্য আমাদের কার্যকরী সমিতির সভ্য ও Suptd. Engr., P.W.D. শ্রী রঘুদাস বাউল ও Howrah Construction Divn., P.W.D (Road)-এর ভূতপূর্ব প্রশাসক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীহরিশঙ্কর ভার্মার কাছ থেকে যে সাহায্য ও সহানুভূতি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পেয়েছি তাহাতে আমি হাওড়া হোম্‌স কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে তাঁদের বিশেষ ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

পরিশেষে বর্তমান প্রশাসক ইঞ্জিনিয়ার শ্রীটি, বর্মন ও তাঁহার সহকারী ও অন্যান্য কর্মচারীদের ও তাঁহাদের সহযোগিতার জন্য ধন্যবাদ জানাচ্ছি।

প্রাথমিক বিদ্যালয়

আজকের শুভানুষ্ঠানে জনপ্রিয় প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রী অজয়কুমার মুখোপাধ্যায়কে আমাদের প্রধান অতিথি হিসেবে পেয়ে আমরা বিশেষ কৃতার্থ বোধ করছি। তাঁর সঙ্গে প্রতিষ্ঠানের যোগাযোগ পরোক্ষভাবে অনেক দিনের। দেশের মানুষ তাঁর পরম আত্মীয়। সেই সেবাব্রতী হোম্‌সের নিজস্ব প্রাঙ্গণে অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয় উদ্বোধন করেন। দীর্ঘ ৪ বৎসর ধরে জনগণের আর্থিক সহায়তায় এবং আমাদের Trustee শ্রীযুক্ত তুলসীচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের অর্থ সাহায্য ও শিক্ষিকাদের স্বেচ্ছামূলক কায়িক পরিশ্রমে ইহা কোনমতে চলছে। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে একথা জানাচ্ছি যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ এই বিদ্যালয়টিকে স্বীকৃতি না দেওয়ায় ও আর্থিক সহায়তা প্রদান না করায় এখানকার শিক্ষয়িত্রীদের আর্থিক দুর্দশার মধ্য দিয়ে কাটাতে হচ্ছে। আরও বিশেষ দুঃখের বিষয় যে স্থানীয় শিক্ষা বিভাগের কর্তা ও জেলা শাসকের বিশেষ চেষ্টা সত্ত্বেও সরকারের স্বীকৃতিদানে কেন বিলম্ব হচ্ছে জানিনা।

সম্প্রতি CMDA সংবাদপত্রের মাধ্যমে জনসাধারণের কাছে এই আবেদন জানান যে যদি কোন সংস্থা ৪ কাঠা জমি দেন তাহলে তাঁরা ৪০,০০০ হাজার টাকা দিয়ে প্রাথমিক বিদ্যালয়ের গৃহ নির্মাণ করে দেবেন। আমরা ঐ আবেদন অনুসারে জমি

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

দেবার স্বীকৃতি দিয়ে বিদ্যালয় গৃহ নির্মাণের সহযোগিতার জন্য আবেদন করেছি।

যাহা হউক না কেন অধুনা এই বিদ্যালয়ে বহু ছেলেমেয়ে পড়ছে। উপযুক্ত শিক্ষকেরও অভাব নেই। সরকারী ঔদাসীন্যে বিদ্যালয়টি আজও অবহেলিত হয়ে পড়ে আছে। এই বিদ্যালয়ের উন্নয়নের জন্য পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষামন্ত্রীর কাছে আমাদের বিনীত নিবেদন যে তিনি যেন অবিলম্বে প্রতিষ্ঠানটিকে স্বীকৃতি দিয়ে এর বিকাশের সহায়তা করেন।

মহিলা বিভাগ

হাওড়া হোম্‌স স্থাপনের শুরু থেকেই এই মহিলা বিভাগটি স্থাপিত হয় এবং বয়ন ও অন্যান্য বৃত্তিশিক্ষার ব্যবস্থা করেন। W.V.S. হাওড়ার মহিলা উদ্যোক্তাগণ শ্রীমতী সরমা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে ১,২৬,০০০ টাকা মহিলাদের নানাবিধ শিল্পবৃত্তি শিক্ষার জন্য হাওড়া হোম্‌স কর্তৃপক্ষের হস্তে প্রদান করেন। কিন্তু আজ পর্যন্ত দুঃখের বিষয় মহিলা বিভাগের নিজস্ব কোন গৃহ নেই। যদিও হাওড়া হোম্‌সের জন্মদিনে মহিলা বিভাগের নামে প্রস্তর-ভিত্তি এখনও আছে এবং উহার নাম "সরমা-কুটির"। Commerce & Industries Dept. বৃহৎ এই অট্টালিকাটি পুরুষ ছাত্রদের জন্য ব্যবহার করছেন। সুবোধ-নিকেতনের দ্বিতলে আজ ২৬ বৎসর যাবৎ মহিলা বিভাগটি চলছে।

হাওড়া হোম্‌সের কর্তৃপক্ষ এই বিভাগটির সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য ১৯৬৭ সালে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের সমাজকল্যাণ বিভাগের হাতে তুলে দেন।

এই বিভাগের প্রসারণের তেমন ব্যবস্থা হচ্ছে না। Commerce & Industries Dept. সুবোধ-নিকেতন থেকে মহিলা বিভাগটি তুলে নেওয়ার জন্য বারংবার সমাজকল্যাণ বিভাগকে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

অনুরোধ করতে থাকেন। তাঁহারা হাওড়া হোম্‌স বিবেকানন্দ পাঠাগার ও কৃষ্টিকেন্দ্রের দক্ষিণে কমবেশী ১০ কাঠা পরিত্যক্ত জমি সমাজকল্যাণ বিভাগকে মহিলা শাখার গৃহ নির্মাণের জন্য হস্তান্তর করিবার প্রস্তাব করেন। দীর্ঘ ২ বৎসরের মধ্যে তার কোন ব্যবস্থা হলোনা।

সমাজকল্যাণ বিভাগ জমিটিতে যদি সত্বর একটি গৃহ নির্মাণ করে মহিলা বিভাগটি সেখানে স্থানান্তরিত করেন তবে সরকারের দুই বিভাগের মধ্যে বিতর্কের পরিসমাপ্তি ঘটে ও সঙ্গে সঙ্গে মহিলা শাখাটিতে আরও নানা বিষয়ে বৃত্তিশিক্ষার সম্প্রসারণের ব্যবস্থা হতে পারে। এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে মহিলাদের Nursing শিক্ষার জন্য বিশেষ চেষ্টা করা হচ্ছে।

আমাদের সরকারের কাছে একান্ত নিবেদন মহিলা বিভাগটি ও যেন পুরুষ বিভাগের সঙ্গে সঙ্গে উন্নতির পথে অগ্রসর হয়।

বিবেকানন্দ পাঠাগার

হাওড়া হোম্‌সের ত্রয়োবিংশতি প্রতিষ্ঠা দিবসে হাওড়া হোম্‌সের কৃষ্টিকেন্দ্রের আংশিক রূপে স্বামী বিবেকানন্দের নামে নূতন পাঠাগারের শুভ উদ্বোধন করেছিলেন নীরব কর্মযোগী ডাঃ ত্রিগুনা সেন। আপনাদেরই দানে ৭২,০০০ টাকা দিয়ে এই গৃহ নির্মাণ হয়েছে। তার মধ্যে পশ্চিমবঙ্গ সরকারের শিক্ষাবিভাগ ২০,০০০ টাকা দিয়েছেন।

পাঠাগারের আবশ্যকতা সম্বন্ধে সরকারের প্রতিনিধি হোম্‌স পরিদর্শন করে ১৯৬৬ সালে যে মন্তব্য প্রকাশ করেছিলেন তাঁর পুনরাবৃত্তি করলাম ঃ

"Considering the very large number of student trainees in general, who are likely to be benefitted, a Library and Reading Room seems to be an urgent

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

public necessity. The proposal for developing & expanding the existing nucleus library is now under Government consideration."

আমরা কৃতজ্ঞ হৃদয়ে জানাচ্ছি যে পাঠাগারটির বাৎসরিক খরচ সঙ্কুলনের জন্য শিক্ষাবিভাগের নিকট থেকে বাৎসরিক সাহায্য ৪,২০০ টাকা করে গত ১৯৭০-৭১ সাল হতে পাচ্ছি। পাঠাগারটি এখন সুষ্ঠুভাবে চালানো যাবে বলে আমরা আশা করছি।

মৎস্যচাষ শিক্ষাকেন্দ্র

হাওড়া হোম্‌সের ছাত্রদের বিভিন্ন প্রকার কারিগরী শিক্ষার সঙ্গে মৎস্যচাষ সম্বন্ধে শিক্ষাদানেরও পরিকল্পনা ছিল। এই বিষয়ে মৎস্য বিভাগের কর্তৃপক্ষ হাওড়া হোম্‌সের পার্শ্ববর্তী জলাজমি পরিদর্শন করে ঐ জলাজমি মৎস্যচাষের পক্ষে উপযুক্ত বলে সুপারিশ করেন।

হাওড়া হোম্‌সের কর্তৃপক্ষ দক্ষিণ-পূর্ব রেল (পূর্বতন B.N.R.) কর্তৃপক্ষের নিকট প্রায় ৬০ বিঘা (ত্রিকোণা) জলাজমি ছাত্রদের মৎস্যচাষ শিক্ষার জন্য জমা নেবার জন্য প্রস্তাব করেন। রেল-কর্তৃপক্ষ তাড়াতাড়ি এই প্রস্তাব অনুমোদন করেন এবং নামমাত্র ২ টাকা বাৎসরিক খাজনা ধার্য করেন। কিন্তু দুঃখের বিষয় কয়েক বৎসর পরে রেলকর্তৃপক্ষ আর ঐ জলাজমি হাওড়া হোম্‌সকে লিজ দিতে রাজি হননা।

আমরা উক্ত রেলকর্তৃপক্ষ ও সরকারের কাছে আবেদন করছি যেন তাঁহারা পূর্ব-ব্যবস্থা বহাল করে হাওড়া হোম্‌সকে ঐ জলা-জমিটি মৎস্যচাষ শিক্ষাকেন্দ্র স্থাপনের জন্য প্রদান করেন।

আন্তর্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্র

হাওড়া হোম্‌সের কর্তৃপক্ষ I.T.I-র পাশে থেকে দেশের সেবায় চিরদিন রত থাকবেন। হাওড়া হোম্‌স শিল্প-নিকেতন যাহাতে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শান্তি-নিকেতনে পরিণত হতে পারে তারই চেষ্টা চলছে। এই উদ্দেশ্য সফল করতে গেলে যুবক ছাত্রদের শিল্প-শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে চাই সুস্থ মন, শুদ্ধ মনোভাব, যৌগিক ক্রিয়া ও ব্যায়ামের মাধ্যমে সতেজ দেহ। এইজন্য একটা কৃষ্টিকেন্দ্র ও পাঠাগার নির্মাণ করবার জন্য কয়েক বৎসর ধরে আমরা বিশেষ চেষ্টা করছি।

১৯৫৮ সালে এপ্রিল মাসে ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় "সরমা কুটির" উদ্বোধন কালে এই প্রচেষ্টা অনুমোদন করেন এবং জনসাধারণের নিকট প্রতিশ্রুতি দেন যে সাধারণের নিকট সংগৃহীত অর্থের দ্বিগুণ অর্থ পশ্চিমবঙ্গ সরকার সংস্কৃতি ভবনের জন্য দেবেন।

বিগত ২০শে জুলাই ১৯৫৮ সালে ভারতের তদানীন্তন প্রধান বিচারপতি ডাঃ সুধীররঞ্জন দাস আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি ভবনের ভিত্তি-প্রস্তর স্থাপন করেন। এই প্রসঙ্গে তিনি বলেছিলেন :—

"The purpose of the new wing of Howrah Homes was not only to propagate indigenous culture of India but also make available the culture of all nations. In a country where people suffer from shortage of food and other materials, bare necessaries of life, it might sound some what odd to talk of—cultural attainments. None-the-less man requires food for mind and intellect. The propagation of Indian culture stimulates the strength of character and fosters the habit of self reliance, service and sacrifice."

ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের আহ্বানে আমরা প্রস্তাবিত সংস্কৃতি-ভবনের Scheme & Plan করেছিলাম। কিন্তু তাঁর অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে আমাদের কাজ ব্যাহত হয়। পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী শ্রীযুক্ত প্রফুল্লচন্দ্র সেন মহাশয়ের সঙ্গে আমাদের পত্রালোচনা হয় এবং

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পশ্চিমবঙ্গের শিক্ষাবিভাগে Scheme-টি বিবেচনাধীন থাকে। আমরা এ পর্যন্ত সংস্কৃতিভবনের জন্য জনসাধারণের কাছ থেকে ৬০,০০০ টাকা সংগ্রহ করেছি। প্রকল্পটি সম্পূর্ণ করতে প্রায় ২ লক্ষ টাকার প্রয়োজন।

কমিউনিটি হ'ল বহুদিন তৈরী হয়ে গেছে—প্রচেষ্টাটিকে বিবেকানন্দ আন্তর্জাতিক সংস্কৃতিভবন ও পাঠাগার নামে অভিহিত করা হয়েছে। আমাদের পরম শ্রদ্ধাভাজন ভূতপূর্ব রাষ্ট্রপতি ডাঃ রাধাকৃষ্ণন এই ভবনের উদ্বোধন করবেন বলে সম্মত হয়েছিলেন। দুর্ভাগ্যবশতঃ গৃহ-নির্মাণের বিলম্বের জন্য এ-কাজ হয়ে উঠেনি।

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্র ও বিবেকানন্দ পাঠাগারের উন্নতির জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষাবিভাগকে একটি পরিকল্পনা তৈয়ার করে তাঁহাদের উপদেশ মত পশ্চিমবঙ্গ সরকারের মাধ্যমে পাঠানো হয়েছিল। পরিকল্পনাটি মোট ৮৪,০০০ টাকার তৈয়ার করা হয়েছিল এবং হাওড়া হোম্‌সের কর্তৃপক্ষ এর জন্য ৬০,০০০ টাকার অনুদান চেয়েছিলেন। কেন্দ্রীয় শিক্ষাবিভাগ মোট ১০,০০০ টাকা সাহায্য মঞ্জুর করে প্রথমে ১,০০০ টাকা দান করেন এবং বাকী ৯,০০০ টাকা আশা করি বর্তমান আর্থিক বৎসরের মধ্যে পাওয়া যাবে।

এই আন্তর্জাতিক কৃষ্টিকেন্দ্র এখনও অসমাপ্ত, এর জন্য **প্রচুর অর্থ ও সামর্থ্য দরকার।** আপনাদের সহযোগিতা ভিন্ন এ-কাজ শেষ হতে পারেনা। তাই আমি আজ এই উৎসব উপলক্ষে আবেদন জানাচ্ছি আপনাদের কাছে পূর্ণ সহযোগিতা ও সাহায্যের জন্য।

পরিচালনা সমিতি

পশ্চিমবঙ্গ সরকারের কাছে হাওড়া হোম্‌সের হস্তান্তরের সময় তৎকালীন মুখ্যমন্ত্রী ডাঃ বিধানচন্দ্র রায় হাওড়া হোম্‌স আই টি. আই.-এর সুষ্ঠু পরিচালনার জন্য একটি পরিকল্পনা সমিতি গঠন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

করেন। এই সমিতি সরকারের প্রতিনিধি ও দেশের লব্ধ প্রতিষ্ঠ শিল্প প্রতিনিধি এবং হাওড়া হোম্‌সের ৫ জন প্রতিনিধি নিয়ে গঠিত হয়। সরকার ও জনগণের ঐক্যবদ্ধ প্রচেষ্টার মধ্য দিয়ে এই সংস্থা ছাত্রছাত্রীদের শিক্ষার শেষে যাতে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে তারজন্য ব্যবস্থা করা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল। অত্যন্ত দুঃখের সঙ্গে জানাচ্ছি কাগজে কেবলমাত্র এই সঙ্কল্পটি আছে তা যথাযথভাবে কার্যকরী হয়নি।

আজকের এই শুভ-অনুষ্ঠানের মাননীয় সভাপতি শিল্পমন্ত্রী শ্রীযুক্ত তরুণকান্তি ঘোষ মহাশয়ের কাছে আমাদের বিনীত আবেদন এই যে তিনি যেন পরলোকগত ডাঃ বিধানচন্দ্র রায়ের সেই মহৎ উদ্যমকে কার্যে পরিণত করে হাওড়া হোম্‌স পরিচালনা সমিতি গঠন করে বাঙলার যুব শক্তিকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের চারটে অনুষ্ঠানে এসেছেন। আমরা আশা করবো তিনি বাঙলার যুব শক্তিকে নতুন উদ্যমে বিভিন্ন ক্ষেত্রে আপন প্রতিভা বিকাশের কাজে পথ প্রদর্শন করে বেকার সমস্যার সমাধার করবেন। তাঁর জনপ্রিয় নেতৃত্ব ও চিন্তাশীলতায় এই নতুন দিকের শুভ উদ্বোধন হবে বলে আমার স্থির বিশ্বাস।

১৯৪৫ সালে হাওড়া হোম্‌সের ভিত্তি-স্থাপনের সময় যে আমার প্রাণের কথা বলেছিলাম সেই কথাগুলি পুনরায় বলছি ঃ—

"Let there be no Place for Politics, Communal, Parochial or Political, in this Institution of Howrah. Let it be neither official nor non-official. Let it be simply Human. Let its one object be, 'To serve the suffering humanity,' indeed, it be the one Platform in Howrah where all shades of opinion can and should meet to work out our common objects from different parts of our vast country."

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রসঙ্গত মনে পড়ছে জেলাশাসক শ্রী দীপক রুদ্র আমাদের শীঘ্রই ছেড়ে চলে যাচ্ছেন। তিনি এই প্রতিষ্ঠানের সভাপতি হিসেবে খুঁটিনাটি ব্যাপারে যে ঐকান্তিক আগ্রহ ও দরদ প্রকাশ করেছেন, নানা সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন, তার তুলনা হয় না। তিনি যেখানেই যান তাঁর উন্নতি কামনা করি। হাওড়া জেলার জনসাধারণের জন্য তিনি যে আদর্শ নিয়ে সেবা করেছেন সেই মহৎ আদর্শের কথা আমরা কোনদিন ভুলতে পারবো না।

আমি ঈশ্বরে বিশ্বাসী। তাঁর অশেষ করুণা ও আশীর্বাদ ব্যতীত আমার স্বপ্নের, আমার সাধের হাওড়া হোম্‌সে আজ উপস্থিত থাকা অসম্ভব হত। হাওড়া হোম্‌সের এই বিস্তারে, তার খ্যাতিতে জগদীশ্বরের করুণা বিনা কিছুই কোনদিন রূপায়িত হতে পারতো না। আমার আন্তরিক অনুরোধ আপনারা সুযোগ পেলেই হাওড়া হোম্‌স পরিদর্শনে আসবেন। দর্শন বলছি কেননা এখানে রয়েছে শ্রীশ্রী৺কেদারেশ্বরের মন্দির। প্রাকৃতিক পরিবেশে আপনাদের মন শান্ত হবে। আজকের নব-জাগরণের দিনে নতুন তরুণদের হাতে হাওড়া হোম্‌স তুলে দিয়ে আমি সরে দাঁড়াতে চাই। এই শিল্প ও কৃষ্টিকেন্দ্রের বিকাশে সেই নতুন উদ্দীপনাময় যুবশক্তি এগিয়ে আসুন, এই আমার ঐকান্তিক কামনা।

বন্দেমাতরম্॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ADDRESS BY SRI RAGHABENDRA BANERJEE, CHAIRMAN, PLATINUM JUBILEE CELEBRATIONS COMMITTEE OF THE CALCUTTA UNIVERSITY INSTITUTE ON THE 31st AUGUST, 1966

Rashtrapati Dr. Radhakrishnan, Chief Guest Sm. Naidu, President Sri Prafulla Chandra Sen, Brothers and Sisters.

The history of the Calcutta University Institute is the history of one important aspect of the educational and cultural development of Bengal in modern times.

Sir, we recall with pride today, when on the 49th Foundation Day Celebrations of the Institute, you, as our esteemed friend and guide, addressed the members from this very platform on the 31st August, 1940 and observed : "Institutions like this, were supposed to supplement the work which the Universities and Colleges did, enabling the alumni to acquire and practise, the virtues of body and mind. Physical exercises, intellectual discussions and study-groups—these were among the main activities of such institutes."

Our thoughts go back in deep reverence to the memory of eminent persons who are no longer with us today and whose portraits adorn the walls of the Institute and in solemn silence inspire us, young and old, to follow their lofty ideals. Prominent among them were—Rev. Protap Chandra Majumdar, Bankim Chandra Chatterjee, Ananda Mohan Bose, Surendra Nath Banerjee, Dr. Gooroo das Banerjee, Rev. Kali Charan Banerjee, H. Lee, Dr. Mahendralal Sircar, Principal Umesh Chandra Dutta, Rev. J. Morrison, Rev. A. Tomory, Rev. J.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Edward, Rev. W. Whitehead, Rev. H. Stephen, Rev. A. P. Beggs, Raja Peary Mohan Mukherjee, Pundit Mahesh Chandra Nayaratna, Devendra Chandra Ghosh and Abdul Jabbar who all keenly felt, as long back as in 1891, the supreme necessity of providing the students of the University a kind of moral training which would confer on them "good manners, manly conduct, practical wisdom, pious life and social order."

I may say, Sir, having an intimate connection with the Institute for 57 years from my student days that the blessings of the illustrious leaders have borne fruit and in fact the Institute became a centre, round which clustered the best minds of Bengal and radiated culture outside.

In the short time given to me today, I can hardly do justice in condensing the various activities of this Institute during the last 75 years. The history of the Institute is before you today in the Souvenir Volume One. I will take the liberty of confining myself to a few important chapters in the history of the Institute.

On 31st August, 1891, the present Institute was formally inaugurated at a meeting held at the Town Hall of Calcutta in the name of "The Society for the Higher Training of Young Men". The principal object was to combine "instructive amusement with relaxation from serious occupation". As it was felt that the Society needed accommodation, the Government of Bengal let out the east wing of the Hindu School as a Reading and Lecture room. In this building the activities

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of the Institute were confined for nearly 25 years, Acharya Jagadish Bose, along with Father Lafont, first demonstrated here life in plant. Rishi Bankim gave series of lectures on the Vedas. Rabindranath composed on the spot his famous song "Kemon Kore Gan Koro He Guni, Gan Gaiṭe Bolo Na." His literary genius illumined the discussions in the Hall on many an occasion.

In an extra-ordinary meeting of the General Committee on the 15th August 1896, presided over by Raja Peary Mohon Mukherjee, Dr. Rash Behari Ghosh moved that the name of the Society be altered to Calcutta University Institute. Dr. Gooroodas Banerjee opposed it. The original motion was carried and the permission of the University of Calcutta and the approval of the Government were duly obtained.

Under the inspiring presidentship of Rishi Bankim Chandra Chatterjee as the first President of the literary seetion, the "Calcutta University Magazine" saw the light of the day in 1894.

The Inter-Collegiate Recitation Competition was introduced for the first time in the year 1896 in Bengali, English and Persian which is a notable feature of the Institute with Sanskrit and Urdu till the present day. In the first year's recitation competitiou in Bengali and English among the judges were Gooroodas Banerjee, Rabindra Nath Tagore, Nabin Chandra Sen, Chandra Nath Basu, Hirendra Nath Dutta, Dr. C. R. Wilson, Rev. M. S. Macdonald and Kali Charan Banerjee.

In 1899 the first Bengali play Meghnad Badh

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

and Julius Caesar in English were staged by the junior members of the Institute. Raja Peary Mohan Mukherjee, who presided on the occasion, expressed the hope that such performances under expert guidance of erudite scholars would determine and guide the future National stage of India by getting the correct standard. The charity performances of D. L. Roy's "Chandra Gupta" in 1911, Girish Ghosh's "Jana" in 1912, "Ashoke" in 1913 and Khirod Bidyabinode's "Ranjabati" in 1914 organised for a laudable humanitarian object—the building up of a students aid fund, made histories for themselves. The histrionic talents which made Prof. Sisir Bhaduri and Naresh Mitra famous actors of the Bengali stage in moders times were developed in thsi Institute. The entire technique of the stage-craft was thoroughly revolutionised with the aid of scholars, Dr. Suniti Chatterjee taking the lead. I took part in all the aforesaid performances. These opportunities enabled me to organise and produce Rabindranath's "Mukta Dhara" on the Y.M.C.A. stage in London in the beginning of 1929 along with Sri Hironmoy Banerjee (Vice-Chancellor of the Rabindra Bharati), Dr. Nalinakhya Sanyal, Dr. H. N. Roy and other prominent members of the Institute in the immediate presence of our beloved leader Sm. Sarojini Naidu. The hope expressed by Raja Peary Mohan in 1899 is now being amply realised.

It may be mentioned here that the Students Fund was started by the students themselves with the initiative of late Dr. Aghore Ghosh in 1908

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

to help their needy brethren in colleges with monthly stipends, paying portion of Examination fees and in the purchase of books. It was mainly through the efforts of Sir Devaprasad Sarvadhikary, the fund made rapid progress. After his demise Lady Sarvadhikary made a generous donation of Rs. 4,000/- in memory of her illustrious husband. It was later augmented with the donation of Rs. 6,000/- from Lord and Lady Hardinge. Today the figure stands at Rs. 31,000/-.

It was by no means a story of 'all play and no work' with us in the Institute. The various sides of our activities were not at all neglected. Before the formation of the University Sports Board, it was the monopoly of the Institute, for full 47 years, to provide students of all colleges with facilities for various sports and games under the leadership of well-known sportsmen. Hardinge Birthday Shield run by the Institute is a great annual event amongst students of various colleges in Calcutta even to the present day. Our gymnasium has made a great name and fame in body-building and weightlifting.

The Hindu School Hall, which so long housed the Institute, was requisitioned by the Government in 1906. Prof. Benoyendra Nath Sen, Secretary, managed to avoid the calamity but unfortunately he passed away in 1912. After his demise the chief task of acquisition of land on which the Institute stands at present and realisation of the promised grant of 3 lacs from the Government for construction of the building was taken up by his able successor Prof. Khagendra Nath Mitra as Secretary.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

To our dismay the first world war broke out in August 1914 and the Government was vascillating about the grant. Fortunately about this time Sir Harcourt Butler, Education Member of the Government of India, visited Calcutta when the senior and junior members met him at a social in the Institute Hall. Sir Gooroodas and Prof. Khagendra Nath Mitra at this meeting exhorted Sir Harcourt to redeem the Government promise. I spoke as representative of the junior members and urged on the necessity of a building of our own with our growing membership. We achieved our object. Sir Harcourt on return to Delhi finally sanctioned the money.

In 1915 amidst cheering crowd of thousands of students and professors of different colleges in Calcutta, Lord Carmaichael laid the marble foundation stone of this new building. Sir Gooroodas thanked the Government for its foresight and wisdom. I followed him as representative of the junior members to express our joy and felicitations on the occasion.

It was a Red-letter Day when the first Annual general meeting of the Institute was held in its own Hall on this very platform under the presidentship of Sir Lancelot Sanderson. We vividly remember how Sir Asutosh in glowing terms eongratulated the Government for giving a magnificant house for the welfare of the student community in Calcutta, and impressed on the student members to maintain the high tradition of the Institute in the days to come. It was again my good fortune as represen-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

tative of the junior members to follow him, to thank the Government for giving us a house of our own, which in our student days we regarded as our 'second home'. Sir Asutosh was the first Indian President after Mr. P. C. Lyon and served in that capacity in the Institute for full 7 years. Every brick and mortar of this new building is full of reminiscences of his towering personality and we feel he is with us today watching the proceedings of today's celebrations with his broad smiling face. Under the inspiring guidance of his worthy son Dr. Syamaprasad Mookerjee, adult education campaign was started in the Institute which has been doing very laudable work in removing illiteracy among the people in villages ever since its inception.

Shortly after my return to Calcutta on retirement from Service in Greater Rajasthan in 1950, the members of the Institute elected me to be the Chairman of the Diamond Jubilee celebrations in 1951, I accepted the honour with all humility for my deep attachment for the Institute from early student days.

We celebrated our Diamond Jubilee on this auspicious day in 1951 under the banner of Independent India in this Hall. Our popular Governor Kailash Nath Katju presided over the function, and it was my privilege as elected Chairman of the Diamond Jubilee Celebration Committee to offer a vote of thanks to the Governor and other distinguished guests assembled on the occasion. Sri Rama Prosad Mookerjee was then the President of

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the Institute. We remember with pride the occasion which was a tremendous success.

Today I feel overwhelmed with the continuity of purpose and identity of interest which have woven in the tenure of my life in the Institute.

I am here again today before you, Sir, our beloved President of India, as Chairman of the Platinum Jubilee Committee on this auspicious day to narrate briefly what the Institute has done in the space of 75 years as the torchbearer of the three-fold culture—physical, moral and intellectual, for the student world in Bengal.

I should refer here to the munificent grant of Maharajadhiraj Sir Bejoy Chand of Burdwan for our library which we are now expanding by starting a text book Library for the needy students in an additional floor at the top of the building for which our President of the Institute Sri Saila Kumar Mukherjee has already moved the State Government and the Central Government for a grant.

I must pay homage of tribute once again to Sir Gooroodas. His name will remain immortal so long as the Institute stands and to Prof. Khagendra Nath Mitra, the ablest Secretary after Prof. Benoyendra Nath Sen and to late Sachindra Nath Banerjee, whose marble bust stands today near the main entrance of the Institute Hall for his self-less service for the cause of the Institute. It speaks eloquently of the love and affection that the members of the Institute had and still has for him ever since he joined the Institute in 1916 till his

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

sudden death in 1957. I must mention the name of his close associates Principal S. K. Chatterjee, Principal Prosanta Kumar Bose & Dr. S. Bhattacharya whose untiring zeal, inspiring enthusiasm are in a large measure responsible for the success of the Diamond Jubilee in 1941. Principal Chatterjee is the Organising Secretary of the Platinum Jubilee Celebrations. His robust optimism will surely lead us to a greater success. The later period after the Diamond Jubilee is overcrowded with many important events and the mantle fell on the able shoulders of Sri Ananda Mukherjee, Sri Jyoti Ghosh and Sri P. N. Mallik, who treading on the footsteps of Sachindra Nath have been working very hard for the progressive advancement of the high ideals of the Institute. Current history will be recorded, I trust, in glowing words at the time of the Centenary Celebrations.

I must mention a few other names with deep respect who used to take active interest in the Institute. They were Acharya Profulla Chandra Roy, Dr. Brojendra Nath Seal, Sir Rajendranath Mukherjee, Nirmal Chandra Chunder, Dr. Haridas Bhattacharjee, Dr. Sisir Kumar Mitra (National Professor), Dr. D. N. Mallik and Dr. Bidhan Chandra Roy. Dr. Roy retained his senior membership till the last day of his life. The name of Subhas Chandra Bose (Netaji) needs special mention. He was our co-worker and it was his magnetic touch that raised the roll of junior members to 2,370 from 178 when we first entered the Institute in 1909.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Before I conclude, permit me to express my personal gratitude to you, Sir, for your kindly accepting the invitation I sent you on behalf of the Institute as President last year to inaugurate today's celebration in spite of every minute call on your valuable time. In you we find, Sir, the embodiment of all that is great and good. Your august presence has added to the solemnity of the Platinum Jubilee Celebration of the Institute and this day will go down to the posterity as one of the greatest events in the history of the Institute. May you long be spared in good health to guide us all with words of wisdom and advice.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SANAD

To

Mr. Raghabendra Nath Banerjee,
Indian Police, Superintendent of Police,
Murshidabad, Bengal.

I hereby confer upon you the title of Rai Bahadur as a personal distinction.

Sd/- Marquess of Linlithgow
Viceroy of India.

New Delhi,
The 2nd January, 1939.

Seal of the Viceroy of
India.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

মানুষ রাঘবেন্দ্র

মানুষ নিজেকে ছড়িয়ে রেখেছে পৃথিবীর সর্বস্তরে। রূপে অরূপে। অতীত কাল থেকে মানুষ ভালবেসেছে নিজেকে, আত্মীয় পরিজনকে, সমগ্র বিশ্বকে। মনের মণি কোঠায় এই ভালবাসার স্থান। সে লুকিয়ে থাকে। তারই প্রকাশ ঘটে মানুষের বিভিন্ন কার্যকলাপে। মানুষের পিতামাতার অকৃপণ স্নেহাতুর দৃষ্টি বুঝি তার দৃষ্টিকে করে প্রসারিত। তাই সে বদ্ধ হয়েও মুক্ত হয়। সে বলে সর্বংপরবশং দুঃখং, সর্বমাত্মবলং সুখম্। কিন্তু পরের অধীন হওয়া অপেক্ষা নিজের অধীন হওয়া অনেক শক্ত। আর এই মানুষটি যদি সকলকে আপনার মত দেখেন তাহলে তিনি কি লুকিয়ে থাকতে পারেন? সকলের মধ্যে নিজেকে উপলব্ধি করায় তাঁর অন্তরাত্মা প্রচ্ছন্ন থাকতে পারেনা, হয় প্রকাশিত। এই ভাবেই মানুষ রাঘবেন্দ্রের প্রকাশ ঘটেছিল। তাঁর অন্তরাত্মা অহোরাত্র বলেছে, নিজেকে জানো। নো দাই সেলফ (know thyself)।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাঘবেন্দ্রর পিতা শ্রীগোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন জিলা জজ। তাঁর প্রথমজীবনে এক অবিস্মরণীয় ঘটনা ঘটে। তখন তিনি আইনজীবি। একবার এক ধনী মক্কেলের নিকট অর্থ লইয়া এক দরিদ্র ব্যক্তিকে হারাইয়া দেন। সেই দরিদ্র ব্যক্তি তাঁহাকে এই অভিশাপ দেয় যে গোপালচন্দ্র তাহার মতই শোক পাইবেন। ইহাতে তাঁহার শোকের জ্বালা উপলব্ধি হইবে।

গোপালচন্দ্র গৃহে প্রত্যাবর্তন করিয়া দেখেন তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্রের কলেরা হইয়াছে। মুহূর্তে তাঁহার দরিদ্র ব্যক্তিটির কথা স্মরণ হইল। বুঝিলেন পাপের প্রায়শ্চিত্র করিতে হইবে। সৌভাগ্যক্রমে সে যাত্রায় তাঁর জ্যেষ্ঠ পুত্র নিরাময় হইল। কিন্তু গোপালচন্দ্র আইন ব্যবসা ছাড়িয়া দিলেন। ইহার পর বহুদিন অতীত হইয়াছে। গোপালচন্দ্র সাধনার দ্বারা নিজ যোগ্যতায় জেলা জজ হইয়াছেন কিন্তু দৈবশক্তির কথা কোন দিন বিস্মৃত হন নাই।

বৃদ্ধ অবস্থায় তিনি কাশীবাসী হন। পিতার কাছে কলকাতা হইতে রাঘবেন্দ্র প্রায়ই যাইতেন। একদিন তিনি দেখেন গোপাল-চন্দ্র কেদার ঘাটের নিকট চিন্তামণি গণেশমূর্তিকে কাপড় পরাইতেছেন। তিনি পিতাকে প্রশ্ন করেন এইরূপ করার উদ্দেশ্য কি? গোপালচন্দ্র বলিলেন, 'রাঘব, জীবনে কোন কিছুই থাকেনা। সবকিছু অনিত্য জানিবে। সৎকাজ করিও। একমাত্র সৎ কাজই থাকে। ইহাই তোমাকে সর্বদা আনন্দ দিবে। আর অত্যাধিক চিন্তা হইলে চিন্তাহরণকে সব চিন্তা দিয়া দিবে। আমি আমার চিন্তা চিন্তাহরণকে দেই। সেই কারণে কাপড় পরাই। আর বলি বাবা, তুমি এখন হইতে সব চিন্তা কর। আমি করিব না। তুমিও তাহা করিও। দেখিবে শান্তি পাইবে।' রাঘবেন্দ্রের জীবনে পিতার এই উপদেশ অত্যন্ত ফলবতী হইয়াছে দেখা যায়।

কাশীতে রাঘবেন্দ্রের মাতা মন্দাকিনী দেবী তখন মৃত্যুশয্যায়। রাঘবেন্দ্র কলিকাতায় হাওড়া হোমসের প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসবের

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আয়োজনে ব্যাস্ত। তিনি ভাবিলেন এই সময়ে তাহার মাতা দেহ রাখিলে তাহার সব কাজ বন্ধ হইয়া যাইবে। তিনি ভাবিলেন, মায়ের আশীর্বাদ তিনি কি এই শুভকর্মের জন্য পাইবেন না ?

রাঘবেন্দ্র তাঁহার মায়ের চিঠি পাইলেন। তাঁহার দিদি লিখিতেছেন 'মা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন, তোমার ইচ্ছা পূর্ণ হইবে। মা আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন তোমার উৎসব কবে হইবে ? তিনি তোমাকে জানাইতে বলিলেন, তিনি সর্ব্বদা তোমাকে আশীর্ব্বাদ করিতেছেন।'

রাঘবেন্দ্রর জীবনে ইহা এক চমকপ্রদ ঘটনা। প্রতিষ্ঠা দিবস উৎসব হইয়া গেল। তাহার পর রাঘবেন্দ্রের মাতা পরলোক-গমন করিলেন। রাঘবেন্দ্র এই অলৌকিক ঘটনা নিজে প্রত্যক্ষ করিলেন।

হাওড়া হোমস রাঘবেন্দ্রর স্বপ্ন। ইহা তাহার জীবন। রাঘবেন্দ্র পুলিসের কাজ দীর্ঘ ৩২ বছর করার পর অবসর গ্রহন করিলেন। হাওড়াতেই তাঁর কর্ম জীবনের শেষ অধ্যায়। সেখানে টাউন হলে তাঁহাকে বিদায় জানাইবার জন্য একটী অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হইল। বিচারপতি বিজনবিহারী মুখোপাধ্যায় সেই বিদায় অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করিতেছেন। তিনি বলিলেন এতদিন পুলিসের কাজ নিন্দনীয় ছিল। রাঘবেন্দ্র প্রমান করিলেন ইহা গর্হিত কাজ নয়। সেবা যদি মূলভাব হয় তবে পুলিসের কাজও অনেক মহৎ কাজের সহায়ক হয়। রাঘবেন্দ্রকে হাওড়াবাসী শ্রদ্ধাসহকারে পাঁচ হাজার টাকার তোড়া উপহার দিলেন, সর্বজন সমক্ষে সেই অনুষ্ঠানে। রাঘবেন্দ্র নিজের জীবনের প্রয়োজনের কথা ভুলিয়া গেলেন। তিনি তৎক্ষনাৎ সেই অর্থ হাওড়া হোমসের উন্নয়নে দান করিলেন। তাঁহার কার্যে হাওড়া বাসী রাঘবেন্দ্রর প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইল। রাঘবেন্দ্র তাঁদের শ্রদ্ধা ভালবাসা জীবনের অমূল্য পাথেয় বলিয়া মনে করিলেন। ০

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমসের প্রতিষ্ঠাদিবসে কত গুণিজন আসিয়াছেন। আসিয়াছেন সুপ্রিম কোর্টের একদা প্রধান বিচারপতি ডাঃ শ্রীসুধীরঞ্জন দাস। সেই মহান ব্যক্তি। রাঘবেন্দ্রর হাওড়া হোমস দেখিয়া তিনি বিমুগ্ধ। এতবড় কেন্দ্র একটি ব্যক্তির একক প্রচেষ্টায় কিরূপে সম্ভব হইল সেই প্রশ্ন করিলেন। তিনি বলিলেন রাঘবেন্দ্র অসাধ্য সাধন করিয়াছেন। কেন্দ্রীয় মন্ত্রী ডঃ শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় রাঘবেন্দ্রর হাওড়া হোমস দেখিয়া বলেন আমি জানতাম রাঘবের মধ্যে একটী বিরাট সত্বা লুকিয়ে আছে। হাওড়া হোমস তারই প্রকাশ।

আজ রাঘবেন্দ্র আশীতিপর বৃদ্ধ হইলেও গৃহে তার দোর্দন্ত প্রতাপ। কোথাও বিশৃঙ্খলা নাই। সর্বত্র এক সুশৃঙ্খল জীবন। তাঁর নির্দ্দিষ্ট চেয়ারে তাঁহার পঞ্চাশ বর্ষীয় জ্যেষ্ঠ পুত্রের বসার অধিকার নাই। তাঁহার পুত্র-পুত্রবধূগণ অসীম শ্রদ্ধায় তাঁহার নির্দেশ পালন করেন। রাঘবেন্দ্র যখন আপন দশম বর্ষীয় পৌত্রকে ভাগবদ্গীতার শ্লোক মুখস্থ করান তখন সেখানে এতটুকু কৃত্রিমতা নাই। অন্যদিকে আজও তিনি হাওড়া হোমসের উন্নয়ন মূলক কাজের জন্য চিঠি লিখিতেছেন। টেলিফোন করিতেছেন। তাঁহাকে সাহায্য করিতেছেন তাহার পুত্র ও পুত্রবধূগণ। হাওড়া হোমস আজ রাঘবেন্দ্রর একক স্বপ্ন নয়। ইহা সমগ্র পরিবারের স্বপ্ন। হাওড়া হোমসের উৎসব উপলক্ষে পরিবারের প্রত্যেকটি ব্যক্তিকে কর্মমুখর দেখা যায়। হাওড়া হোমস প্রতিষ্ঠাদিবসে হোমস প্রাঙ্গনের দেবতা ৺কেদারেশ্বরের মন্দিরে যখন পূজা হয় তখন দেখা যাইবে রাঘবেন্দ্রর পুত্রগণ অতিথি সেবায় জন্য তৎপর রহিয়াছেন। পুত্রবধূদের দেখা যাইবে পূজার জন্য ফল কুটিতেছেন। অন্যান্য আয়োজন করিতেছেন। আর রাঘবেন্দ্র ৺কেদারেশ্বরের পূজার নিমগ্ন রহিয়াছেন। অন্যদিকে এই রাঘবেন্দ্র পরিবারকেও দেখা যাইবে ক্যালকাটা ক্লাবে সকলের সঙ্গে সমবেত হইয়া নব বর্ষ উৎসব পালন করিতে। যখন ইয়োরোপীয়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

প্রথায় অন্যান্য ব্যক্তিরা সুরাপানে বলনৃত্যে আনন্দ উপভোগ করেন তখন তাঁহার পরিবারস্থ সকলে সেই রাত্রির উৎসবে অংশ নেন। তবে তাঁহাদের টেবিলে সুরার পবিবর্তে লেমনজুস টমাটো জুস সার্ভ করা হয়। তাঁহারা নৃত্য দেখেন। আর রাঘবেন্দ্র বারান্দার ধারে গিয়া অসীম নিস্তব্ধ আকাশের দিকে চাহিয়া ভাবেন আমরা কি চাই? কোন সত্য জীবনকে পরিপূর্ণ আনন্দ দান করিতে পারে?

কর্মজীবনে রাঘবেন্দ্র কয়েকটি উল্লেখযোগ্য পরিবেশের সম্মুখীন হন। তিনি বরিশালে অবস্থান করিতেছেন। সেখানে প্রতি মাসে তাঁহার গৃহে ৺সত্যনারায়ণ পূজা হইত। এই পূজার প্রাক্কালে কাঁসর-ঘণ্টা বাজান হইত! আশপাশে রাঘবেন্দ্রের প্রতিবেশী সকলেই ইংরাজ ছিল। জনৈক ইংরাজ প্রতিবেশী একবার ক্লাব রুমে নিজ ঔৎসুক্য দমন করিতে না পারিয়া বলিলেন 'হোটাস হ্যাট ডিংডং ইন ইওর হাউস?'

রাঘবেন্দ্র বলিলেন, নাথিং! ডিংডং অব ইওর চার্চ।

সাহেব আর কোন কথা বলিলেন না। নিজের ভুল বুঝিতে পারিলেন।

মৌনীবাবা কলকাতায় অসুস্থ। তাঁহাকে দেখিতে গিয়াছেন সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি শ্রীঅজিতনাথ রায়। রাখবেন্দ্রও গিয়াছেন। রাঘবেন্দ্র বলিতেছেন, বাবা বলুন, আপনি হাসপাতালে চিকিৎসা করাতে চান কিনা? অজিত রয়েছে ওর সামনে বলুন। আমরা ব্যবস্থা করি।

মৌনীবাবা তখন অজিতনাথকে প্রশ্ন করিলেন তুমি নাকি জজ হয়েছ? দিল্লীতে আছ?

অজিতনাথ মৃদু হাসিয়া বলিলেন, হ্যাঁ বাবা।

মৌনীবাবা অজিতনাথের মাথায় স্নেহভরে হাত বুলাইতেছেন। রাঘবেন্দ্র বলিলেন, অজিত তুমিই জিজ্ঞাসা করো।

অজিতনাথ বলিলেন, দাদা আপনি করেন। রাঘবেন্দ্র বলিলেন

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

আগের চিকিৎসা বিভ্রাটের কথা মনে করেই কি হাসপাতালে যেতে চাইছেন না ?

মৌনীবাবা ঘাড় নাড়িলেন।

রাঘবেন্দ্র বলিলেন, বুঝলে অজিত, এবার সব কিছু দৈবের ওপর ছেড়ে দিতে হচ্ছে।

অজিতনাথ হাসিলেন, তারপর উঠিয়া বলিলেন, দাদা চলুন যাওয়া যাক্। গাড়ীতে ওঠার আগে অজিতনাথ রাঘবেন্দ্রকে প্রণাম করিতে গেলেন। রাঘবেন্দ্র তাঁহাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া বলিলেন, অনেক আশা করেছিলাম বাবা রাজী হবেন। বুঝতে পারছি না। যাক্ ভগবান যা করেন তাই হবে।

মহামৌনী বাবা অনন্তলোকে যাত্রা করলেন। এ সংবাদ পেলেন রাঘবেন্দ্র আসামে অবস্থানকালে। তিনি বেদনায় অভিভূত হয়ে তাঁর এক প্রিয়জনকে পত্রে লিখলেন। We deeply mourn the passing away of my Holyguide and Preceptor Mohamounibaba of Varanasi. He has been given Jalasamadhi of Sagar. I got the news on Trunk Phone fron my son-in-law Rabi. We submit to the will of God.

দ্বিতীয়বার সুগভীর ঈশ্বরানুরক্তির প্রকাশ প্রত্যক্ষ করা গেল রাঘবেন্দ্র জীবনে।

আনন্দময়ীমার আশ্রম হইতে প্রাক্তন কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ডঃ ত্রিগুণা সেনের চিঠি আসিয়াছে।

দাদা, আমি প্রত্যেক দিন ভাবি আমরা কি চাই, আগের জীবনের কোলাহলের কথা মনে হয়। সর্বত্র দেখি প্রচণ্ড অসন্তোষ। মার কাছে পালিয়ে এসেছি। এখানেই খুঁজে পাচ্ছি এক পরম শান্তি। এক অপার্থিব-লোকের সন্ধান।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

KING'S POLICE MEDAL

Awarded to Mr. Raghabendra Nath Banerjee, B.L. Dy. Supdt. of Police, By His Excellency Lord Lytton, the Governor of Bengal, at University Court House Dacca, the 5th August, 1924

Deputy Superintendent Raghabendra Nath Banerjee :—On the night of March 12, 1920, you were in charge of a party of police which succeded in surprising a gang of dacoits armed with swords. Three of the dacoits were captured, but in the course of the struggle you received a sword-cut on your hand. On the night of December 17, 1921, you were again in charge of a police party when you surprised another gang of dacoits who were armed with daggers and a revolver. You closed with the dacoit who was armed with the revolver and with another who had a knife, and you succeeded in arresting the former after a struggle. Two other dacoits were also caught by your party. On both occasions you showed considerable personal courage and set a splendid example of steadiness and leadership for the force under you to follow. I congratulate you on the fine performance which has won you this medal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

স্বপ্ন ও সাধনা

হাওড়া হোমস কর্মযোগী রাঘবেন্দ্রের স্বপ্ন ও সাধনার বাস্তব অভিব্যক্তি। ভারতের অসংখ্য গুণীজন রাঘবেন্দ্রের কর্মযজ্ঞে অংশ নিয়েছেন। তাঁদের চিন্তাধারার প্রকাশ দেখা যায় তাঁদের লেখা চিঠিগুলিতে। হাওড়া হোমস পরিদর্শন কালে তাঁরা যে অভিমত ব্যক্ত করেছেন সেই সব চিন্তার প্রতিফলনে। এই অংশে তাঁদের চিঠিপত্র, বিভিন্ন প্রতিষ্ঠাদিবস উপলক্ষে প্রদত্ত ভাষণ, চিন্তার অভিব্যক্তি এখানে সংকলিত করা হল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

From His Excellency The Rt. Hon'ble Richard Gardiner Casey. C.H., D.S.O., M. C. as the Governor of Bengal, Dated 10th Feb, 1946 :—

I had the privilege with my wife of laying the Foundation Stones of the Homes on 10th June, 1945 and on the 10th Feb. 1946 we had the good fortune to open the first part of the Homes. This institution is a monument to all the people who have been responsible for its creation and it will be a God-sent to a large number of poor people who will benefit from its friendly hospice.

I wish the Howrah Homes all good fortune for the future.

Sd/- R. G. Casey,
10. 2. 46

From Mrs. Marie Casey, dated the 10th Feb. 1946 :—

Best wishes to the Howrah Homes. May its next steps be as rapid and as happy as its first ones.

Sd/- Mary Casey,
10. 2. 46

From the Hon'ble Dr. Syama Prasad Mookerjee, M.A.,B.L , D.Litt., Bar-at-Law, Minister of Industry, Government of India, Dated the 2nd August, 1946 :—

I was deeply impressed with what I saw of the beginnings of the Howrah Homes. This institution will be a pride not of Howrah but of Bengal and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

will indeed be a challenge to the rest of India. The site and the buildings will I hope, inspire all associated with the institution to evolve an internal organisation of training and administration which will develop character and efficiency, thus enabling the men and women going out of it to serve their community and country faithfully and well. All credit goes to Mr. Banerjee and his associates for launching upon so great a scheme calculated to serve our country and humanity.

Sd/- Shyama Prosad Mookerjee,
2nd August, 1946

From G. H. Mannooch, C.I.E., I.P., J.P., (Retd.) as Inspector General of Police, Bengal & Mrs. Mannooch, Dated the 6th January 1947 :—

My wife and I last visited Howrah Homes on the occasion of its first anniversary on June 10th, 1946. and we were pleased to see what progress had been made-progress indeed but curtailed by the difficulty of obtaining materials. I was disappointed that the Government grant clearly adumbrated by the Governor in his inauguration speech had not yet materialsed. In the case of an institution of this kind-so far as I am aware-uqique not only in Bengal but in India, I understand that Governments do contribute a sum equal to that obtained through public enterprise.

My wife and I paid another visit yesterday, almost exactly six months later. Further progress has been astonishing but the female wing is entirely

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

held up at plinth level because of the uncertainty as to when the Government grant will be received. I do implore the Governing body and especially the District Magistrate to move the Revenue Minister to ask Government to make this payment. It is long overdue, and in these times, schemes for Nation building and social development which have already materialised to the extent that has this one, really are deserving of prompt support. 'Bis dat quit cito dat'. Mr. Raghabendra Banerjee assisted by the services of Mr. Kar, the Secretary and the generosity of Mr. Chowdhury, the local magnates of Howrah are indeed to be congratulated and I hope that their public spirited gestures will be encouraged.

I am sorry that my wife is not here at the moment to subscribe herself as the most earnest well-wisher of the Homes, so I do it for her.

Sd/- D. B. Manooch &
G. H. Manooch,
Lately I. G. P. Bengal.

Senate House,
Calcutta.
24th February, 1947.

From Sri P. N. Banerjee, M. A., B. L., P. R. S., Bar-at-Law, M.L.A., as Vice-Chancellor, University of Calcutta, Dated the 24th February, 1947 :

I visited the Howrah Homes this morning in the company of my old class-friend Mr. R. N. Banerjee, Barristar-at Law. I. P. and Mr. S. Kar, Solicitor.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The Homes represents an idea. It typifies a dream. It symbolises an ideal About 250 bighas of land have been acquired at the junction of two railway lines at Ramrajatala for this institution. I hope it will not be the only institution of its type in Bengal. The Home, when properly finished and equipped, will accomodate at least 160 pupils. It is the intention of the organisers of the scheme to train its inmates in various methods of earning livelihood. The methods include dairy farm, fishery, bamboo-basket making, tanning, weaving, carpentary, paper making. These are notable instances of cottage industry. As is the case with most institutions of this type, the Homes suffers from lack of fund. The Government at the Centre which lays such stress upon the development of cottage industries should come to the assistance of the Homes. I make also an appeal to the Commissioners of the Howrah Municipality to come to the aid of this institution which will be the first and the best of its type in Calcutta and greater Calcutta. Ideas in the world have a tendency to shift. The idea of this Homes will also shift. So long as I enjoy my present position in the University of Calcutta I shall be very glad to render whatever services I can to aid the fruition of the efforts of the organisers of the Homes. A very carefully chosen Select Committee will have to be set up for the purpose of recommending admissions to the Homes. Rules will have to be framed to regulate entrance. The Homes has nearly finished building a three storeyed structure. The two wings will contain dormitories

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

for the two sexes. In addition there will be a Maternity Home. Maternity Homes in our country are rare. The Maternity home to be established by this Home will be not for the benefit of merely of the inmates nor of the surrounding villages but for the whole of greater Calcutta. This in itself is a great ideal. I wonder if the organisers can give training in nursing to ladies of respectable families. Nursing as an art or as a science, has not made much progress in India. The fishery scheme of the Homes has my enthusiastic support. It will yield a good round sum of money in enabling the harrassed Governors of the Homes to meet their financial obligations. The fishery ponds appear to me to be ideal spots for the development of fishery industry. The Homes requires greater popular support. It needs financial support from the State as well. Both will come when the Homes has passed through the four stages in the life of an intitution or of an individual the stage of derison, the stage opposition, the stage of absorption and the stage of appreciation.

Sd/- P. N. Banerjee.

Ramkrishna Mission,
P. O. Belur Math, Dt. Howrah.
24th Feb, 1947.

From His Holiness Swami Siddheswarananda, del' Odre de Ramkrishna of 51, Avedue Alphand Saint Mande (Seine) France, Dated the 24th Feb. 1947 :—

On the eve of my leaving back to France, I am taking with me a priceless souvenir. My Visit to

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

the Howrah Homes in company of Mr. P. N. Banerji, the Vice-Chancellor of the Calcutta University and some monks of Ramkrishna Order, has brightened me with hopes about the efficacity of planned action to improve the economic, social and moral condition of our unfortunate compatriots. Mr. & Mrs. Raghab Banerji to whose energetic efforts the institution owes its origin are consecrated souls. They have a mighty task of actualising a scheme of social work-collosal in its conception and equally collosal in the way the work is taking shape. Institutions of this type are the hopes of the future. May our countrymen come in large numbers to help this undertaking.

Sd/- Sidheswarananda

Government House.
Calcutta.
The 19th, March, 1947.

From Lady Dora Burrows, Dated the 19th March, 1947 :—

I was very glad to have the opportunity of visiting the Howrah Homes on the 10th March, 1947.

Though construction work is far from complete and there is a long way to go before this ambitious plan can be put into operation, I feel sure that the Homes, when running, will prove a great success and I hope, an example for further efforts of this kind.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The intention to enable the boys and girls to earn while learning is an extremely sensible one, for not only will they be able to put their knowledge to practical use, but also the proceeds of their work will help the upkeep of the Homes themselves.

I sincerely hope that the construction work will progress satisfactorily, so that the Homes can be opened with as little delay as possible.

I congratulate all those who are working so hard to bring this scheme to fruition, and particularly Rai Bahadur Banerji and his wife, to whose untiring efforts, courage and enthusiasm so much is due.

I shall watch the future progress of the Howrah Homes with much interest and have pleasure in wishing the project every success.

Sd/- Dora Burrows

Government House,
Calcutta.
13rd, February, 1948.

From His Excellency Chakrabarti Rajagopalachari as Governor of West Bengal, dated the 23rd February, 1948. :—

On 22. 2. 48. I attended the opening ceremony of the buildings that have been added to what had been constructed during the time of Sir Frederick Burrows. It is needless to say that it gave me great pleasure to see the uninterrupted progress of this institution, Voluntarily social service cannot go very far quantitatively to raise the average standard

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of life in a country. For this, much more extensive reorganisation under state auspices is necessary. But Philanthropic and charitable exertion on the part of individuals and voluntary organisations maintains the spirit which is of essential importance. The Howrah Homes Scheme has secured strong popular and official support. I have no doubt it will thrive. I hope the organisers will aim at earnest routine work daily work so that its beneficient influence may reach the poor people in a larger and yet larger measure. Everything is judged by results in this world. The management of the immates is therefore of the utmost importance. Temporary buildings might precede the completion of permanent structures so that more and more immates may be received quickly. Apart from all this advice, I must record my very great appreciation of the remarkable energy and spirit of philanthropy displayed by the founder organisers and the fine response of the ladies and gentlemen whom they have approached.

Sd/- Rajagopalachari

Government of India.
Ministry of Relief and Rehabilitation.
New Delhi.
19th. May, 1948.

From the Hon'ble Sri K. C. Neogy, Minister in-charge of Relief and Rehabilitation, Government of India, dated the 9th May, 1948. :—

I visited tae Howrah Homes on the morning of Sunday, the 13th April, and was very kindly shown

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

round by Mr. R. N. Banerji and other promoters of the institution. Although the time at my disposal was very short, I could easily form an idea about the noble objective of the promoters and the large measure of success which they have already achieved in the pursuit of their ideal. This institution when properly developed is bound to rank as a model for industrial training centres designed to improve the economic and social conditions of our country. I have nothing but praise and admiration for those devoted workers to whose un-remitting zeal and labours the institution owes its inception. I am very thankful to them for the opportunity they gave me of witnessing the beginnings of an institution that is fraught with an immense possibility for good.

Sd/- K. C. Neogy.

From Hon'ble Dr. B. C. Roy. Chief Minister, of West Bengal, dated the 8th. October, 1948:—

I visited the Homes to-day in company with Mr. R. N. Banerjee, the founder and my Relief Secretary, Mr. R. K. Mitra, I. C. S. It is a splendid nucleous for a good industrial institution for the Refugee Trainees in Technical subjects. The conception is superb and I feel that the Government of West Bengal should utilise it for developing an efficient Technical Institute in the interest of young-men of the Province and the people of this vast country.

Sd — B. C. Roy.
8. 10. 48.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

From Shri Haridas Bhattacharyya, Retd. Head of the Deparment of Philosophy and Provost, Jagannath Hall, Dacca University, dated the 10th. June, 1949:—

My visit to the Howrah Homes in the company of my friend Sri R. Banerjee and my student Sri S. Banerjee has been not only a pleasant surprise but also an interesting revelation of what the single-minded devotion and will to social good on the part of a single man can achieve. That in such a close neighbourhood of Calcutta such a magnificient institution should stagnate, for want of active philanthropy at a time when there is cry for more technical training is a matter that is bound to cause disappointment to all lovers of the Homes. I do hope that the importance and industrial possibility of this magnificient institution would be realised and both public and State support would come to the help of this deserving institution in the very near future. I wish the authorities all success in this humanitarian work in an ideally situated location.

Sd/—Haridas Bhattacharyya.
Retired Head of the Department of Philosophy
and Provost, Jagannath Hall, Dacca University
10th. June, 1949.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

রাঘবেন্দ্র সুহৃদ শ্রীমতী তাতিনা সাহা ও ডঃ এ. কে. সাহা ও রাষ্ট্রপতি ভি. ভি. গিরিকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

রায়পুরের লর্ড সিনা, লেডি সিনা, শ্যামলী দেবী, দীপালী দেবী, চিন্ময়ী দেবী ও উষা দেবীকে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

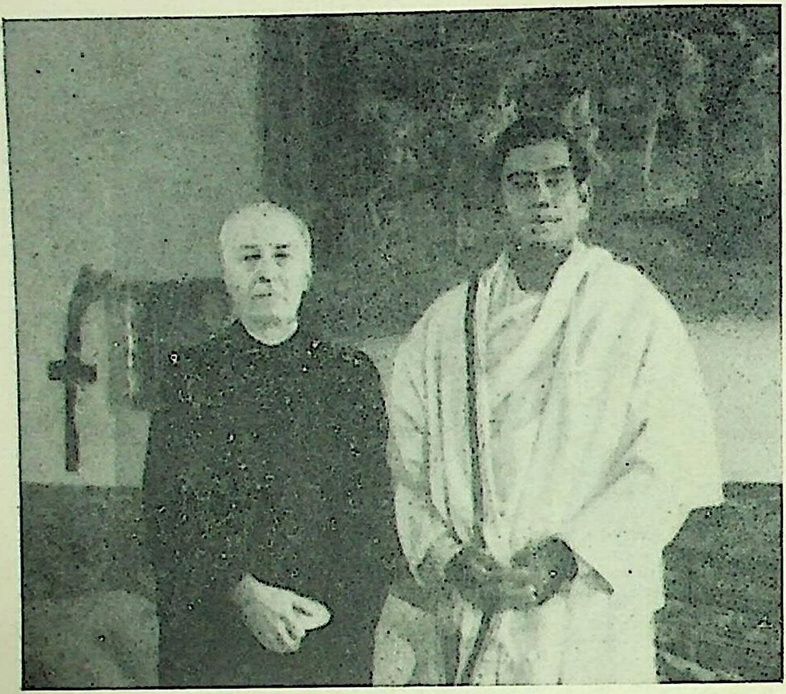

প্যারিসের আর্চবিসপ ও রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী সিদ্ধেশ্বরানন্দকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

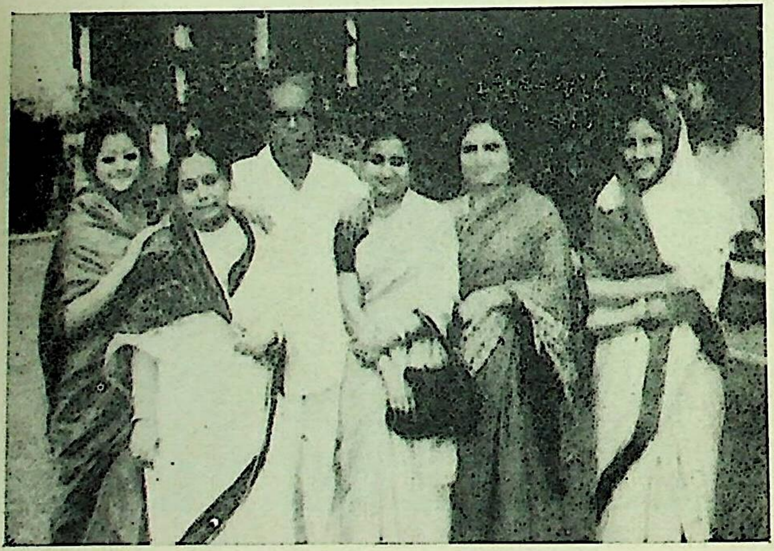

পারিবারিক চিত্র : রাঘবেন্দ্রের তিন কন্যা পুষ্প দেবী, আরতি দেবী, অঞ্জলী দেবী। দুই পুত্রবধু পূরবী দেবী ও শর্মিলা দেবীকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

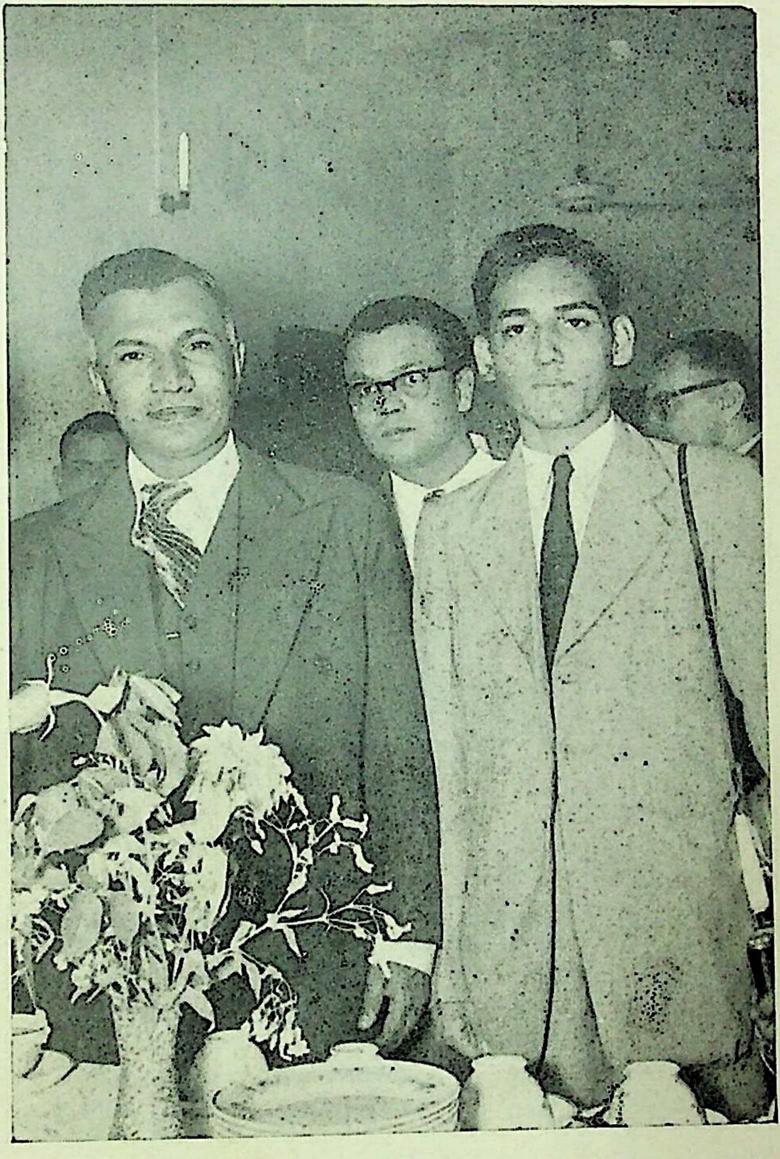

ভারতের প্রধান সেনাধ্যক্ষ শ্রী নাগেশ ও সমরেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, জ্ঞানেন্দ্রনাথকে ধীরেন্দ্রনাথকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে। ১নং চ্যাপেল রোডের এক অনুষ্ঠানে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

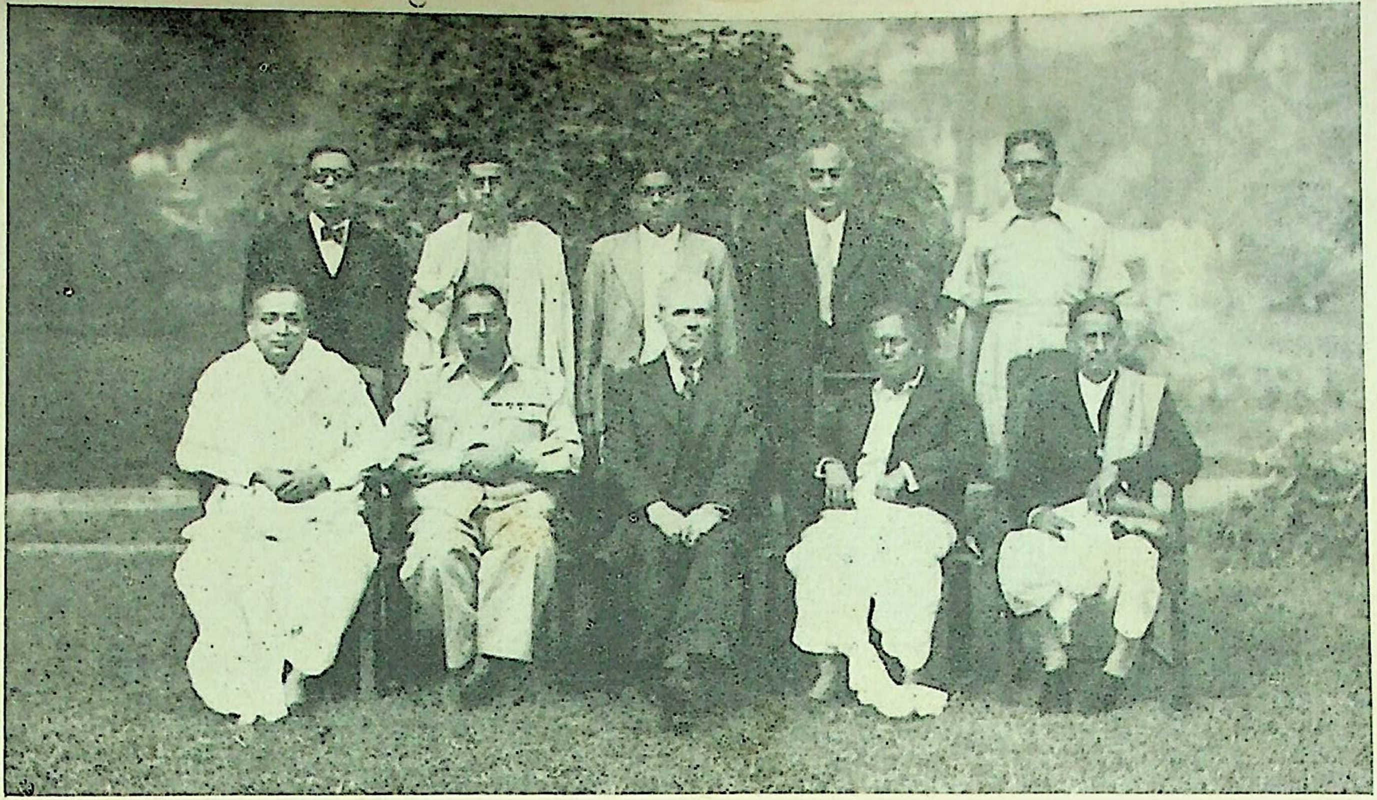

হাওড়া হোমস কার্যকরী পরিষদের প্রথম পর্যায়ের সদস্যগণ সর্বশ্রী সুবোধ চৌধুরী, রাঘবেন্দ্র, কে. এল হিল (সভাপতি) শচীন ব্যানার্জি, মৃগেন মুখার্জি ইত্যাদিকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

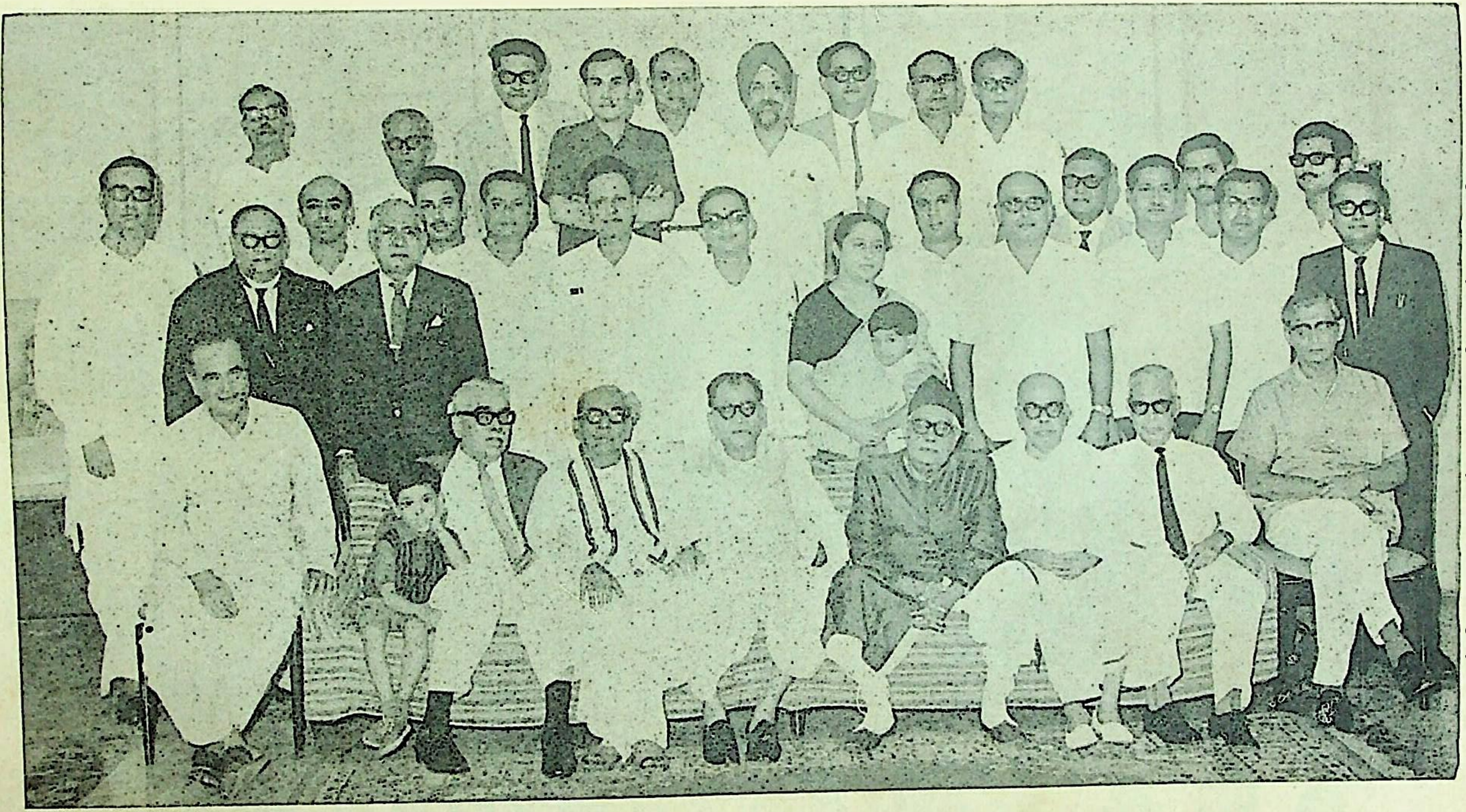

রৌপ্যজয়ন্তী উৎসবের হাওড়া হোমস কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ : ১৯৬৯।
১৯৬৯ কার্যকরী পরিষদ সর্বশ্রী তুলসী বন্দ্যোপাধ্যায়, জাতীয় অধ্যাপক সত্যেন বসু, জাতীয় অধ্যাপক সুনীতি চট্টোপাধ্যায়, বিচারপতি পাঁচকড়ি সরকার, শিল্পপতি ডি. কে. দাস, ডঃ নীহার মুন্সি, রাম চৌধুরী, অনীতা বন্দ্যোপাধ্যায়, পশুপতি চট্টোপাধ্যায়, কালিচরণ বিশ্বাস, আনন্দ মুখার্জি।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

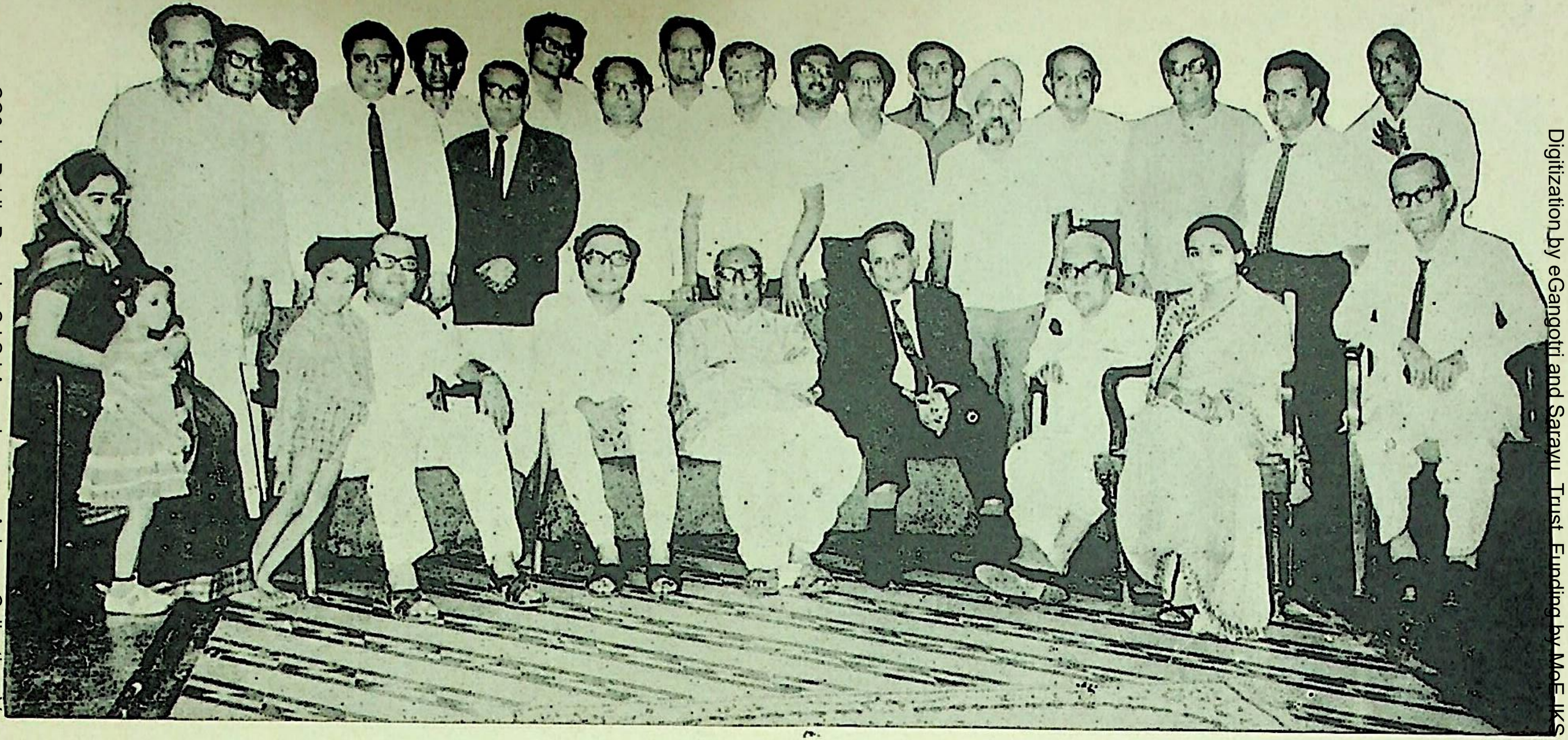

হাওড়া হোমস কার্যকরী পরিষদের সদস্যগণ : সাল ১৯৭১-৭২। সর্ব প্রখ্যাত চিকিৎসক ডঃ নীহার মুন্সি, পশ্চিমবঙ্গের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস রবীন্দ্রনাথ চ্যাটার্জি, শিবনাথ ব্যানার্জি, (সহ-সভাপতি) হাওড়া জেলাশাসক দীপক রুদ্র, তুলসী ব্যানার্জি, কে ডি লাহিড়ী (সম্পাদক), শ্রীমতী আরতি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীমতী পূরবী বন্দ্যোপাধ্যায়, সর্দার ত্রিলোক সিং, যুগ্ম সম্পাদকঅমরেন্দ্র ব্যানার্জি, সুবোধ ভট্টাচার্য, সনাতন সেন প্রভৃতিকে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমস বিবেকানন্দ পাঠাগার ও আন্তর্জাতিক কৃষ্টি কেন্দ্রের সেলাই ও সঙ্গীত শিক্ষার আসরের শিক্ষক ও ছাত্রীবৃন্দ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিবারিক জীবনে রাঘবেন্দ্র—সরমা দেবী, পুত্র, কন্যা, জামাতা, নাতী-নাতনীগণসহ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

From His Excellency Dr. Kailas Nath Katju as Governor of West Bengal, dated the 12th. March, 1950 :—

I was happy to come over and go over the Howrah Homes this morning. It is an imposing institution with wonderful possibilities. I was glad to learn that Government of India propose to establish an expanded Vocational Centre here. I am confident that in these days when need for help is so insistent these "H O M E S" will prove a source of comfort and sustenance to many men and women.

Sd/- Kailas Nath Katju.
Howrah, 12-3-50.

From Dr. Radha Kamal Mukherjee, University of Lucknow, Dated the 23rd May, 1950.

The Howrah Homes is an excellent, valuable type of an institution that is needed today in every district in West Bengal, to correct the literary bias in secondary education. The various arts and crafts departments are working efficiently giving an opportunity to poor young men and women to earn their livelihood as they obtain vocational training. I suggest that we should explore in what manner this institution can be utilised for the provision of vocational instruction for the refugees from East Bengal.

The organisers of the institution have endeavoured to remove a felt social need, and opened

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

out a new channel of education that will gain in significance as the years pass. They deserve every help and support.

Sd/- Radha Kamal Mukerjee
University of Lucknow
May 23, 1950.

From His Excellency Dr. H. C. Mookerjee, Governor of West Bengal, dated "Raj Bhavan", Calcutta, the 15th. July 1954 :—

On the 12th, July, 1953, I attended the Eighth Anniversary of Howrah Homes and was very kindly shown round the different Sections of the Technical Training classes of the Institution by Shri Raghabendra Banerjee who is the founder of Howrah Homes.

Starting from small beginnings, this institution has now come to be a very useful one and I was greatly impressed with the rapid progress made by it within such a short time.

I do hope that the Howrah Homes will be so modelled that the Institution becomes an ideal training centre, where youth from all parts of India get facilities for technical education.

Sd/- H. C. Mookerjee.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

From Dr. Ramesh Chandra Majumder, Ex. Vice-Chancellor, Dacca University, dated the 17th June, 1964.

It gives me great pleasure to record my impression of the Howrah Homes which I visited on 10th June 1964. It is a training centre for vocational and technical education with immense possibilities for future development. The plan is well conceived and the execution. so far, has been very efficient and hopeful. From a very small beginning undertaken by Sri Raghabendra Banerjee and his worthy wife it has now grown to be a good and great institution serving as a free centre of training under the auspices of the Government of West Bengal. It is a wonderful monument of what can be achieved by a single individual of an average middle class family for the welfare of the common men by a missionary zeal and earnest efforts for the good of his country.

The Institution with 1200 trainees has been handed over by Sri Banerjee to the Government, but Sri Banerjee is still engaged in improving its character. He feels that the trainees who attend it should be provided with facilities for developing the cultural side. For this purpose he intends to construct a building for setting up an International Cultural Centre. I hope he will be able to carry out this project and make the Howrah Homes an ideal institution.

Sd/- R. C. Majumder
17. 6. 64

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

From Sri N. Roy, Chief Inspector, Social Education, West Bengal dated the 10th June, 1965.

My first visit to the Howrah Homes was a matter of pleasant surprise and profound statisfaction. This is a well-known voluntary organisation set up entirely through public benevolence and the zeal and vision of Sri R. Banerjee, Founder-Secretary and his co-workers. What I actually saw and knew about the cultural activities of this Institution, far exceeds my anticipations. Situated in a fairly spacious campus, the Homes runs a full-fledged institute of industrial training offering courses in twenty different trades and crafts. I was shown round by the Principal and the Foreman. The boys were at work in the different classes and work-shops. There are now about 700 students under training. A number of girls also receive training in sewing and needle work etc. The training imparted here has high employment potentiality. The trained workers are absorbed in trades and industries without much difficulty.

Apart from the Institute of Industrial Training, which is now run with financial assistance from the Government, the Home authorities have also other projects to implement. One such project contemplates the establishment of a public library and reading room with a community hall. Considering the very large number of students trainees and the people in general, who are likely to be benefitted, a library and reading room seems to be an urgent public necessity. The proposal for developing and

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

expanding the existing nucleus library is now under the Govt's consideration.

I carry a very happy impression about the aim, objects and management of this Institution and wish it godspeed and progress.

Sd/- N. Roy
10. 6. 65.
Chief Inspector, Social Education.
West Bengal.

R. Banerjee Esq.,
Howrah Homes,
Santragachi,
Chowdhurynagar,
Howrah-4.

4/2, Lansdowne Road,
Calcutta-20
25th October, 1965

Dear Mr. Banerjee,

My wife and I were honoured to have had the opportunity of visiting the Howrah Homes last Tuesday. We were most impressed by all that we saw particularly, the quality of the instruction and the quality of the work that the students were producing.

I respect and admire the basis on which the Homes were founded and fully appreciate the immense amount of work that you, your family and other helpers have put in over the years to bring the Howrah Homes to where they are today.

We know that you will not rest content with what you have so far done, but will continue with

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

your good works and for all your further efforts, we would wish you every success.

Your sincerely,
Sd/- A. G. Mckay.
Director
Dunlop & Co. Ltd.

From Sri Hironmay Banerjee, Vice-Chancellor, Rabindra Bharati University, Calcutta. dated 17-9-67.

I have had occasion to visit the Howrah Homes on several occasions and am intimately acquainted with its activities. Practically built on the sole efforts of Sri Raghabendra Nath Benerjee, a versatile man who has proved his ability as an administrator, a lover of the stage and a philanthropist, it is evideutly the finest memorial raised by himself to remind people of his great qualities. Conceived as an institution to serve the dual purpose of serving under-privileged members of the community and providing scope for satisfaction of spiritual urges, it has steadily thrived under his fostering care and has grown into the fine institution that it is today. I wish it a long life dedicated to the great cause chalked out for it by its Founder.

From Sri Prafulla Chandra Sen, Chief Minister, West Bengal, dated the 24th July, 1966.

The Howrah Homes is progressing satisfactorily. Whenever I visit the Institution, I feel encouraged to see that if one adopts the motto 'Service before

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Self' all difficulties which appear sometimes to be insurmountable, can be solved. The Howrah Homes owes its origin to the enthusiasm and idealism of Sreejut Raghabendra Nath Banerjee and his wife Srimati Sarama Banerjee both of whom continue to take keen interest not only for the development of the Institution but also for the welfare of the inmates of the Homes. It is really surprising to note that despite the increase in the number of students who are learning various trades, the Howrah Homes Industrial Training Institute is still a real 'Home' for the students. Sj. Banerjee is conscious of the fact that the education of the students will not be complete without the development of the cultural, moral and spiritual side of the boys. I wish the Institution a still brighter future.

Sd/- Prafulla Chandra Sen.
24. 7. 66.

From Dr. Sunity Kumar Chatterjee, National Professor of India in Humanities, dated the 6th April, 1967.

I have visited the Howrah Homes several times, shortly after its coming out before the public as an Institution for public benefit, and I have been watching with great pleasure and thankfulness its career of development. The Homes are an expression of a great ideal which Shri Raghabendra Banerjee, whom I am happy to claim as a close

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

friend for the last half a century and more, has kept up before him as a lover of God who must also be a lover of Man. It has been in a way the crowning achievement of an otherwise busy philanthropic career and it is indeed a satisfaction to see that Sri Raghabendra Banerjee's endeavours have been acclaimed by the people and the State after both have seen their fruition and culmination. I can only wish the Homes a long life of service to the people, with progress and expansion in all departments of life, combining the mundane and the physical with the super-sensual and the supernatural—the Spiritual Ultimate Reality inspiring our earthly life.

Sd/- Suniti Kumar Chatterjee
(National Professor of India in Humanities)
6th April, 1967.

From Sri Satyendra Nath Bose, National Professor, dated 27-3-68.

I had visited "Howrah Homes" in 1967. Since the foundations were laid in 1946, the institution had enjoyed the fostering care of Sri Raghabendra Nath Banerjee, when I had always admired for his dynamic activity and his solicitude for doing something of lasting benefit for the suffering humanity. I have no doubt after my visit that this institution deserves eminently the joint care of our people and support of our Government.

I am glad to hear that people and our rulers are now taking greater care of its needs.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

I hope this will continue and Howrah Homes will be one of the few places where visitors would go and admire how a lasting monument of human effort for social welfare can be slowly built by steady devotion of a dedicated person.

Sd/- Satyendra Nath Bose
27.3.68.

From Shri Dharam Vira, Governor of West Bengal.

I had heard of the Howrah Homes for a long time but was able to visit it only recently. Starting from a very modest start, it has grown into a very large organization, giving assistance and education to people in various branches of life. Sri Raghabendra Banerjee, who was the originator of the scheme, fortunately is still able to look after it. His dynamism and fostering care have done a lot towards the progress of this institution.

I wish I had more time to go into the detailed work of these Homes but the little I saw impressed me greatly.

Raj Bhavan,
Calcutta.
July 4, 1968

Sd/- Dharma Vira
Governor of West Bengal

Ramakrishna Math
P.O. Belur Math, Dt. Howrah.
Dated 27-7-68.

I visited with other monks of the Order, the Howrah Homes on the occasion of its Twenty-

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

third Anniversary and was pleased to see the work that was being carried on there. This Institution originally started by Mr. & Mrs. R. N. Banerjee in 1945 is a great gift by them to the Nation. Starting from a small beginning, the Howrah Homes have grown steadily during the last twenty three years under the fostering care of Sri R. N. Banerjee and his friends and today the Homes have as many as three thousand students under training.

Dr. R. N. Banerjee, who is still the guiding spirit, though the Institution has been handed over to the Government, is now busy improving the the cultural side of the Institution and for this purpose he has added a Library named after Swami Vivekananda as the 'Vivekananda Library' where the students can imbibe from books the culture of their Motherland and the ideals for which she stands.

I hope the Howrah Homes will become an ideal Institution in the country before long.

May the Institution grow from day to day and serve more and more number of students, is my earnest prayer to the Lord.

Sd/- Swami Vireswarananda,
President
Ramkrishna Math & Mission.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"KALYANAKRT"

Na-hi Kalyanarit Kascid-durgatim Tata Gacchati (Gita, 6.40) 'The doer of Good never falls into any distress'. Such a great 'Kalyanakrt' is our revered and beloved Raghava-mama, who, is well-known, has devoted, all along, every minute of his blessed life to doing good to others. As a magnificent manifestation of his supreme and sublime love for all, stands before us, the beautiful Institution 'Howrah Homes', an enchanting embodiment of his delightful dream, an enthralling expression of his eternal enterprise, an enlivening epitome of his exquisite energy. As such, this well-loved Institution is sure to live for ever ; and so do our beloved Raghava-mama to the great joy and benefit of all.

October 28, 1968. Sd/- Dr. Roma Choudhury
Vice-Chancellor of Rabindra Bharati

Raj Bhavan, Calcutta

On September 7, 1969, I visited the Howrah Homes and presided over the 24th Anniversary Celebrations at which the Hon'ble Chief Minister and the Hon'ble Minister for Commerce and Industries were also present.

The Howrah Homes was founded in 1945 and has continued to develop and do social service to the community, principally at the instance of Sri Raghabendra Banerjee, I.P. (Retd.), LL.B., Barrister-at-Law, who himself was the Founder. The Howrah Homes starting from humble beginnings has now blossomed forth into a large institution

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

of manifold activities. It looks after the welfare not only of young men and women but a free primary school has just been opened for children. It is always inspiring to see institutions which owe their existence to private initiative. It is true that the State has a duty to offer educational and other facilities to the people, but this does not mean that the duty of every private citizen to aid and assist in that respect is excluded.

I have known Shri Banerjee for a number of years and his dedicated service to the Institution is worthy of emulation. The dream which he had in 1945 has been amply fulfilled. However, in such institutions there is always a room for improvement and expansion and it is his constant endeavour to improve the existing facilities and add new ones. For this he leaves no stone unturned for obtaining the requisite finance. I am glad to see that this is being generously given by the State Government as well as individuals. There is, however no doubt if his aspirations are to be completely fulfilled, that it requires a great deal more of finance and other facilities. I am sure that with the grace of God this will be forthcoming in the near future.

Going round the several departments, I was impressed with their dimensions, efficient working and the enthusiasm of both the teachers and the pupils. For example, in the primary school there are three lady teachers who are working without remuneration. This shows the public spirit and selfless ideals which are being cultivated in this institution.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

The main object of the institution is to provide technical training to young men so that they may stand on their own legs and be of use to our nation. This is wonderful work and I hope that it will receive ample support from the Government which it richly deserves.

I wish all success to this institution.

September 10, 1969 Sd/- D. N. Sinha.
Governor of West Bengal.

September 18, 1969.

At the request of its esteemed founder, Shri Raghabendra Banerjee, I visited the 'Howrah Homes' on the 7th inst. It was, indeed, a pleasant surprise. I had heard about this institution on several occasions but I had no idea that it was so efficient, splendid and magnificent.

The institution was celebrating its 24th Anniversary and, during my brief stay of two hours there, I was thrilled by the surging enthusiasm of its members, whose sustained and sparkling efforts have raised it to its present position.

'Howrah Homes' represents a great ideal. It marks the fulfilment of an ambitious dream and the cherished desire of its illustrious founder. Its motto is 'Serve and Conquer'. It preaches the doctrine of love, unity and spiritual excellence and proclaims the greatness of Man. It is a living symbol of the traditional spirit of sacrifice and dedication to the cause of humanity. An overflowing milk of human kindness permeates its

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

manifold activities, whose existence, it has made history by its massive contributions to the cause of progress and to the human world as a whole and they all reflect the dynamic glory of this historic institution.

May the founder's hopes be fully realised and may God bless the 'Homes' with long life and prosperity and all-round success.

Sd/- P. C. Mookerjee
Acting Chief Justice.

Minister,
Petroleum & Chemicals and Mines & Metals,
Government of India.
New Deihi, the September 26, 1970.

I am very happy the Howrah Homes would be celebrating their Silver Jubilee this year. These welfare homes, set up with the object of rendering social service to the people, have also undertaken special programmes like provision of free vocational and technical training to middle class unemployed men and women and the establishment of an international cultural centre at Howrah. The numerous activities going on in the Howrah Homes have already enabled this institution to earn a unique name for devoted work. I have been particularly heartened by the fact that this institution is not a place for politics of any sort and its sole aim has been and continues to be service to suffering humanity. I have no doubt, with the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ceaseless energy and enthusiasm of Shri Raghabendra Banerjee, the moving spirit behind this multiple - activity centre, its usefulness will continue to grow.

I have great pleasure in wishing continued success to this institution.

Sd/- Triguna Sen.

Raj Bhavan, Calcutta.
August 12, 1972.

My wife and I were delighted to visit Howrah Homes about which we had heard so much. Shri Raghabendra Banerjee, the Founder of this institution, who has blazed the trail in the sphere of social service, deserves congratulations for the commendable work being done to assist the underprivileged. I hope that his example will be followed by others and that the traditions of this institution will be maintained. I also hope that Howrah Homes continues to enjoy public support.

Sd/- A. L. Dias
Governor of West Bengal.

Tushar Kanti Gosh
Editor.

Amrita Bazar Patrika
Calcutta-3.
October 31, 1973.

My dear Raghabda,

Your long, affectionate, detailed letter (of 25th October '73) has touched my heart. You are a

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

real brother, and I can never forget it. I often remember you, and whenever I do, I pray to God to spare you for a good many years more. God will heed my prayer, I am sure.

I am going to Allahabad but shall come back in time for your birthday dinner. This I shall attend as a duty and pleasure.

With my pronams to Baudi and yourself,

Yours affectionately,
Sd/- Tushar.

SPEECH OF DR. S. R. DAS

Chief Justice of India, Supreme Court on 20.7.1959 while laying of the Foundation stone of International Cultural Centre & Library

I find genuine pleasure to be in your midst and to participate in this morning's functions. I have a vivid recollection of the foundation stone laying ceremony of the Howrah Homes performed on June 10, 1945 by the Rt. Hon'ble R. G. Casey, the then Governor of the undivided Bengal, which I had the privilege of witnessing by and through the courtesy of Mr. Raghav Banerjee, its Founder. I have, thus, in a manner of speaking, a point of contact with the Howrah Homes from its very inception. By inviting me to lay the foundation stone of this International Institute of Culture which will be one of its many wings, you have given me a fresh opportunity of establishing a more intimate and personal contact with this institution. I am beholden to the Founder and the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

members of the executive committee of the Howrah Homes for the privilege so accorded to me by them.

While I am happy in participating in this morning's auspicious functions, I must, nevertheless confess that a sense of regret is sorely oppressing my mind. I am sure that I am voicing the feelings of all of us assembled here today that we are badly missing the genial presence in person of my friend, Sachin Banerjee, who contributed so much to the inauguration, progress and well-being of this institution. His interest in this institution and his enthusiasm for the cause it represents, are well known and greately recognised. I have no doubt that, had he been spared to us, he would have taken a leading part in today's ceremonies and, as usual, contributed considerably towards their success. Although he is not present with us in person, he is, I firmly believe, with us in spirit. Let this morning's functions bring happiness to his departed soul.

The foundation stone of the Howrah Homes was, Indeed, well and truly laid, for, ever since the date of its inauguration, this institution has grown up in stature immensely and has marched forward with rapid strides on its path of progress. Its activities have found fresh fields of service and its usefulness has increased from year to year. An account of those activities you have heard recorded in the Report of the Secretary and I need not recapitulate them here. In short it has brought help and succour to many deserving persons and enabled them to stand on their own legs and to face the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

battle of life. By the sheer usefulness of the service it has been silently rendering, this institution has fairly fulfilled the hopes and aspirations of those who had conceived the idea of establishing it. By their steadfast devotion to the self imposed task of ameliorating the conditions of our less fortunate brethren, the authorities of this institution have deserved well of us and I am sure I have the willing assent of all of you here when I give expression to our sense of appreciation for the good work they had done until recently when, it is gratifying to note, the Government took up the responsibilities for running the Homes as a training centre.

Having attained considerable success in their attempt to advance the material progress of the inmates of the institution, the authorities have now turned their attention to the cultural well-being of the people they serve. In a country where people suffer from shortage of food and other material necessities of life, it may sound somewhat odd—almost bordering on incongruity—to talk of cultural attainments. It is, nonetheless, true that man does not live by bread alone and that he also requires food for his mind and intellect. In spite of her material poverty, India has been rich in her spiritual heritage. Her ancient culture and traditions have sustained her througout the ages. The basic principle on which the culture of India is founded is its catholicity and its spirit of tolerance. At all periods of her long and illustrious history India has snown a great capacity for assimilating the cultures and traditions of diverse peoples

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

belonging to different races and inhabiting different regions and climes. From the dawn of her history endless hordes of foreign legions have from time to time invaded and marched into her territories and themselves established here. India has received all of them and absorbed all of them into her body politic. In spite of these onslaughts India has yet survived and preserved her distinctive culture and traditions. As Acharya Kshitimohan Sen has pointed out in his Bharater Sanskriti", the history of Western civilisation will show that wherever it has gone, it has completely destroyed and uprooted the old local civilasation and planted itself there; but the history of Indian civilisation and culture has been different. The Dravidians in the South did not destroy the earlier civilisation that flourished there before their time and the Aryans, in their turn, did not uproot the Dravidian culture. It is, thus, that we see in this ancient land, civilisation of a very high order flourishing side by side with one of a primitive nature. If we have discerning eyes we may find in one and the same place typical instances of very advanced as well as very backward cultures. The Indian culture is a synthesis of different civilisations. It has grown like a mighty and magnificent tree on the fertile silt deposited, layer on layer, by many civilisations and cultures in course of centuries and has been giving shelter and shade to us. All this consummation has been made possible by reason of India's everlasting spirit of tolerance. It is this spirit of tolerance of India and her concomitant capacity for abosrbiug

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

what is best in others and thereby enriching her own heritage that is epitomised by Gurudev Rabindra Nath in the following stanza of his poems :

"কেহ নাহি জানে কার আহ্বানে
কত মানুষের ধারা
দুর্বার স্রোতে এলো কোথা হতে
সমুদ্রে হোলো হারা।
হেথায় আর্য্য, হেথা অনার্য্য
হেথায় দ্রাবিড় চীন—
শক হুন দল, পাঠান, মোগল
এক দেহে হোলো লীন।
পশ্চিম আজি খুলিয়াছে দ্বার
সেথা হতে সবে আনে উপহার,
দিবে আর নিবে, মিলাবে মিলিবে,
যাবে না ফিরে
এই ভারতের মহামানবের
সাগর তীরে।"

"No one knows whence and at whose call came pouring
Endless inundations of men
Rushing madly along—to lose themselves in the sea ;
Aryans and non-Aryans, Dravidians and Chinese,
Scythians, Huns, Pathans and Moghuls—
All are mixed, merged and lost in one body.
Now the door has opened to the West
And gifts in hand they beckon and come—
They will give and take, meet and bring together,
None shall be turned away

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

From the shore of this vast sea of humanity
That is India."

This is the true spirit of India and her greatness and herein lies the basic difference in outlock of India and the West.

The purpose of this new wing of the Howrah Homes, is not only to give an impetus to the dise-mination of the indigenous culture of India amongst the inmates of this institution, but also to make available to them the blessings of the cultures of all nations and by a process of assimilation to enrich the precious heritage of our own ancient culture. The endeavour of this International Institute of Culture will be, as its name indicates, to bring about a synthesis of the cultures of all nations. It is, therefore, necessay for the authorities to constantly bear in mind the import of the word 'culture'. The true meaning of 'culture' is refinement—refinement, that is to say, of the mind, as well as of the body and above all of the spirit and the soul of man. Our music gives expression to the changing moods of our mind in the context of its environments generating varying emotions of joy or sorrow, pity or anger, love or hate. The fine and supple body of the dancer moves in unison with the celestial rhythm quivering through the universe. The poet and the artist reproduce in words or in lines the eternal verities of life. Music, dance, drama, poetry and art have certainly a very high place in the cultural life of a nation, for each of them in its own way represents the refinement of the mind or the body or the spirit of man. But it

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

may not be out of place at this stage to sound a note of warning and remind the authorities that, while organising musical soiress or dramatic performances may considerably help in propagating our culture, it certainly is not the only way and may not even be the best way for doing so. You have to delve deeper into the spirit and the soul of India and discover her true culture. It should be your constant endeavour to propagate the Indian culture which transcends ignorance and supersitition, pride and prejudice and fear and cowardice and which stimulates the strength of character and fosters the habit of self-reliance and the spirit of service and sacrifice. You should hold up as ideal that refinement of spirit which is singularly free from all traces of ugliness and impurities and which adds beauty, grace and dignity to life. It should be your aim to so mould the character of those who will come to you from places, distant and near, as would enable them to face the trials, tribulations and struggles of life with full confidence in their own capabilities and with complete faith in the greatness and goodness of the divine will and dispensation. It will be sufficient reeompense for your arduous labour if those who will resort to this new institution, carry away with them when the time will come for them to leave this place, even a particle of the rich heritage of Indian culture. This glorious consummation is my fervent prayer for you this morning.

The aim and object of this institution, as I comprehend them are noble and sublime and I

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

invoke the aid and blessings of Almighty God and I pray that the foundation that I have just now laid may be as well and truly laid as was laid the foundation of the parent institution about thirteen years ago. This I cannot do better than by chanting the solemn Mantrams handed down to us from ancient times :

ওঁ কর্ত্তব্যেস্মিন্ শিলান্যাস কর্ম্মণি

On this auspicious occasion of laying the foundation of the House

পুণ্যাহং ভবন্তোঽহবিক্রুবন্তু

Let all say :—Blessed is the day.

স্বস্তি ভবন্তোহবিক্রুবন্তু

Let all say :—It is Well.

ঋদ্ধিং ভবন্তোহবিক্রুবন্তু

Let all say :—May it Prosper.

ইহৈব ধ্রুবাং নিমিনোমি শালাম্
ইহৈব ধ্রুবা প্রতিতিষ্টশালে।
তাং ত্ব শালে সর্ববীরাঃসুবীরা
অরিষ্টবীরা উপসংচরেম ॥

Just here I fix this future dwelling firm : may it stand in security. Unto the here, O dwelling, may we resort with all our heroes, with good heroes, with unharmed heroes.

ব্রহ্মণাশালাং নিমিতাং কবিভির্নিমিতাং মিতাম্।
ইমাং কুমারস্তরূণ আ প্রয়াতু পরাবতঃ।

This house is to be fashioned by the vision of the poets. May youths come here from distant lands.

যথাপঃ প্রবতা যান্তি যথা মাসা অহর্জরম্।
এবং হ ব্রহ্মচারিণো বাতরায়ন্তু সর্ব্বতঃ॥

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

May young seekers come here from all countries as the water flows into the sea and the months are gathered unto the year.

যস্ত্বাশালে প্রতিগৃহ্ণাতি যেন চাসি মিতা ত্বম্।
নমস্তস্মৈ নমোদাত্রে শালাপতয়ে চ কৃণ্মঃ॥

"Who acknowledges you, O House, who is of help in your building, who makes sacrifice for your sake, I salute him, and I salute Him who is the Divine Spirit of this House.

স্বস্তিমাত্রউতপিত্রে নো অস্তুগোভ্যো জগতে পুরুষেভ্যঃ।
বিশ্বংসুভূতং সুবিদত্রং নো অস্তু স নঃ সুভূতযেহ বক্ষত্॥

Let there be well-being for our fathers and for our mothers, for our kind, for all men and for all the world. Let the universe carry for us welfare and wisdom. May God bring here to us our welfare.

Speech delivered by S. G. Taylor, Esq., C.I.E., I.P. Inspector General of Police, Bengal on the occasion of the opening of a part of the Office and School Building of Howrah Homes by His Excellency the Governor of Bengal and Mrs. Casey on the 10th February, 1946.

Your Excellency, Mrs. Casey,
Ladies and Gentlemen,

I know how earnestly the organisers of Howrah Homes desired that Your Excellency and Mrs. Casey should perform the opening ceremony,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

your presence here today, when, as we all know, you are exceptionally busy, clearly indicates the deep interest which you have both taken and are still taking in this very worthy institution and in the results which have been achieved.

Myself a Police Officer, I am justly proud of the unselfish service, referred to by Mr. Kar, which has been rendered by the Police Officers of this district ; it was all given through the inspiration of their untiring Superintendent, Mr. R. N. Banerjee and it is this which has made Howrah Homes a reality. The Superintendent of Police of a difficult District like Howrah has heavy responsibilities ; and yet in the midst of his multifarious duties Mr. Banerjee has sacrificed much of his leisure time to the stupendous task of inaugurating this priceless Institution. He has been actuated only by a sincere desire to help those in distress and he is to be congratulated on the success which, with the help of a generous public, has been achieved. I know that it is Mr. Banerjee's desire to serve Howrah Homes even after his retirement and the Institution should consider itself fortunate that it will have an energetic and sympathetic worker to promote its growth and development.

Let Howrah Homes stand as a symbol of the whole-hearted co-operation between the officials and non-officials of this country ; let it also afford an assurance that given the necessary co-operation, the Police are only too ready to prove that they are true servants of the public.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

SHORT HISTORY OF HOWRAH HOMES

By : Sibnath Banerjee

Vice-President, Howrah Homes

INTRODUCTORY

The Howrah Homes, is celebrating its Silver Jubilee this year. It is an occasion, which naturally makes all who have been associated with it, feel enormously happy and also justifiably proud. It was conceived in Darjeeling, rather Kalimpong Homes in 1924, born on 10th June, 1945 in Howrah. It has passed all the troublesome periods of babyhood, infancy, teen-age and, attained adulthood in 1966 and now is glowing in glorious manhood.

It has been both mothered and fathered by the indefatigable, resourceful and tactful founder, Shri Raghabendra Banerjee. Indeed, to write about Howrah Homes, is to write about Shri Banerjee. Without Shri Raghabendra, Howra Homes, cannot be thought of and equally, without Howrah Homes, there would be a very big blank, in the life of Shri Raghabendra, inspite of his big, affectionate and prosperous family, relations and his friends surrounding him. He started it in 1945, when he was in his mature and eventful life of 55 years and still at the ripe old age of over eighty years, he is as vigorous for its expansion and development as ever. Such devotion for a worthy cause evokes admiration and is worthy of emulation, by younger people.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

FOUR PHASES

First phase a Dream :—When Shri Banerjee was posted in Darjeeling. he had occasion to visit the Kalimpong Homes for Anglo-Indians and was much impressed and inspired. His dream was to build up a similar Institution for the Bengalees somewhere in Bengal. The dream has come to reality and it is incidentally much more useful than the Kalimpong Homes.

Second Phase, a good start :—When Shri Banerjee was posted as S. P. in Howrah, an industrial town, rightly called the Sheffild of India, he availed of the immense opportunity, and started and laid the foundation of Howrah Homes in 1945. By that time the need to train up young men of Bengal for industrial occupation and to equip them with technical know-how, so that they could get employment in rapidly growing industries in the War time and help to build up new industries, was very great. The most important task of the Howrah Homes, was to train up workers in technical and vocational subjects free of cost to both boys and girls so that they could become skilled and semi-skilled workers and artisans. Howrah Homes made rapid progress in this direction and was one of the few worthy pioneers in this field.

Ten lakhs raised and spent :—From the straw fields, bricks were made and they were laid and pucca buildings were erected and machineries brought for the different sections for training. Money was collected from all, none was too poor to be approached like the mythological Ram, taking

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

help even of the squirrel to build a bridge, between India and Lanka, Raghab (Ram) of this century took help from all to achieve his purpose. Cash, land, building materials, machinery, free labour, both technical and manual, went into the building up of the Howrah Homes. When it was handed over to Dr. B. C. Roy, Chief Minister of West Bengal ten lakhs of rupees had gone into it, for training two thousand students, both boys and girls, with their dwelling places, well-equipped factories, spacious football fields and also Kedereswar Temple and Mandakini Sarobar (Lake) etc. Its price today, with 100 bighas of land would be well over thirty lakhs. A major portion of it has been given to Bengal Govt. on a 99 years' lease. To guess what will happen after 99 years when the lease will expire, defies today, the most imaginative amongst us. For the Howrah Homes, the most urgent need is the Link Road from Ramrajatala Rly. Station, where Buses could ply. This would improve its accessibility for the public and so also its usefulness very substantially.

Third Phase :—Dr. B. C. Roy takes over—The foresighted and constructive minded, Chief Minister of West Bengal, Dr. B. C. Roy, saw the immense utility of Howrah Homes in building up skilled man-power locally in the industrial city of Howrah. He proposed to take it over and as Howrah Homes was experiencing some difficulty, to raise the recurring expenses, it was handed over to Bengal Govt. Dr. B. C. Roy was happy to get the running technical institution, with enough

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

land, buildings, factories and other equipment and continued to run it and improve it ; the organisers were also happy that a big financial burden to run this huge institution by donations, was off their shoulders. There were a few dissentients, who were doubtful, whether the spirit necessary to run the Howrah Homes in the missionary spirit would be forth-coming from the State Officials. As long as Dr. Roy was alive, it worked all right, but later differences though of a minor nature, some times cropped up. Shri Raghabendra Banerjee, though not the organizational head of this section any more, yet with his tact and personality, has been able to iron out the differences. Today the students are not quite satisfied with the care and training they are getting here. This needs sypathetic looking into and rapid removal of the legitimate dissatisfaction. Their feeling is that they used to get better care before, but gradually the institution, is moving in the same line as other Govt.-run institutions. However, the authorities of Howrah Homes have only an indirect responsibility.

Fourth Phase-International Cultural Centre :— The direct responsibility of running the Technical Training side, being taken over by the Sate, the Howrah Homes is now devoting its main attention to the cultural side of the people of West Bengal in general and of the students of Howrah Homes, I.T.I. and the citizens of Howrah, in particular. Towards the realisation of this objective, International Vivekananda Cultural Centre and Library has been established and already functioning on a

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

modest scale. If the people co-operate sincerely and fully with their labour and purse, it will rapidly grow into a very important centre of mingling of International Cultures. This is much more ambitious than the starting of the training of technical subjects which was the original object. This International Vivekananda Cultural Centre and Library, is within three miles from the International Cultural Centre at Belur started by Swami Vivekananda himself.

Straw by straw, brick by brick :—It is commonly said, that you cannot make bricks without straw. When the Howrah Homes started, it had enough of straw and nothing but straw in the ten acres of land, which were bought for this purpose, in Santragachi, western suburb of Howrah. The money itself to buy the land at a cheaper place of the town, came from a magnificent cheque of Rs. 1,26,000/- handed over by Shrimati Sarama Banerjee, the worthy wife of Shri Raghabendra Banerjee. This money had been collected by her and the Women's Voluntary Service. In one show in Bangabasi Cinema, as much as Rs. 96,000/- were raised. A donation of Rs. 1,26,000/- is rather an unusual event and the Howrah Homes started with with a big bang, specially as she was the wife of Shri Raghabendra Banerjee, Police Superintendent pf Howrah. It was also very unusual and unique for a S. P. and his family to take initiative for such a venture. They had the sincere backing of Mr. Casey, the then Governor of West Bengal and his worthy wife. This made the task of building

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

up of the Institution rather smooth, by ensuring the help and support of all other officials. Their support was so genuine for the cause, that they are taking the keenest interest in the Howrah Homes for the last quarter of a century, though they left for their native place in Australia about twenty years back.

INDIAN POLICE MEDAL

Awarded to Mr. Raghabendra Nath Banerjee, B.L., Barrister-at-Law, Indian Police, By His Excellency Sir Robert Reid the Governor of Bengal at University Court House, Dacca. The 19th July 1938

Since you joined the police force, as a Deputy Superintendent, in 1917, your work has been marked by keenness and initiative. You have been particularly successful in winning the confidence of the public in rural areas and inducing them to co-operate in the prevention of crime. In 1924 you were awarded the King's Police Medal for your courage in effecting the arrest of two gangs of armed dacoits. You were promoted three years ago to the Imperial Police and were posted as Superintendent in the district of Murshidabad where you have won the esteem and co-operation of the people. The Indian Police Medal has been awarded to you in recognition of your services and I now have pleasure in investing you with this decoration.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হাওড়া হোমসের প্রতি শুভেচ্ছা

প্রকৃত জনসেবকমূলক প্রতিষ্ঠানের সংখ্যা প্রয়োজনের তুলনায় নগন্য। তাছাড়া সেবা করার আগ্রহ কিছু মানুষের জন্মগত প্রবৃত্তি হিসেবেই দেখা দেয়—যেটা বাইরের কোন আরোপিত সর্তের বশীভূত নয়। সেজন্যেই দেখা যায় একক বা জনকয়েকের আগ্রহ ও প্রচেষ্টায় জনসেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানগুলি ক্ষুদ্র বা সামান্যভাবে যাত্রা সুরু করে এবং উদ্দেশ্য মহান হলে তার সুফল লাভেও বিলম্ব হয়না। হাওড়া হোমসের সৃষ্টিও তেমনি এক আগ্রহের প্রকাশ বলা হায়। ১৯৪৫ সালে এই প্রতিষ্ঠানের জন্ম হয়, মধ্যবিত্ত বেকার ছেলেমেয়েদের অবৈতনিক কারিগরী ও বৃত্তিমূলক শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে। পরবর্তীকালে হাওড়া হোমসের গঠনমূলক কর্মকাণ্ডের পরিচয় পেয়ে পশ্চিমবঙ্গ সরকার এর পরিচালনভার গ্রহণ করেন। শত শত তরুণ তরুণী এখানে অবৈতনিক বৃত্তি শিক্ষালাভ করছেন এবং বর্তমান বৎসরে এই প্রতিষ্ঠানের রজতজয়ন্তী উৎসব হতে চলেছে জেনে আমি খুবই আনন্দিত হয়েছি। আনন্দবোধ করছি আরও একটি কারণে যে এখানে সরকারী পরিচালনার পাশাপাশি জনসাধারণের দানের সাহায্যে আন্তর্জাতিক সংস্কৃতি কেন্দ্র স্থাপনের উদ্যোগ চলছে, ইতিমধ্যেই যার ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়েছে। এই প্রসঙ্গে আমি গর্বের সঙ্গে স্মরণ করছি যে কয়েক বৎসর আগে হাওড়া হোমস পরিদর্শনের সুযোগ আমার হয়েছিল এবং এখানকার বিভাগের কাজকর্ম দেখে আমি মুগ্ধ হয়েছি। আমি সর্বান্তকরণে এই জনসেবাব্রতী প্রতিষ্ঠানটির উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি। ইতি—

৩।১০।৭৪ স্বাঃ

বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

List of functions held in the Howrah Homes with dates and names of Presidents and visits by illustrious Personages to it.

10.6.45 :	(1)	Laying of the Foundation stone of the Men's wing.	Mr. (Now Lord) R. G. Casey, Governor of Bengal.
	(2)	Laying of the Foundation stone of the Women's wing and opening of an Industrial Exhibition.	Mrs. R. G. Casey, wife of the Governor of Bengal.
10.2.46 :	(1)	Opening of the training schooi for men.	Mr. (Now Lord) R. G. Casey, Governor of Bengal
	(2)	Opening of the training school for women.	Mrs. R. G. Casey, wife of the Governor of Bengal.
10.6.46 :		First Anniversary of the Foundation Day of the Howrah Homes.	Mr. G. H. Manooch, I. P., J. P., Inspector-General of Police, Bengal.
2.8.46 :		Visit to Howrah Homes.	Dr. Shyama Prosad Mukherjee
24.2.47 :		Visit to Howrah Homes.	Sri P. Banerjee, Vice-Chancellor, Calcutta University. Swami Siddheswarnanda of Belur Math.
10.3.47 :		Visit to Howrah Homes.	Lady Burrows, Wife of the Governor of West Bengal.
10.6.47 :		Second Anniversary of the Foundation Day of Howrah Homes.	Mr. S. G. Taylor, C.I.E., I.P., Inspector-General of Police, Bengal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

22.2.48 :	Opening Ceremony of the building for office and school purpose called Subodh Niketan and the ground floor of the building called Raghabendra Sadan.	Chakravarti Raja gopalacharia, Governor of West Bengal.
18.4.48 :	Visit to Howrah Homes.	Mr. K. C. Neogy Central Minister, Relief and Rehabilitation.
10.6.48 :	Third Anniversary of the Foundation Day	Dr. Suniti Chatterjee, Hon'ble Kalipada Mukherjee Labour Minister of West Bengal.
8.10.48 :	Visit to Howrah Homes.	Dr. B. C. Roy, Chief Minister, West Bengal.
10.6.49 :	Fourth Anniversary of the Foundation Day	The Hon'ble Mr. Justice Bijon Kumar Mukherjee Judge, Supreme Court of India
12.3.50 :	Visit to Howrah Homes.	Dr. Kailash Nath Nath Katju, Governor of West Bengal.
10.6.50 :	Fifth Anniversary of the Foundation Day	Dr. Shyama Prosad Mukherjee, Commerce and Industries Minister, Govt. of India.
19.5.51 :	Opening of Kedareswar temple and installation of Lord Shiva.	Sri Sri Mandaleswar Mahadebanda Giri Maharaj of Hardwar, Bholananda Asram
10.6.51 :	Sixth Anniversary of the Foundation Day.	The Hon'ble Mr. Justice Sambhu Nath Banerjee Judge, Calcutta High Court,

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

10.6.52 :	Seventh Anniversary of the Foundation Day.	Sri Sankar Das Banerjee, M.L.C. Bar-at-Law Standing Counsel.
12.7.53 :	Eigth Anniversary of the Foundation Day.	Dr. Harendra Coomar Mukherjee, M.A. Ph.D. Governor of West Bengal.
18.7.54 :	Ninth Anniversary of the Foundation Day.	Dr. Jnan Chandra Ghosh, Vice-Chancellor, Calcutta University, Sri Tushar Kanti Ghosh, Editor, Amrita Bazar Patrika, Calcutta *Chief Guest.*
10.6.55 :	Tenth Anniversary of the Foundation Day.	Sri Panchkari Sarkar, Judge, Calcutta High Court, *President* Sri Asoke Mitra, I.C.S. Secretary, Commerce Department, Govt. of West Bengal. *Chief Guest.*
19.8.56 :	Eleventh Anniversary of the Foundation Day.	Dr. B. C. Roy, Chief Minister, West Bengal. *President.* Dr. Nirmal Kumar Shidhanta, Vice-Chancellor, Calcutta University, *Chief Guest.*
10.6.57 :	Twelvth Anniversary and opening of Mandakini Sarobar.	Sri Bhupati Majumdar, Minister of Commerce and Industries, West Bengal.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

20.4.58 :	Opening of the new building Sarama Kutir.	Dr. B. C. Roy, Chief Minister, West Bengal.
20.7.58 :	Laying of the Foundation stone for International Cultural Centre and Library.	Dr. S. R. Das, Chief Justice of the Supreme Court of India
20.7.58 :	Opening of new Extension of Raghabendra Sadan and 13th Anniversary of the Foundation Day of Howrah Homes.	Sri Bhupati Majundar, Minister of Commerce and Industries, West Bengal.
10.6.59 :	Special prayer at the temple Lectures on Indian Culture and 14th Anniversary of Foundation Day.	Dr. Kalidas Nag, A. K. Chanda and Sri Vivekananda Mukherjee.
12.6.60 :	Fifteenth Anniversary of the Foundation day.	Sri Bankim Chandra Kar, Speaker, West Bengal Legislative Assembly. *President.* Dr. Anath Bandhu Roy, Health Minister, West Bengal. *Chief Guest.*
11.2.61 :	Sixteenth Anniversary Opening Ceremony of Shyma Prosad Hall (A newly constructed factory building)	Sri Bhupati Majumdar, Minister of Commerce and Industries, West Bengal.
30.9.62 :	Seventeenth Anniversary of the Foundation Day.	Rai Harendra Nath Choudhury, M.A., Education Minister, State of West Bengal. *President.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

9.6.63 :	Eighteenth Anniversary of Foundation Day.	Sri Tarun Kanti Ghosh Minister of Commerce and Industries, West Bengal. *President*. Sri Profulla Chandra Sen, Chief Minister, West Bengal. *Chief Guest*.
28.6.64 :	Nineteenth Anniversary of the Foundation Day.	Sri Saila Kumar Mukherjee, *President*. Srî Rabindra Lal Sinha, *Chief Guest*. Sri Tusar Kanti Ghosh, *Inaugurntion*.
11.7.65 :	Twentieth Anniversary of the Foundation Day.	Sri Prafulla Chandra Sen, *President*. Sri Tarun Kanti Ghosh, *President* *Chief Guest*.
24.7.66 :	Twenty-first Anniversary of the Foundation Day.	Dr. Suniti Kumar Chatterjee, *President* Sri P. C. Sen, *Chief Guest*.
17.6.67 :	Twenty-second Anniversary of the Foundation Day.	Sri Hiranmay Banerjee, *Inauguration* Sri Bibhuti Das Gupta, *President* Prof. Satyendra Nath Bose, *Chief Guest*.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

30.6.68 :	Twenty-third Anniversary of the Foundation Day.	Dr. Triguna Sen, *Inauguration.* Sri Dharma Vira, Governor, W.B. *President*
7.9.69 :	Twenty-fourth Anniversary of the Foundation Day.	Sri D. N. Sinha, Governor W. B. *President* Sri Ajoy K. Mukherjee, *Chief Guest,*
70 :	Twenty-fifth Anniversary of the Foundation Day (Silver Jubilee)	Sri Triguna Sen, *Inaugnration* Hon'ble Mr. Justice Sankar Prosad Mitra, *President* National Prof. Satyrndra Nath Bose *Guest-in-Chief*
10.6.71 :	Twenty-sixth Anniversary of the Foundation Day.	Formal observation, in Kedareswar Temple
23.7.72 :	Twenty-seventh Anniversary of the Foundation Day.	Sri A. L. Dias, Governor W.B. *Inauguration* Sri Ajit Kumar Punja, Health Minister W.B. *President.* Sri Ajoy Kumar Mukherjee, *Guest-in-Chief.*
15.2.74 :	Twenty-eighth Anniversary of the Foundation Day.	Sri Sidhartha Sankar Ray, Chief Minister W.B. *President.* Sm. Maya Ray, Member of Perliament *Chief Guest.*

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS.

NEWS ITEM
OF AMRITA BAZAR PATRIKA

28TH ANNIVERSARY OF HOWRAH HOMES

From Our Howrah Office, February 15.

The twenty-eighth anniversary of the Howrah Homes was ceremonially obverved today. The Chief Minister Mr. Siddharthasankar Roy presided over the function and Mrs. Maya Roy, MP. was present as chief guest. Pandit Murarimohan Vedantaditirtha, commenced the ceremony with 'Mangalacharan'.

The Chief Minister Mr. Roy, in his speech, desired gradual prosperity of the institute. He said that after the regime of Dr. Bidhanchandra Roy nothing worth mentioned had been built in West Bengal. Mr. Roy called Mr. Raghabendranath Banerjee, the founder of Howrah Homes the 'pride' of West Bengal and he said that in if there were 25 Raghab Banerjees in West Bengal, West Bengal could take a new shape. The Chief Minister laid foundation of a free primary school inside Howrah Homes Campus.

In this function, a condolence proposal at the demise of the National Professor Dr. Satyendranath Bose was drawn.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

NEWS ITEM OF
UNITED NEWS OF INDIA

Calcutta, 15th February.

WEST BENGAL CHIEF MINISTER SIDDHARTH SANKAR RAY TODAY APPEALED TO THE PEOPLE TO DEDICATE THEMSELVES IN THE WORK OF PHILANTHROPIC ORGANISATION BY OPENING NEW AVENUES OF SERVICE TO THE SUFFERING PEOPLE.

MR RAY WHO WAS PRESIDING OVER THE 28TH ANNIVERSARY OF THE HOWRAH HOMES SAID PEOPLE'S PARTICIPATION IN ALL THE WELFARE-ORIENTED WORK WAS NECESSARY NOT FOR THE RAPID PROGRESS OF WORK BUT ALSO FOR DISTIRBUTION OF RESPONSIBILITIES.

LISTING THE DEVELOPMENT WORK DONE DURING THE LAST TWO YEARS, HE SAID THE GOVERNMENT HAD BROUGHT THE STATE BACK INTO NORMALCY AFTER A SPELL OF TURMOLL. STEADY PROGRESS WAS NOW BEING MADE IN DIFFERENT DIRECTION, HE SAID.

LOKSABHA MEMBER MRS MAYA RAY ASSURED HELP IN THE EXPANSION OF NURSING AND SOCIAL SERVICE UNITS OF THE HOMES. MR RAGHAB BANDOPADHAYAYA, THE FOUNDER OF THE HOMES, PRESENTED THE FUTURE PROGRAMME OF THE HOME. THE AUDIENCE WAS ENTERTAINED WITH A VARIETY SONG PROGRAMME BY SUMIT ROY AND NAMITA ROY. UNI GKR KS1957

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র

তৃতীয় অধ্যায়

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

পারিবারিক জীবনে রাঘবেন্দ্র

বীজ থেকে গড়ে ওঠে বৃক্ষ। তারপর পরিণত হয় মহীরুহে। এই মহীরুহেই থাকে অসংখ্য বীজের প্রথম প্রকাশ। বংশ পরম্পরায় এই ভাবে জীবন এগিয়ে চলে। এক থেকে বহুতে। পণ্ডিত ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরের সমসাময়িক রাঘবেন্দ্রর পিতামহ সংস্কৃত কলেজের অধ্যাপক হরিনাথ ন্যায়রত্নের সংস্কৃত সাহিত্য প্রীতি সমাজ সংস্কারক দৃষ্টিভঙ্গী, পিতা গোপাল চন্দ্রের মধ্যেও অন্তলীন হয়ে যায়। তিনি নিজে আইনজীবি থেকে জেলা জজ হন। রাঘবেন্দ্র পিতামহের স্বদেশানুরাগ পিতার মানব প্রেম, মায়ের সত্যনিষ্ঠায় আপন জীবন ভরিয়ে তোলেন। সেই অতীত দিনের কয়েকটি অধ্যায় এখানে সংকলিত হল। সেই সঙ্গে রইল রাঘবেন্দ্র পত্নী সরমা দেবী ও পুত্র কন্যাদের সংক্ষিপ্ত পরিচয়।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

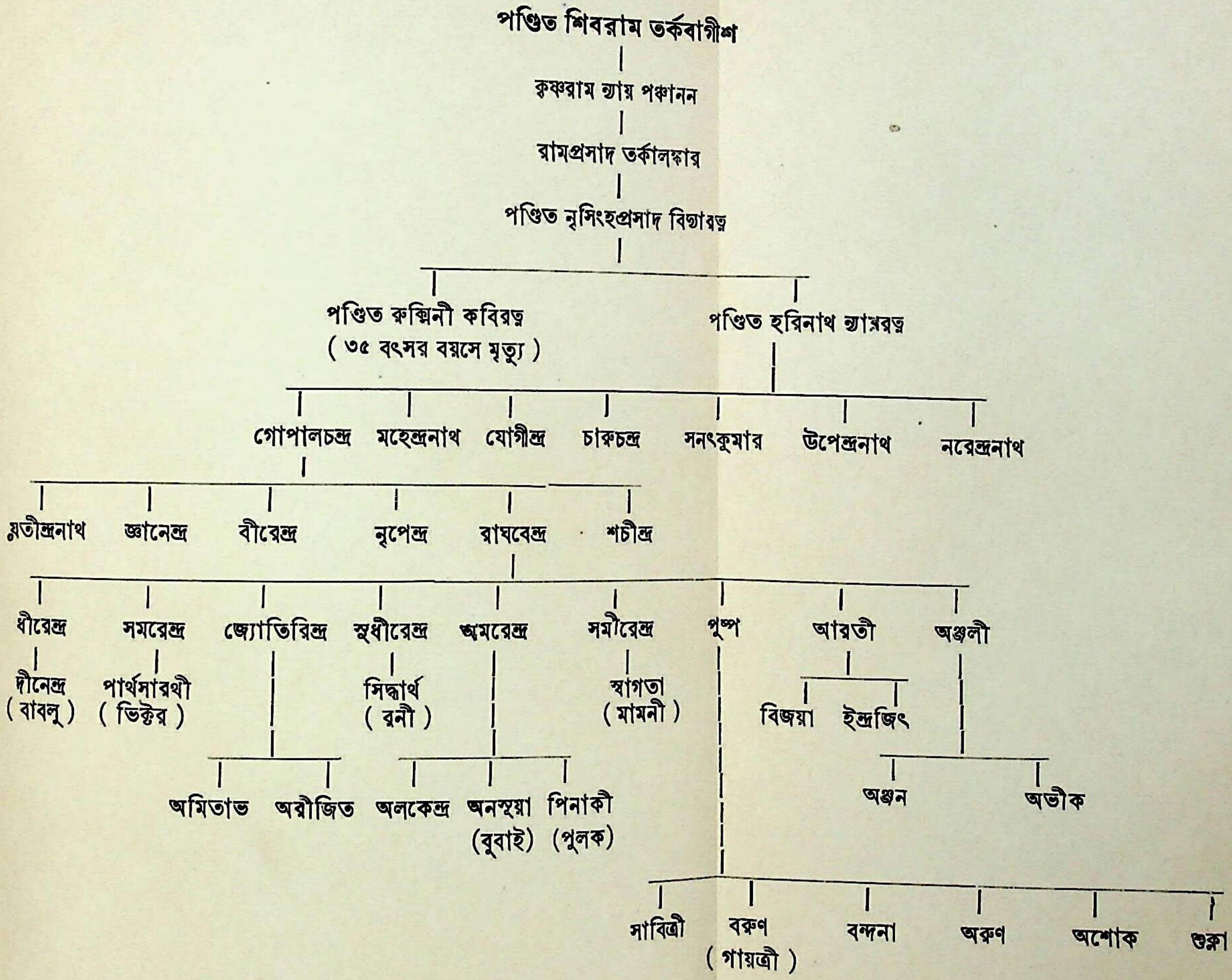

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

হরিনাথ ন্যায়রত্ন

রাঘবেন্দ্রর পিতামহ হরিনাথ ন্যায়রত্ন

ইঁহার পুরা নাম ৺হরিনাথ ন্যায়রত্ন, বংশোপাধি বন্দ্যোপাধ্যায়। ইঁহার প্রণীত "বিরাট পর্ব্ব," "মুদ্রারাক্ষস", "রামের অরণ্য যাত্রা" ও "রচনাবলী এক সময়ে বহু বিদ্যালয়ে প্রচলিত ছিল এবং ছাত্রবৃত্তি ও প্রবেশিকা পরীক্ষায় ছাত্রপাঠ্য পুস্তকাবলীর অন্তর্ভুক্ত ছিল। প্রথম তিনখানি সংস্কৃত হইতে ও শেষখানি ইংরাজী হইতে অনুবাদ। ৺হরিনাথের সঙ্গে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয় ও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারী মহাশয়ের প্রগাঢ় বন্ধুত্ব ছিল। তিনি ছাত্রজীবনে সংস্কৃত কলেজে কাদম্বরী প্রণেতা ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন, বহরমপুর কলেজের ভূতপূর্ব্ব অধ্যাপক ৺মাধবচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত ও ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের ভ্রাতা ৺দীনবন্ধু ন্যায়রত্নের সহপাঠী ছিলেন। তিনি প্রথমে বেথুন কলেজে পণ্ডিত নিযুক্ত হন। পরে অল্পকাল স্কুলের ডেপুটী ইন্‌স্পেক্টারের কার্য করেন। পরে দীর্ঘকাল সংস্কৃত কলেজে সংস্কৃত ও ইংরাজী উভয় ভাষার শিক্ষক ছিলেন। ৺কাউয়েল সাহেব ও ৺প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর আমলে তিনি সংস্কৃত কলেজে শিক্ষকতা করিতেন।

তাঁহার আদিম নিবাস নদীয়া জেলার অন্তর্গত কাঁচকুলি গ্রাম। হাবড়া শিবপুরে বিবাহ করিয়া তিনি পরে শিবপুরেই বসতবাটী নির্ম্মাণ করিয়া তথাকার স্থায়ী বাসিন্দা হন। বিধবা বিবাহ ব্যাপারে যখন সামাজিক আন্দোলন প্রবলভাবে চলিতেছিল, সেই সময়ে ৺বিদ্যাসাগর মহাশয়ের সংস্রবে ছিলেন বলিয়া, তাঁহার স্বগ্রামবাসী ৺তারাশঙ্কর তর্করত্ন ও নিকটস্থ বিল্বগ্রামবাসী ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার সামাজিক নির্য্যাতন ভোগ করেন ও তজ্জন্য বাধ্য হইয়া স্ব স্ব বাসগ্রাম ত্যাগ করেন। তাঁহার জেষ্ঠ পুত্র ছিলেন জেলা

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জজ, রায়বাহাদুর গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়। রাঘবেন্দ্র এই গোপালচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের পুত্র, প্রসঙ্গত উল্লেখ করা যেতে পারে।

হরিনাথ হাবড়া শিবপুরে উন্নতির জন্য বহু হিতকর কার্য্যের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন। শিবপুরে প্রথম স্কুল, ডাক্তারখানা, ক্লাব ও এমেচার থিয়েটার তিনিই স্থাপনা করেন। 'হাবড়া হিতৈষী' নামক সংবাদপত্র ও 'হাবড়া পিপলস এসোসিয়েশন' তাঁহার অন্যতম কীর্তি। তিনি এই সমস্ত সৎকীর্তির জন্য সরকার ও সাধারণ কর্তৃক সম্মানিত হইয়াছিলেন। সরকারের নিকট হইতে Certificate of Honour প্রাপ্ত হইয়াছিলেন এবং অনারারি ম্যাজিষ্ট্রেট ও মিউনিসিপ্যাল কমিশনার নিযুক্ত হইয়াছিলেন। তিনি রাজনীতিক আন্দোলনে এতদঞ্চলে প্রধান উদ্যোগী ছিলেন।

বিগত ৯ ফাল্গুনে, ১৩২১, ২২শে ফেব্রুয়ারী ১৯১৫, রবিবার বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষৎ মন্দিরে এক বিশেষ অধিবেশনে পণ্ডিত হরিনাথের স্মৃতিরক্ষার জন্য ব্যবস্থা গ্রহনের সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়। সভায় পৌরোহিত্য করেন ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রী।

Copy of the Condolence Resolution passed by the Howrah Municipality on the demise of Pandit Harinath.

President

1. J. C. Pilcher Esq., F.R.C.S., Chairman, President.
2. Babu Kedar Nath Bhattacharjya, Vice-Chairman.
3. W. Forbes Mitchell Esq. and others.

It was then proposed by Mr. Forbes Mitchell, seconded by Babu Chunder Coomar Banerjee that

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

"the Commissioners do express their deep regret at the loss the Municipality has sustained by the death of their late colleague Pandit Harinath Nayaratna. His death is a public loss to the Community. He was a man of strict integrity, the first to initiate a vernacular newspaper in Howrah, and he was the founder of the Howrah People's Association. The first school and the first dispensary in Shibpur owe their existence to him. Resolved that a copy of the foregoing be sent to his family. Agreed to unanimously".

Memo. 461 Dated 11.7.1887.

[Extract from The Minutes of the Fifth Ordinary General Meeting of the Municipal Commissioners, Howrah. Dated the 15th June, 1887.]

PANDIT HARINATH NAYARATNA

from the Statesman of June 9, 1887

75 Years ago News Items

OBITUARY

A correspondent writes "Pandit Hari Nath Nayaratna, ex-professor of the Sanskrit College and author of Mudra Rakhas, Rachanabolee and other works breathed his last after a protracted illness on the 28th ultimo.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

LIFE OF RAI BAHADUR GOPAL CHANDRA BANERJEE FATHER OF RAGHABENDRA

Introduction

It is not for us to speculate how many of the people of Bengal are familiar with the village of Kanchkuli in the district of Nadia, but Gopal Chandra belonging to the Banerjee family of this very village is to day well-know to many, both great and small. It is indeed commendable on one's part to have served the Government by remaining faithful to one's religion and to have accepted the responsibility of high Government post and to have discharged the duties pertaining thereto and Gopal Chandra is leaving behind him a glowing example of a man's capacity to win fame and renown by dint of righteousness and an unswerving faith in one's religion, rising from the lowest rung of the ladder. This example of his is worthy of emulation by the Bengalis of the present day. It is not really incumbent on one to be anglicised simply because one has accepted service under the British, neither it is essential in serving the King to ape the customs and manners of the King to whatever religion or nationality he may belong, in the matter of food and dress.

His Birth

On the 15th of February, 1853, Gopal Chandra

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

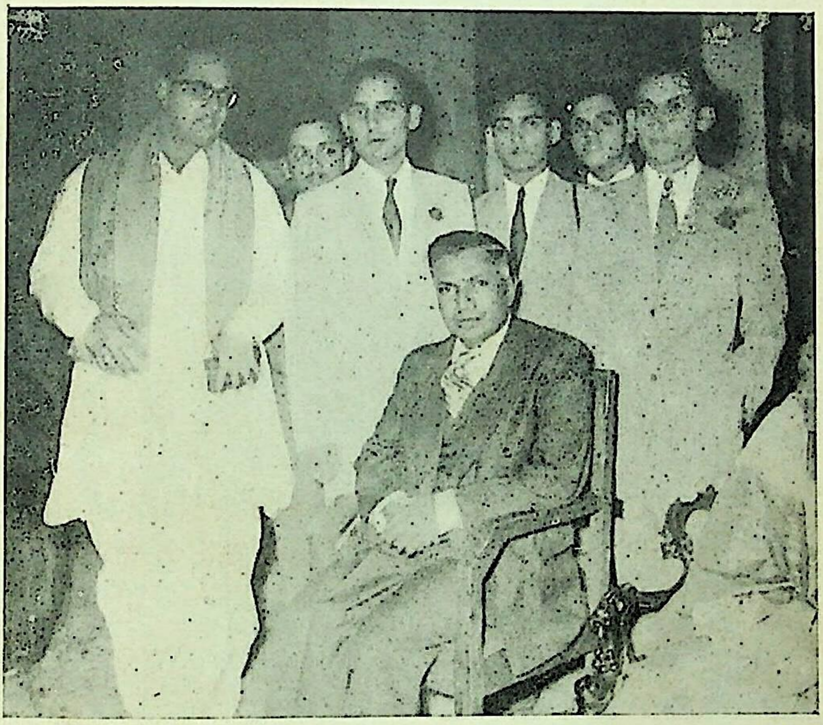

রাঘবেন্দ্রের বাসভবনে শ্রী নাগেশ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, অমিয় চট্টোপাধ্যায়, অমরেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, ধ্রুবেন্দ্রনাথ ব্যানার্জি, ঋষিন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়কে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

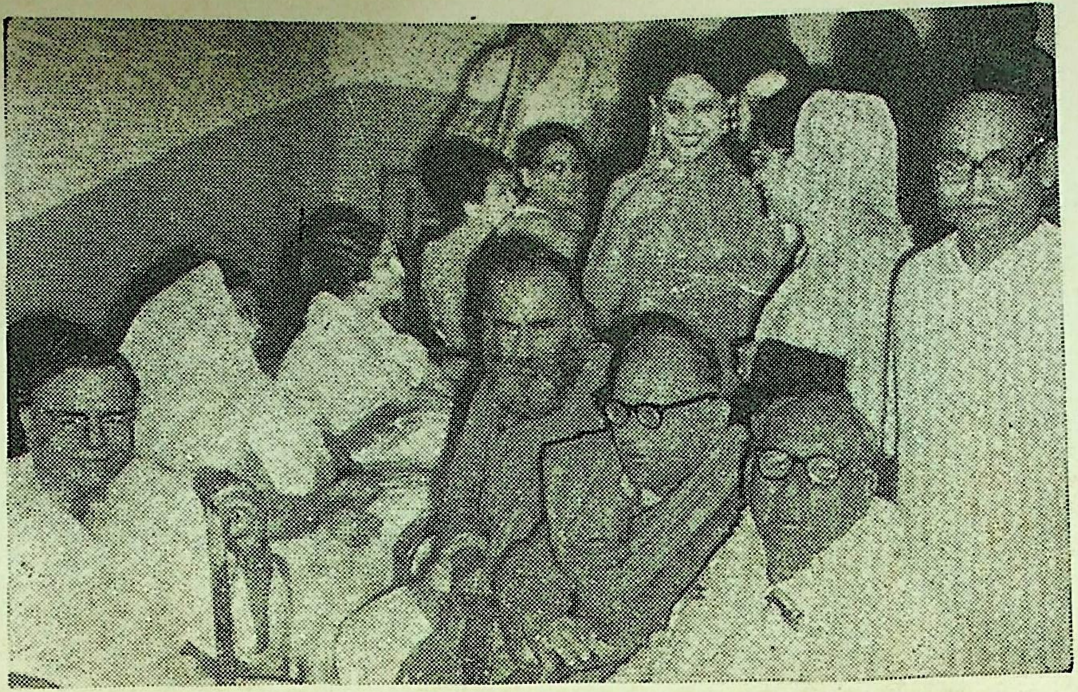

'জন্মদিনে রাঘবেন্দ্র'—১৯৭৩

আচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়, বনফুল, কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র প্রভৃতিকে চিত্রে দেখা যাচ্ছে।

—সিনে অ্যাডভান্সের সৌজন্যে

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

was born of the famous Brahmin family of Kanchkuli. His father was Pandit Harinath Nayaratna. Pandit Harinath achieved rare proficiency in Poetry, Rhetoric, Naya and Smriti. The Government honoured him with the title of "Nayaratna" in appreciation of his knowledge of Naya. The Bengali language is highly indebted to Harinath because of the perspicuity and sublimity of his style as manifest in his books, "Mudra-Rakkash", "Birat Parba" etc., which were the models of the Bengali literature of that time. "Mudra-Rakkash" was the prescribed text of the then Entrance examinees. Besides, most of his books were the text books in one or other of the classes of the Hindu and the Hare schools. Pandit Harinath dedicated his life and intellect to the improvement of Shibpore. He was for a long time the Honorary Magistrate and the Municipal Commissioner of Howrah. It was Harinath who first published the Bengali daily "Howrah Hitaishi". This paper was the organ of all communities of that time. Moreover, Harinath established an association, named, Howrah Peoples' Association. The Howrah Literary Club, Debating Club, Theatrical Club, and school were established by him. The Government bestowed upon him a Certificate Of Honour being pleased with his philanthropic acts and in recognition of his manifold public activities. Harinath was a contemporary of Pandit Iswar Chandra Vidyasagar and was loved by him. Vidyasagar obtained the support of Pandit Harinath and Tarasankar in the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

matter of widow re-marriage. The Hindu society of the time tried its level best to inflict heavy punishment on Harinath for his espousing the cause of widow re-marriage, but fortunately could not harm him in any way. He was, all through his life, un-daunted and out-spoken. Harinath had seven sons. The eldest of those was Gopal Chandra Banerji.

Gopal Chandra's Educational Career

Gopal Chandra started his education quite early in the school established by his father. When he was only eleven years old, his father Harinath brought him down to Sibpore and sent him to the Howrah Zilla School. At the age of 15 he passed Entrance Examination and Secured Govt. Scholership. His college career began in the Presidency college. He passed his F.A., B.A. and B.L. examinations from the same college.

His Marriage

In his 18th year, while a student of the F.A. class he was married. His wife, Sm. Mandakini Debi, the eldest daughter of Parananda Mukherji of the well known Nanda family of Maynapore in the district of Bankura. By this marriage, Gopal Chandra may, without exaggeration, be said to have been united to an incarnation of Laksmi. Mandakini Debi was an ideal woman. They had six sons and two daughters.

His Later Life

Having passed his law examination from the

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Presidency College in 1875, Gopal Chandra accepted the post of a teacher, following the foot steps of the other members of his family. At this early age, his love for establishing schools became manifast. He established a school at Sibpur, now known as Sibpur Dinabandhu Institution with the help of his younger brother, the late Mahendra Nath. One who has a firm faith in his own powers could never remain satisfied with the post of a teacher.

Gopal Chandra gave up his post of a teacher and became a pleader at Burdwan. But he obtained no peace and mental satisfaction as a pleader, on account of the innate prejudices of a true Brahmin, born as he was in the family of a Pandit. The net of lies which had to be continuously woven by a pleader in the course of his profession did not fit in well with his religious temperament, He could have amassed an immense fortune and establish for himself a reputation by his own legal acumen as a lawyer but the lawyer's profession did not give him any satisfaction. He gave up the legal profession for its inherent defects and maladies. By quoting a true incident in support of his giving up a lucrative practice as a pleader, we will go to discuss his later life. On one occasion he was engaged as a pleader in a rioting case. From the facts of the case he was convinced that his clients were really guilty but by his argumentative powers and eloquence he absolved them from their guilt and its inevitable punishment. As a result of this, the opposite party, inspite of their being innocent, were sent to Jail. It was the remorse

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

resulting from this incident which made him wear the shackles of slavery by accepting Govt. service, although be decided at first to lead an independent life.

He became a Munsiff. Gopal Chandra had to run his family and educate his children and brothers with such meagre income but he smiled through difficulties keeping his faith in God. He gave his true age when he became Munsiff. In former days false ages used to be given while entering Govt. services.

God gave Gopal Chandra a fitting reward for his virtues. He soon attracted the attention of the Government as an efficient officer and in course of time he was raised to the eminent position of a **District & Sessions Judge,** which very few, in those days could reach. He maintained integrity and prestige of his high office creditably. As he dispensed impartial justice during the whole period of his service, and as he was considered to be a meritorious officer by the authorities there was a likelihood of his being appointed as a Judge of the High-Court. But unfortunately he was attacked by heart-disease at the time and he was also suffering from diabetes. His friends and medical advisers advised him to send in his resignation immediately. He did so. He had two years still to serve but his health having broken down, he was obliged to retire before that time.

Immediately after his retirement, Lord Minto in appreciation of his service honoured him with the title of Rai Bahadur in 1910.

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Gopal Chandra promoted the interests of the Government in various ways. His treatise "Police and its Reforms" has been recognised by the Government to be a masterly work full of practical suggestions and has been highly appreciated. His "Anarchy and Education" is interesting to read and really instructive.

He had all along during his service career preserved his individuality and orthodoxy. He never omitted his daily "Puja" and "Sandhya" on the plea of want of time. He never put on a tie, so much so that it is doubtful if ever any one saw him with an open-breast coat. "Plain living and high-thinking" was the watch-word of his life.

In the course of his service he had to come in contact with various people belonging to various castes and communities of different places. Wherever he went he utilised his influence and energy towards the local improvement of those places. His activities towards the building of roads, the excavation of tanks and the establishment of schools and charitable dispensaries at Nilphamari, Pingna, Jajpur and other places have served to keep his name still fresh in the memory of the inhabitants of those places. By dispensing strict and impartial justice in a manner far above reproach, he fulfilled what all people expect of a Judge and thereby immortalised his name.

Gopal Chandra's only aim was to dispense impartial justice. He often kept a keen eye on his subordinates to check such illegal practices as taking bribes and the like. This created for him

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

many enemies. When he was a Munsiff at Kaliganj, Dacca some of his enemies set fire to his house. Gopal Chandra's life was in danger but through the grace of God his life was saved though with immense loss of money. It is needless to say that he was not in the least perturbed or sorry for this. He endured all these with a smiling face saying that it was only a light punishment for the sins of a past life.

Presidentship of the Brahmin Maha Sammilani

The Brahmin Mahasabha of Bengal seeing his profound faith in religion, his piety and his rigorous observances of the rites of an orthodox Brahmin, honoured him with the Presidentship of the Brahmin Maha Sammilani.

Some Allurements After His Retirement

After his retirement no earthly allurements were able to make him turn back from devoting his heart and soul to the contemplation of God.

His Love for the Poor

Gopal Chandra always felt keen sympathy for the poor. He felt that poor people could not procure adequate medical help. To remove this want he took steps himself. He studied Homeopathy, and began to make a free distribution of medicines. The most wonderful thing in this, was that in the matter of treatment he made a name wherever he went. Gopal Chandra's income was limited but his charities were unlimited in comparison to his income. No one in need of money

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

ever turned away from his door disappointed. His donations of public welfare, though small, were many and among these, the donation of Rs. 1500/- to the Shibpur school and the Shibpur Chatuspati are worth mentioning.

His Death

In 1927 during the last week of November he had an attack of fever which suddenly developed into Pneumonia. His call to the other world having come he left this world on the 4th day of December, 1927 at about mid-night.

মাতা মন্দাকিনী

তাঁহার মাতৃদেবী ৺মন্দাকিনী দেবী বাঁকুড়া জেলার ময়নাপুর নিবাসী পরানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের জ্যেষ্ঠা কন্যা। পরানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় স্কুলসমূহের ডেপুটী ইনস্পেক্টর ছিলেন এবং সরকারী কার্য্যকালেই স্কুল পরিদর্শন উপলক্ষে অশ্বপৃষ্ঠে গমনকালে হঠাৎ পড়িয়া গিয়া মৃত্যুমুখে পতিত হন। মাতুল শ্রীঅকলঙ্ক মুখোপাধ্যায় জিলার একজন প্রসিদ্ধ ব্যক্তি ছিলেন। মাতামহ পরানন্দের খুড়তুতো ভাই স্বর্গীয় রায় বাহাদুর জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয় কলিকাতা হাইকোর্টের গভর্ণমেণ্ট উকীল ছিলেন। ভারত সম্রাট্ সপ্তম এডওয়ার্ড যখন 'প্রিন্স অব ওয়েলস্'-রূপে ভারত পরিদর্শনে কলিকাতা আসেন, তখন জগদানন্দ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের আমন্ত্রণ গ্রহণ করিয়া বাঙালী পারিবারিক জীবন সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের জন্য তাঁহার বকুল বাগানের বাড়ীতে আগমন করেন এবং তাঁহার জ্ঞান-পিপাসা পরিতৃপ্ত করেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

জগদানন্দের এই নৈতিক সংসাহস তৎকালীন সমাজে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

ইংলণ্ডের রাণী এলিজাবেথের ভারত আগমনের প্রাক্কালে রাঘবেন্দ্র তাঁহার দাদা মহাশয়ের গৃহে ভারত সম্রাট সপ্তম এডওয়ার্ডের আগমন কাহিনী লিখিয়া পাঠাইলে রাণীর প্রাইভেট সেক্রেটারী আনন্দের সাথে সেই পত্র প্রাপ্তির স্বীকৃতি দেন। নীচে রাণী এলিজাবেথের প্রাইভেট সেক্রেটারীর পত্রটি সংযোজিত হইল।

হিজ্ রয়েল হাইনেস প্রিন্স অব ওয়েলস, পরে সপ্তম এডওয়ার্ডের প্রাইভেট সেক্রেটারী ও প্রিন্সের ভারত পরিদর্শক দলের মধ্যে ডব্লু এইচ রাসেলের মূল রিপোর্টটি এখানে উদ্ধৃত হল।

Raj Bhavan,
Calcutta.
18th February, 1961.

From

Private Secretary to the Queen

Dear Shri Banerjee,

I write to thank you for your letter of 17th February, and for the copy of the most interesting letter which you enclosed with it.

I shall certainly take an early opportunity of showing it to the Queen.

Yours sincerely,
Sd/- M. E. Advani.

Shri R. Banerjee

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Extract from the book 'Nanda Bansa' written by Sri Chandrasekhar Mukhopadhya, B.A., B.C.S., page 55 (Ray Jagadananda Mukhopadhya Bahadur).

Dated 3rd January, 1876

"How it came about I do not exactly know but it is probable that the Prince expressed a wish to see the zenana of some respected native and that the wish was made to the worthy Hindoo of Bhawanipur. Mr. Mukherjee was too happy to gratify it today. Miss Baring, Lady Temple, Miss Milmen, Lady Stuart Hogg and others had parhaps some part in this pourparlers. There were hundreds of children assembled to see the Prince arrive; most of the little ladies held pretty bouquets, with which, out of lovable devotion, to pelt the Prince. These children may develop into Hindoo Blooms and establish Women's Rights Associations unless their wild shrieks of liberty be silenced into the leaden flood of caste and custom which has drowned so much thought and life in India century after century. Instead of salutes and flourishes or bell peeling, the Hindoos use conches to announce the arrival of guests; the noise of this natural—horn makes one rejoice that he is not among the Tritons. These were sounded often and long for there were false alarms of the Prince coming but at last his carriage came in sight and there was conch-blowing—His Royal Highness did not appear in the splendid attire which Mrs. Mukerjea and her fair friends no doubt thought a Prince should wear. Whether Babu Jagadananda

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Mukherjee will ever get over the wrath of his co-religionists for the doings of this day, time only can show. There is one fact revealed by the manner in which the occurrence was accepted by those concerned. Hindoo ladies at all events do not consider strict seclusion at all essential to their happiness. But it is dangerous to argue from a Particular to the Universal and so it will be safer perhaps to say that some Hindoo ladies do not dislike being seen, at all events by a Prince of Wales

(*W. H. Russel, Honorary Private Secretary to H. R. H. Prince of Wales and a member of the Prince's suite accompanying him to India*").

রাঘবেন্দ্রর ভ্রাতা ও ভগ্নিগণ

জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা ও কনিষ্ঠ ভ্রাতৃগণ সকলেই কৃতী পুরুষ। যতীন্দ্রনাথ এল, এম, এস, ও বিখ্যাত হোমিওপ্যাথ ছিলেন। আইনজ্ঞানে ও ন্যায়বিচারে শ্রেষ্ঠত্বের পুরস্কার স্বরূপ দায়রা জজ্‌রূপে বিচারক্ষমতা তদানীন্তন বাংলা গভর্ণমেণ্ট ডেপুটিম্যাজিস্ট্রেট্ মধ্যম ভ্রাতা জ্ঞানেন্দ্রনাথকে সর্বপ্রথমে দেন। ৺বীরেন্দ্রনাথ কৃতী ইষ্টক ব্যবসায়ী ছিলেন। ৺নৃপেন্দ্রনাথ খ্যাতনামা ব্যবসায়ী ছিলেন। কনিষ্ঠতম ৺শচীন্দ্রনাথ এম, এ, বি, এল, কলিকাতা হাইকোর্টের আদিম-বিভাগের রেজিষ্ট্রার ছিলেন। তাঁহার তিন ভগ্নি—৺শৈলমতী, ৺সরলামতী ও ৺শিবমতী।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

শ্রীমতী সরমা দেবী

রাঘবেন্দ্রের স্ত্রী সরমা দেবী উত্তরপাড়ার রাজা ৺পিয়ারী মোহনের পৌত্রী। কুমার ৺ভূপেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা। তাঁদের বিবাহ হয় উত্তরপাড়ার রাজপ্রাসাদে। সরমা দেবী অত্যন্ত বিনয়ী। সেবা পরায়ণা। যদিও তথাকথিত এরিষ্টক্রাট্ বংশে তাঁর জন্ম, তথাপি সরমাদেবীর অতুলনীয় সেবাময়ীরূপ রাঘবেন্দ্রকে সমাজসেবার কাজে প্রেরণা দান করেছে।

পুত্রকন্যাগণ

রাঘবেন্দ্র ও সরমা দেবীর ছয় পুত্র ও তিন কন্যা। ধীরেন্দ্রনাথ, সমরেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, সুধীরেন্দ্রনাথ, অমরেন্দ্রনাথ, সমীরেন্দ্রনাথ। তিন কন্যা পুষ্প দেবী, আরতি দেবী, অঞ্জলী দেবী।

ধীরেন্দ্রনাথ দ্বিতীয় মহাযুদ্ধে সামরিক বাহিনীর উচ্চপদস্থ অফিসার হিসাবে কাজ করেন। বর্ত্তমানে ম্যাকলয়েড কোম্পানীর উচ্চপদস্থ অফিসার। ভবানীপুরবাসী ৺সরলকুমার মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা বাসন্তী দেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদের একমাত্র পুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ।

সমরেন্দ্রনাথ কিংস কমিশনে নির্বাচিত হয়ে ১০ বৎসর সুনামের সহিত সামরিক বাহিনীতে মেজর হিসাবে কাজ করেন। কর্মরত অবস্থায় তিনি পারিবারিক কারণে কাজ ছেড়েদেন। বর্তমানে আসামের চা বাগানের ম্যানেজার হিসাবে কর্মরত। চাঁচলরাজ ৺কালিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা কমলাদেবীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাদের এক পুত্র পার্থসারথী। সমরেন্দ্র হকিতে ভারতের অন্যতম শ্রেষ্ঠ ক্রীড়াবিদ। তিনি পরোপকারী ও সমাজসেবী হিসাবে আসামে প্রখ্যাত।

জ্যোতিরিন্দ্রনাথ আই সি আই কোম্পানীর উচ্চপদস্থ অফিসার।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সুবিখ্যাত ব্যবসায়ী শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা কল্যাণীদেবীর সহিত তাঁর বিবাহ হয়। তাদের দুই পুত্র খোকন ও অরিজিৎ। সকলে বর্তমানে লণ্ডনের অধিবাসী।

সুধীরেন্দ্রনাথ আসামের চা বাগানের ম্যানেজার। রানাঘাটের বিখ্যাত উকিল ৺রায় বাহাদুর নগেন্দ্রনাথের পুত্র ৺মণীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠা কন্যা যুথিকার সঙ্গে বিবাহ হয়। তাঁদের একমাত্র পুত্র সিদ্ধার্থ। সুধীরেন্দ্রনাথ জলপাইগুড়িতে বীরনগরে একটি কলেজ স্থাপন করেছেন।

অমরেন্দ্রনাথ ম্যাকলীনবেরীর একজন উচ্চ পদস্থ অফিসার। হাওড়া হোমসের যুগ্ম সম্পাদক। কলিকাতা জুনিয়ার চেম্বারের প্রতিনিধি হিসাবে আন্তর্জাতিক সম্মেলনে যোগ দেন। প্রখ্যাত সাহিত্যিক ৺প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের পুত্র সুপ্রীম কোর্টের এডভোকেট শ্রীপরিমল মুখোপাধ্যায়ের একমাত্র কন্যা পূরবীর সঙ্গে বিবাহ হয়। তাদের দুই পুত্র অলক ও পুলক। এক কন্যা বুবাই।

সমীরেন্দ্রনাথ ডানলপ কোম্পানীর উচ্চপদস্থ অফিসার। হকি খেলায় বিশেষ পারদর্শী। কৃতি ছাত্র ছাড়াও কলকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের ছাত্র হিসাবে পর পর পাঁচ বছর হকিতে ব্লু হন। এছাড়া দুবছর হকি দলের অধিনায়ক হন[১]। ১৯৫২ সালে এন. সি. সিতে সর্বশ্রেষ্ঠ ক্যাডেট হয়ে রাজ্যপাল পদক পান। ১৯৭০ সালে জুনিয়ার চেম্বারের ডাবলিন কনফারেন্সে প্রতিনিধিত্ব করেন। প্রসিদ্ধ চিকিৎসক ডঃ লক্ষ্মীনারায়ণ চট্টোপাধ্যায়ের মধ্যমা কন্যা শর্মিলার সঙ্গে বিবাহ হয়। তাদের একমাত্র কন্যা স্বাগতা।

প্রথমা কন্যা **পুষ্পরাণী দেবী**। ৺তুলসীচরণ চট্টোপাধ্যায়ের জ্যেষ্ঠ পুত্র কৃষ্ণচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁহাদের

---

১ কলকাতা সিনিয়ার হকি ডিভিসনের ইষ্টবেঙ্গল ক্লাবে ব্যাক হিসেবে প্রায় দেড় বছর অংশ নেন।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

তিন পুত্র, বরুণ, অরুণ, অশোক ও তিন কন্যা সাবিত্রী, গায়ত্রী, শুক্লা। প্রখ্যাত স্টিভেডার ফার্ম শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় এণ্ড কোম্পানীর মালিক।

দ্বিতীয়া কন্যা আরতি দেবী। ৺রাখালচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীরবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। শ্রীচট্টোপাধ্যায় পশ্চিমবঙ্গ পুলিসের ইন্সপেক্টর জেনারেল পদে কর্মরত। তাঁহাদের একপুত্র শ্যামল। এককন্যা বিজয়া। বিজয়ার বিবাহ হইয়াছে পশ্চিমবঙ্গের প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী শ্রীঅজয়কুমার মুখোপাধ্যায়ের ভ্রাতা ডঃ সোমনাথ মুখোপাধ্যায়ের পুত্র শিবব্রতের সঙ্গে।

তৃতীয়া কন্যা অঞ্জলী দেবী। রায় বাহাদুর ৺অমৃতগোপাল চট্টোপাধ্যায়ের পুত্র শ্রীঅমিয়গোপাল চট্টোপাধ্যায়ের সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। কৃতি ব্যবসায়ী। তাঁহাদের দুই পুত্র অঞ্জন ও অভীজিৎ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

৺প্রভাসচন্দ্র পাঠক স্মরণে

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র রচনা সুরু করেন ৺প্রভাসচন্দ্র পাঠক। এই গ্রন্থের কয়েকটি অধ্যায় ব্যতীত সব অধ্যায়ই তাঁর লেখা।

আজ ৺পাঠক নেই। তিনি চলে গেছেন অমর্ত-লোকে। তাঁর শুভ ইচ্ছাকে কর্মে রূপায়িত করা হোল।

লোক সেবা ও পরোপকার ছিল তাঁর জীবনের অঙ্গস্বরূপ। কর্মজীবনে সাব ডেপুটি ম্যাজিস্ট্রেট হিসাবে দীর্ঘদিন কাজ করে অবসর গ্রহণ করেন। ৺পাঠকের নিজের লেখা পত্রের প্রত্যেকটি পংতিতে দেখা যাবে তাঁর মনের ঐকান্তিক আকুতি। তাঁর লেখক সত্ত্বা, ব্যক্তিসত্ত্বা, মহৎ হৃদয়ের সার্থক অভিব্যক্তির জন্য তাঁর একটি পত্রাংশ এখানে প্রকাশ করা হোল।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

Probhas Chandra Pathak
M. A., BL,

Chandrokona Road,
P. O. Satbankura
Dist. Midnapore.
৯. ৬. ৬৭

ভাই রাঘব,

তোমার লিখিত ইনল্যাণ্ড লেটার এইমাত্র পাইয়া এত আনন্দিত হইলাম যে সবুর সইল না। তোমার জীবনী ছাপানোর ভার লইয়াছে জানিয়া সুখী হইলাম। আমি বারংবার বলিতেছি তোমার জীবনী তোমার জন্য নয়। উহা সমগ্র বাঙালী সমাজের কল্যাণকর হইবে। বলিতে বাধ্য হইলাম যে তুমি নিজেকে আমার লিখিত মন্তব্যের অযোগ্য বলিয়া মনে করিতেছ। কিন্তু জাননা যে, আমার মন এত ন্যায়নিষ্ঠ ও সত্যপরায়ণ যে আমার কলম হইতে এক অক্ষর অতিশয়োক্তি বাহির হয়না। তোমার যোগ্যতা অসাধারণ। আমার দুঃখ যে আমি সব ফুটাইয়া তুলিতে পারি নাই। তোমার যোগ্যতা সর্দার প্যাটেল ও শ্যামাপ্রসাদ কিছু বুঝিয়াছিলেন বলিয়া তোমাকে রাজস্থানের ইন্সপেক্টর জেনারেল অব পুলিস করিয়াছিলেন এবং হাওড়া হোমসই তোমাকে চিরস্মরণীয় করিয়া রাখিবে। একজন ইংরেজ আমলের সরকারী কর্মচারী দেশকল্যাণকর এতবড় কাজ করিতে পারে তাহা কেহ কল্পনা করিতে পারেনা। তুমি জান যে,কাহারও বিনা অনুরোধে ও স্বেচ্ছায় আমি তোমার জীবনী দেশকে দিবার জন্য লিখিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিলাম।—ইতি

প্রভাসচন্দ্র পাঠক

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

সম্পাদক পরিচিতি

সনাতন সেন

বাঙলাদেশের যশোর জেলার কালিয়া অঞ্চলের সেন বংশে জন্ম। এই বংশের রাজা হরিশ্চন্দ্র সেন পরে হুগলী জেলার গুপ্তিপাড়ায় বসবাস শুরু করেন। তাঁর কাকা শ্রীজ্যোতি সেনগুপ্ত রয়টারের রিপোর্টার ছিলেন। বর্তমানে Economice Tims এর বিশেষ প্রতিনিধি। পরে তাঁরা কলকাতার বাসিন্দা হন। কলকাতার প্রখ্যাত দৈনিক যুগান্তরের সহঃ সম্পাদক।

শিক্ষা কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে। পরলোকগত প্রখ্যাত সাংবাদিক হেমেন্দ্রপ্রসাদ ঘোষ, মাখন সেন, ডঃ ধীরেন সেন, কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায় ও দক্ষিণারঞ্জন বসুর ছাত্র ছিলেন। তাঁর জীবনে যুগান্তর সম্পাদক সুকমলকান্তি ঘোষের অবদান অসামান্য। ম্যানেজমেন্ট বিশেষজ্ঞ। ইউনাইটেড নিউজ অব ইণ্ডিয়ার বারাণসীর রিপোর্টার ছিলেন।

সাংবাদিকতা করার প্রাক্কালে অসংখ্য মনীষীদের সংস্পর্শে তিনি এসেছেন। বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ের পরলোকগত উপাচার্য ডঃ অমরচন্দ্র যোশী, উত্তর প্রদেশের রাজ্যপাল ডঃ বি গোপাল রেড্ডি, ওড়িষার মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী নন্দিনী সতপথী, উপাচার্য সতেন্দ্রনাথ সেন, উপাচার্য ডঃ রমা চৌধুরী সুপ্রীম কোর্টের প্রধান বিচারপতি অজিতনাথ রায়, কলকাতার প্রধান বিচারপতি শংকরপ্রসাদ মিত্র, বিচারপতি অমরেন্দ্রনাথ সেন, সাংবাদিক শ্রেষ্ঠ তুষারকান্তি ঘোষ, দার্শনিক ডঃ রামচন্দ্র অধিকারী ও কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র তাঁদের অন্যতম। যাদের স্নেহ-ভালবাসা তাঁর জীবনকে চলার পথে দিয়েছে অনুপ্রেরণা।

বারাণসী বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকতাবিভাগ প্রবর্তন তাঁর অন্যতম উদ্যম। রাষ্ট্রপতি জাকির হোসেন, উপরাষ্ট্রপতি গোপালস্বরূপ পাঠকের ওপর কভারেজ, প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী ইন্দিরা গান্ধীর সঙ্গে ইণ্টারভিউ ও অসংখ্য স্পেপাল কভারেজ তাঁকে জনপ্রিয় করে। দীপংকর সেন ছদ্মনামের আড়ালে ছোটগল্প, কবিতা, উপন্যাস লেখেন। আকাশবাণী কলকাতার সঙ্গীত স্রষ্টা। ফটোগ্রাফী ও সাংস্কৃতিক উদ্যোগ সখ।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi

Digitization by eGangotri and Sarayu Trust. Funding by MoE-IKS

কর্মযোগী রাঘবেন্দ্র

বীজ যেমন পরিণত হয় অঙ্কুরে তারপর রূপান্তরিত হয় মহীরুহে। ঠিক তেমনি কর্মী রাঘবেন্দ্রের ধীরে ধীরে প্রকাশ ঘটলো নব রূপে। এ রাঘবেন্দ্রর চিত্ত সর্বজন কল্যাণে ভরা, প্রতিটি মুহূর্ত্ত কাটে এক স্বপ্নকে রূপদেবার অদম্য কামনায়। অসংখ্য নামহীন গোত্রহীন মানব সন্তান কালিমপং বয়েজ হোমে বড় হয়ে উঠেছে। অগণিত দরিদ্র-আতুর ভারতবাসী কি করে শিক্ষার আলোকে উজ্জীবিত হয়ে সমগ্র বিশ্বে ছড়িয়ে পড়ে সেই স্বপ্ন রূপায়ণের নীরব সাধনা চললো রাঘবেন্দ্রের। এখানে কর্মী রাঘবেন্দ্র ও সমাজসেবী রাঘবেন্দ্রের এক অপূর্ব মিলন ঘটলো। সেই সাধনা থেকে গড়ে উঠলো হাওড়া হোমস। হাজার হাজার তরুণ যুবক রাঘবেন্দ্রের জ্যোতি-স্পর্শে নব জীবনের দ্যুতিতে ভরে উঠলো। তারা ছড়িয়ে পড়েছে সমগ্র বিশ্বে জ্ঞান আহরণে। তারা চায় বিশ্বের সকল জ্ঞান আহরণ করে মাতৃভূমি ভারতকে ভরিয়ে তুলতে। এইভাবে একটি আলো থেকে জ্বলে উঠলো অসংখ্য আলো। একটি জীবন থেকে অনেক জীবনের দ্যুতি। কর্মী রাঘবেন্দ্র, সমাজসেবী রাঘবেন্দ্র পরিণত হলেন কর্মযোগী রাঘবেন্দ্রে। লক্ষ লক্ষ প্রাণের বিদ্যুৎ-দীপ্তি অশীতিপর বৃদ্ধ রাঘবেন্দ্রের মন ভরিয়ে দেয় অনুপমমাধুর্যে। তিনি মুগ্ধ হন তাদের অগ্রগতিতে, তিনি সেই মাধুর্যধারা লক্ষ করে বলেন আমি আনন্দিত।

CC0. In Public Domain. Sri Sri Anandamayee Ashram Collection, Varanasi